ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 11 September 2021 ■ আগরতলা ১১ সেপ্টেম্বর, ২০২১ ইং ■ ২৫ ভাদ্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শনিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পূর্ণ নিষ্ঠা ও ভক্তিভরে রাজ্যেও পালিত হচ্ছে গণশ পূজা ও উৎসব। শুক্রবার আগরতলায় তোলা নিজস্ব ছবি।

ব্যাপক উৎসাহে রাজ্যেও পালিত হচ্ছে গণেশ পুজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। রাজধানীর মহারাজগঞ্জ বাজারে সবজি ব্যবসায়ী সমিতির তরফ থেকে অন্যান্য বছরের মতো সিদ্ধিদাতা গণেশ পূজার আয়োজন করা হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে প্রসাদ বিতরণ করা হয়।

করোণা পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার পর রাজের সর্বস্তরের ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে পূজা-পার্বণ নিয়ে ব্যাপক উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। রাজধানী আগরতলা শহরের বিভিন্ন ব্যবসায়ী সংগঠন এবং ব্যক্তিগত গণেশ পূজার আয়োজন করা হয়েছে। রাজ্যের প্রধান বাজার মহারাজগঞ্জ বাজারের ব্যবসায়ী সমিতির পক্ষ থেকে সবজি বাজারে গণেশ পূজার আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষে ভক্তদের মধ্যে প্রসাদ বিতরণের আয়োজন করা হয়েছে। সিদ্ধিদাতা গণেশ পূজাকে কেন্দ্র করে ব্যবসায়ীসহ সকল মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়েছে।রাজধানী আগরতলা শহরের অন্যান্য স্থানেও গনেশ পূজাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনার খবর মিলেছে।প্রথমবারের মতো গণেশ পুজোর আয়োজন করলো আমবাসা সংঘশ্রী ক্লাব। এই উপলক্ষে ক্লাব প্রাঙ্গণে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এলাকার ৫০ জন গরীব দুঃস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়।

সিদ্ধিদাতা গণেশ পূজা কে কেন্দ্র ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সন্ত্রাসের রাজনীতি রাজ্যবাসী প্রত্যাখ্যান করবেন, সিপিএমকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরায় বিধানসভা নির্বাচন যতই এগিয়ে আসছে, বিরোধী সিপিএম ততই নড়েচড়ে বসছে। তবে, সন্ত্রাসে মদত দিয়ে শান্ত ত্রিপুরাকে অশান্ত করে তুলার জঘন্য ষড়যন্ত্র চলছে দাবি করে সিপিএমকে এক হাত নিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। গত কয়েকদিনে নজিরবিহীন সন্ত্রাসের জন্য তিনি সিপিএমকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন। তাঁর দাবি, সিপিএমের সন্ত্রাসের রাজনীতি ত্রিপুরার জনগণ প্রত্যাখ্যান করবেন। সাথে তিনি সতর্ক করে দেন, শান্তির প্রশ্নে কোন আপোষ হবে না।

গত কয়েকদিন ধরে ত্রিপুরায় নজিরবিহীন সন্ত্রাসে মানুষ আতঙ্কে রয়েছেন।গত ৬ সেপ্টেম্বর ধনপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা বিরোধী দলনেতা মানিক সরকারের ডেপুটেশন কর্মসূচিকে ঘিরে অশান্ত হয়ে উঠেছিল সোনামুড়া অঞ্চল। এরপর থেকে ত্রিপুরায় দফাওয়ারী সন্ত্রাসের ঘটনায় রাজনীতির পারদ চড়তে শুরু করেছে।

ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে অসন্তুষ্ট মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ একাধিক টুইট বার্তায় সিপিএমকে সন্ত্রাস ইস্যুতে বিধেছেন। তাঁর দাবি, গত তিন বছরে ত্রিপুরায় শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতিতে উন্নতি তারই পরিচয় বহন করে চলেছে। তবে, সম্প্রতি সিপিএমের নেতৃত্বে বিরোধী রাজনীতি শান্তি-শৃঙ্খলাকে ছারখার করে দিচ্ছে। তিনি সুর চড়িয়ে বলেন, ত্রিপুরায় ক্ষমতা দখলে সিপিএম অরাজকতা শুরু করেছে।

তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, এখন সংবাদ মাধ্যমের কার্যালয় আক্রান্ত হচ্ছে। তাঁর দাবি, সংবাদ মাধ্যম গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ এবং সকলের সম্মান প্রাপ্তির অধিকার রয়েছে। কিন্ত, সংবাদ মাধ্যম আজ সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে। তিনি হুশিয়ারী দিয়ে বলেন, সংবাদ মাধ্যমের কার্যালয়ে হামলাকারীদের খুঁজে বের করে চরম শাস্তির ব্যবস্থা করা হবে। তিনি আশ্বাস দেন, সংবাদ মাধ্যমের সকল বন্ধুদের পাশে রয়েছে ত্রিপুরা সরকার।

সিপিএমের সন্ত্রাসের রাজনীতি ত্রিপুরার মানুষ প্রত্যাখ্যান করবেন, আশা প্রকাশ করে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি দৃঢ়তার সাথে বলেন, ত্রিপুরায় শান্তি বিনষ্টকারীদের খুঁজে বের করে চরম শাস্তি দেওয়া হবে। কারণ, শান্তির প্রশ্নে আপোষ করবে না ত্রিপুরা সরকার, সতর্ক করে দেন তিনি।

ব্যাঙ্ক ঋণের টাকা পরিশোধ করতে না পেরে আত্মঘাতী সরকারী কর্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। শ্যামলী বাজার এলাকায় সরকারি আবাসন থেকে এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম অমর জীবন দেববর্মা। পেশায় সরকারি কর্মচারী। শুক্রবার রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার শ্যামলী বাজারে সরকারি আবাসন থেকে এক সরকারি কর্মচারীর ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃত ব্যক্তির নাম অমর জীবন দেববর্মা। বয়স ৫২ বছর।

আজ সকালে পরিবারের লোকজনকে বাড়িতে না থাকার সুযোগ নিয়ে ওই ব্যক্তি ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে। পরে তার পরিবারের লোকজনরা বাড়িতে ফিরে এসে ওই ব্যক্তির ঝুলন্ত মৃতদেহ দেখতে পেয়ে তাকে জীবিত ভেবে তার দুই ছেলে মৃতদেহটি নামিয়ে ফেলে পুলিশকে না জানিয়ে। পরে তার বাবার মৃত্যু হয়েছে বিষয়টি বুঝতে পেরে জিবি পুলিশ ফাঁড়িতে খবর দেয়। পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে জিবি হাসপাতালে নিয়ে যায়। জানা যায় মৃত ব্যক্তি একটি ব্যাংক থেকে অনেক টাকা লোন নিয়েছিলেন।

সেই টাকা ফেরত না দিতে পেরে ফাঁসিতে আত্মহত্যা করে। জানা যায় অমর জীবন নামের ওই ব্যক্তি একজন সরকারি চাকরিজীবী ছিলেন এবং দীর্ঘদিন যাবত সেক্রেটারিতে কর্মরত ছিলেন। ঋণের দায়ে চাকুরীজীবির মৃত্যুর সংবাদে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। পুলিশ মৃতদেহটিকে ময়নাতদন্তের জন্য জিবি হাসপাতাল মর্গে পাঠিয়েছে।

রাজনৈতিক হিংসার পর এখনও থমথমে মন্দিরনগরী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। রাজনৈতিক সন্ত্রাসকে কেন্দ্র করে মন্দির নগরী উদয়পুর শহর ও শহরতলীর পরিস্থিতি এখনো থমথমে। এখনো পর্যন্ত সন্ত্রাসে জড়িত ৪ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধনপুরের পর বুধবার মন্দির নগরী উদয়পুরে যে রাজনৈতিক সন্ত্রাস হয়েছে যা বিগত কয়েক বছরেও উদয়পুরের জনগন বিশেষ করে প্রবীন নাগরিকেরা দেখেছে বলে মনে হয় না।উদয়পুরের অধিকাংশ জনগন মনে করছে পুলিশ যদি একটু ব্যবস্থা নিত তাহলে মন্দির নগরী উদয়পুরে নাম কালিমা লিপ্ত হত না। কাজের দাবিতে সিপিআই(এম) র চারটি ছাত্র যুবকদের মিছিল হবার কথা ছিল।এই মিছিলে পুলিশের কোন অনুমতি ছিল না বলে পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন। তারপরও ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণে স্বসহায়ক দলগুলিকে আরও বেশি করে কাজে লাগাতে হবে ঃ মুখ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পগুলি রূপায়ণে স্বসহায়ক দলগুলির আরও বেশি করে অংশগ্রহণের উপর মুখ্যসচিব কুমার অলক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তিনি আজ সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক কার্যালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত এক বৈঠকে জেলার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পর্যালোচনা করেন।

বিভিন্ন দপ্তরের কাজকর্মের অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে গিয়ে মুখ্যসচিব বলেন, রাজ্যের বর্তমান সরকার রাজ্যের জনগণের আর্থিক বুনিয়াদকে আরও শক্তিশালী করে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে। সেই লক্ষ্যে নানা পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এই বিষয়গুলি যাতে যথাযথভাবে রূপায়িত হয়, সে বিষয়ে দপ্তরের আধিকারিক এবং জনপ্রতিনিধিদের সমানভাবে নজর দিতে হবে।

সুপারি গাছ সহ বিভিন্ন অর্থকরী ফসল বেশি করে লাগানোর উপর গুরুত্ব আরোপ করে মুখ্যসচিব বলেন, এই ফসলগুলি আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ হতে নানাভাবে সাহায্য করে থাকে। জাতীয় সড়কের পাশে সিপাহীজলা অংশে আরও বেশি করে গাছ লাগানোর জন্যে তিনি সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দিয়েছেন।

বৈঠকে সিপাহীজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি জানান, জেলার সোনামুড়া ও বিশালগড় মহকুমায় ভারত-বাংলাদেশ সীমানার ৯৯.২৮৬ কিলোমিটার এলাকার মধ্যে ৯২.৬৪০ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া হয়েছে। অবশিষ্ট এলাকায় বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে। যে সমস্ত এলাকায় বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে তা দ্রুত শেষ করার জন্য মুখ্যসচিব নির্দেশ দিয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী স্বনির্ভর পরিবার যোজনায় উদ্যান পালন ও ভূমি সংরক্ষণ দপ্তর, মৎস্য দপ্তর, প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তর, বন ইত্যাদি দপ্তর যে সমস্ত সহায়তা প্রদান করছে মুখ্যসচিব সেই বিষয়ে খোজ খবর নেন। বৈঠকে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রধান সচিব জে কে সিনহা, রাজস্ব দপ্তরের সচিব তনুশ্রী দেববর্মা, গ্রামোন্নয়ন ও শিক্ষা দপ্তরের সচিব সৌমা গুপ্তা, জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের মিশন অধিকর্তা ডা. সিদ্ধার্থ জয়সওয়াল, জেলাশাসক ও সমাহর্তা বিশ্বশ্রী বি, পুলিশ সুপার কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী এবং বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ভিলেজ কমিটির অফিসে তালা দিল তিপ্রা মথা

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ সেপ্টেম্বর।। পঞ্চায়েত কার্যালয়ে বিজেপি নেতৃস্থানীয় এক নেতা এবং তিপ্রা মথার সমর্থিত প্রমিলা বাহিনীর মধ্যে বাকবিতন্ডা। পরবর্তী সময় বাকবিতন্ডা বিজেপির নেতাকে খেতে হয়েছিল গণধোলাই।

উল্লেখ্য,তিপ্রা মথা দলের পক্ষ থেকে তেলিয়ামুড়া আর. ডি ব্লকের অধীনে সুর্দ করকরি এ.ডি.সি ভিলেজে রেগার কাজ; সরকারি ঘর সহ বিভিন্ন দাবি দাবা নিয়ে একটি ডেপুটেশন প্রদান করতে যায়।এমন সময় এলাকার শাসকদলীয় বিজেপি নেতার সাথে বীজ ও সার নিয়ে প্রথমে কথা কাটাকাটি ও পরে হাতাহাতির রূপ নেয়।এবং পরবর্তীতে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশের উপস্থিতিতে অনির্দিষ্টকালের জন্য এ.ডি.সি ভিলেজ অফিস কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে দেয় তিপ্রা মথা দলের কর্মী সমর্থকরা। কিন্তু এলাকাবাসীর অভিযোগ, বৃহস্পতিবার এ.ডি.সি ভিলেজের সরকারি কর্মচারীরা অফিস ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

ফের রাজ্যে আসছেন অভিষেক, ১৫ সেপ্টেম্বর সামিল হবেন পদযাত্রায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। ফের ত্রিপুরায় আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর তিনি আগরতলায় পদযাত্রায় সামিল হবেন। শুক্রবার ত্রিপুরা সফরে এসে একথা জানালেন তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তাঁর দাবি, ত্রিপুরায় ঐতিহাসিক পদযাত্রার আয়োজন করতে চলেছে তৃণমূল। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সেই পদযাত্রার কামান সামলাবেন।

এদিন কুণাল ঘোষ বলেন, সংবাদ মাধ্যমের কার্যালয় ও সিপিএম পার্টি অফিসে আক্রমনের প্রতিবাদে তৃণমূল পদযাত্রা সংগঠিত করবে। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরায় শাসক দল বিজেপির অপশাসন, সন্ত্রাস, জনবিরোধী নীতি, প্রতিশ্রুতির খেলাপ এবং শিক্ষকদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার প্রতিবাদে এবং উন্নয়নের মডেল তুলে ধরে ওই পদযাত্রা সংগঠিত করা হবে।

সম্প্রতি বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের অফিসে হামলা ভাঙচুরের ঘটনার তীব্র নিন্দা ও ধিক্কার জানিয়েছেন তিনি। সিপিএমের যেসব নেতা-কর্মী আক্রান্ত হয়েছেন তাদের প্রতিও সহানুভূতি ও সমর্থন জানিয়েছেন কুনাল ঘোষ। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন সিপিএম এতদিন অহেতুক ঘরে বসে ছিল। তারাই বিজেপি কে মাঠে নামতে সাহায্য করেছে। কিন্ত এখন তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থানে বিজেপি ভয় পেয়ে গেছে। বামেদের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, আপনারা ময়দান ছাড়বেন না, মাটি কামড়ে পরে থাকুন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠন করবে। তাঁর দাবি, ২০২৩ সালে ৪ থেকে ৯ মার্চ কোন একটি শুভ দিনে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠনে শপথ নেবে।

অরুন্ধুতিনগর ডাকঘরের তালা ভেঙ্গে নগদ টাকা চুরি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন অরুন্ধতী নগর পোস্ট অফিসে ভয়াবহ চুরির ঘটনা ঘটেছে। নগদ টাকাসহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে গেছে চোরের দল। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলীর এলাকায় চুরির ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে।বৃহস্পতিবার গভীর রাতে চোরের দল আগরতলা অরুন্ধতী নগর পোস্ট অফিসের তালা ভেঙ্গে পোস্ট অফিসের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র এবং টাকা চুরি করে নিয়ে যায়।

শুক্রবার পোস্ট অফিসের তালা খুলতে এসে দায়িত্বপ্রাপ্ত এক কর্মী লক্ষ করেন পোস্ট অফিসের সামনের দরজার তালা ভাঙ্গা। তার সঙ্গে কয়েকজন এজেন্ট ছিলেন। এজেন্টদের সঙ্গে নিয়ে পেছনের দিকে গিয়ে লক্ষ্য করেন পেছনের দরজা খোলা। সঙ্গে সঙ্গে পোস্ট অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওই কর্মী ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে ফোন করে বিষয়টি জানান। ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে বিষয়টি পুলিশকে জানানো হয়। অরুন্ধতী নগর পোস্ট অফিসে চুরির খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করে। ে

পাস্ট অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত ওই কর্মী জানান আনুমানিক সাড়ে সাত হাজার টাকা চুরি করে নিয়ে গেছে চোরেরা। অনেকগুলি লকার ভেঙ্গে দিয়ে গেছে। এছাড়া বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র তছনছ করে ফেলে দিয়ে গেছে। অরুন্ধতী নগর পোস্ট অফিসে চুরির ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই এলাকার জনগণের তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। এলাকার নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য এলাকাবাসীর দাবি জানিয়েছেন।

জল জীবন মিশনে বাড়ি বাড়ি পানীয় জল পৌছাতে মাসে ত্রিশ হাজার সংযোগ দিতে হবে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জল জীবন মিশনে বাড়ি বাড়ি পানীয়জল পৌছাতে মাসে ত্রিশ হাজার সংযোগ দিতে হবে। আজ পানীয় জল ও স্বাস্থ্য বিধান দফতরের পর্যালোচনায় এই বিষয়টি আলোচনায় গুরুত্ব পেয়েছে। তাছাড়া, জলের উৎস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে রাজস্থান, হরিয়ানা এবং সিকিমের থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনের বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ভিশন ডকুমেন্ট বাস্তবায়নের অংশ হিসেবে ২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে ত্রিপুরার প্রতিটি পরিবারে পরিশ্রুত পানীয়জল সংযোগ দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। এজন্য মিশন মুডে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রত্যেক কর্মী ও অফিসারকে স্বচ্ছতা ও আন্তরিকতার সাথে কাজ করতে হবে। এই মিশন ১০০ শতাংশ সফল করার জন্য ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে সব ধরণের সহায়তা করা হবে। আজ প্রজ্ঞাভবনে জল জীবন মিশনের উপর আয়োজিত পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের পর্যালোচনা সভায় একথা বলেন দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের মন্ত্রীর পৌরহিত্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকে রাজ্যের আটটি জেলার কাজকর্ম পর্যালোচনা করা হয়েছে। সভায় উপস্থিত ছিলেন দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব দেববর্মা এবং অধিকর্তা রাজীব মজুমদার।

সভায় মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জনকল্যাণে গৃহীত সরকারি প্রকল্প নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং গুণগতমান বজায় রেখে সম্পন্ন করার উপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। সভার শুরুতে উত্তর জেলার বিভিন্ন মহকুমায় জল জীবন মিশনের কাজকর্ম নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়েছে। সেখানে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার থেকে শুরু করে পূর্ত দপ্তরের বিভিন্ন সাবডিভিশনের এসডিওগণ জল জীবন মিশনের কাজের অগ্রগতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বাড়ি বাড়ি পানীয়জলের সংযোগ দেওয়ার প্রক্রিয়া কতদূর এগিয়েছে, প্রকল্প বাস্তবায়ণ করতে গিয়ে কি কি সমস্যা এবং প্রতিবন্ধকতা আসছে সে বিষয়গুলো তাঁরা তুলে ধরেছেন। দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সমস্যাগুলো নিরসনে স্থানীয় প্রশাসনিকস্তরে কথা বলার পরামর্শ দেন। এরপর ঊনকোটি জেলা ও ধলাই জেলার কাজকর্ম পর্যালোচনা করা হয়েছে।

২০২২ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে জল জীবন মিশনে বাড়ি বাড়ি পরিশ্রুত পানীয়জলের সংযোগ পৌছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে দ্রুতগতিতে কাজ শেষ করতে পর্যালোচনা সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। পানীয়জল ও স্বাস্থ্যবিধি দপ্তরের মন্ত্রী বলেন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই রাজ্যের প্রতিটি বাড়িতে পানীয়জলের সংযোগ দিতে হবে। লক্ষ্যমাত্রায় পৌছাতে আরও কিছু সময় বাকি থাকলেও এই প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে এবং চ্যালেঞ্জের সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাই প্রত্যেক আধিকারিক এবং কর্মীকে আরও দায়িত্বে নিয়ে কাজ করতে হবে। মহকুমা স্তরের আধিকারিকদের স্বচ্ছতা এবং আন্তরিকতার সাথে নিজেদের কাজ করতে হবে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, ‘হর ঘর মাকান, হর ঘর পানি”। তার এই স্বপ্নকে দায়িত্ব নিয়েই বাস্তবায়ন করতে হবে। চ্যালেঞ্জ নিয়ে প্রত্যেককে কাজ করতে হবে। ডিভিশন, সাবডিভিশন পর্যায়ে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হবে। প্রত্যন্ত এলাকাগুলিতে এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে কাজ করতে হবে।

তিনি বলেন, পানীয়জল প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজস্থান, হরিয়ানা, সিকিম রাজ্যে কিভাবে কাজ হচ্ছে সেই অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য এবং সরেজমিনে পরিদর্শনের জন্য দপ্তরের আধিকারিকদের পাঠানো হবে। নিজ নিজ এলাকায় জল জীবন মিশন প্রকল্প রূপায়ণে স্থানীয় বিধায়ক, এমডিসি, বিএসি চেয়ারম্যান, পঞ্চায়েত স্তরের জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনিক আধিকারিকদের সাথে সমন্বয় রেখে কাজ করতে ইঞ্জিনিয়ারদের উদ্দেশ্যে পরামর্শ দেন তিনি। সভায় দপ্তরের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স)।। দেশের কয়েকটি রাজ্যে নতুন করে সংক্রমণের হার বাড়তে শুরু করায় করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রের খবর ওই পর্যালোচনা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন কোনও অবস্থাতেই টিকাকরণের গত স্লথ হতে দেওয়া চলবে না।

অক্টোবরের মধ্যেই ভারতে আছড়ে পড়তে পারে করোনা ভাইরাসের তৃতীয় ঢেউ। বহু বিশেষজ্ঞই এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। বস্তুত দেশেরকয়েকটি রাজ্যে নতুন করে সংক্রমণের হার বাড়তে শুরু করেছে।টিকাকরণের গতি অনেক ক্ষেত্রেই প্রত্যাশিত হচ্ছে না বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে শুক্রবার দেশের করোনা পরিস্থিতি নিয়ে উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক সূত্রের খবর ওই পর্যালোচনা বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী নির্দেশ দিয়েছেন কোনও অবস্থাতেই টিকাকরণের গত স্লথ হতে দেওয়া চলবে না।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য সচিব রাজেশ ভূষণ বলেন, “ভারতে করোনাভাইরাস সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ এখনও শেষ হয়নি।” তিনি জানান বর্তমানে দেশের ৩০টি জেলার সাপ্তাহিক সংক্রমণের হার ৫ থেকে ১০ শতাংশ।৩৫টি জেলায় সংক্রমণের হার ১০ শতাংশের সামান্য বেশি।

বৃহস্পতিবার স্বাস্থ্য মন্ত্রকের রিপোর্টে বলা হয়েছিল, দেশের মোট প্রাপ্তবয়স্ক জনসংখ্যার ৫০ শতাংশেরও বেশি মানুষ প্রথম টিকা পেয়ে গিয়েছেন। অন্তত ১৮ শতাংশের টিকাকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে। মোট ৭২ কোটিরও বেশি টিকা দেওয়া হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে টিকাকরণের কাজে নিযুক্ত স্বাস্থ্যকর্মীদের অন্যত্র না সরানোর বিষয়টি কেন্দ্র নিশ্চিত করতে চায় বলে সরকারি সূত্রের খবর।

কয়েকটি রাজ্যে সংক্রমণের ঊর্ধগতিও চিন্তায় রেখেছে কেন্দ্রকে। পরবর্তী পর্যায়ে আক্রান্তদের মধ্যে শিশুদের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে কয়েকটি পূর্বাভাস মিলেছে। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নিয়ন্ত্রণাধীন ‘ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট’ (এনআইডিএম)- এর বিশেষজ্ঞ দল অক্সিজেন, ভেন্টিলেটর, অ্যাম্বুল্যান্স, ডাক্তার, চিকিৎসাকর্মী-সহ পুরো পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখার রূপরেখা তৈরি করেছে। শিশুদের চিকিৎসায় বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দিতে বলেছে বিশেষজ্ঞ কমিটি। বৃহস্পতিবারের বৈঠকে এ বিষয়ে খোঁজ নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রীও।

জাগরণ আগরতলা ◘ বর্ষ-৬৭ ◘ সংখ্যা ৩২১ ◘ ১১ সেপ্টেম্বর ২০২১ ইং ◘ ২৫ ভাদ্র ◘ শনিবার ◘১৪২৮ বঙ্গাব্দ

মূল চালিকাশক্তি

অন্নদাতারাই যে কোন দেশ ও সমাজের মূল চালিকা শক্তি। মূল চালিকাশক্তি যখন আন্দোলনের পথে পা বাড়াইতে বাধ্য হয় তখন দেশের আভ্যন্তরীণ খাদ্যের মজুদ নিয়া নানা প্রশ্ন উঠিতে থাকে। এই সমস্যা সমাধান করিতে পারে একমাত্র রাজ্য সরকার।

বিতর্কিত তিনটি কৃষি আইন প্রত্যাহারের মূল দাবি তো রহিয়াছে, সেইসঙ্গে উত্তরপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ডের মতো দুই বিজেপি শাসিত রাজ্যে আগামী বছরের বিধানসভা ভোটে গেরুয়া বাহিনীকে উচিত শিক্ষা দেওয়ার শপথ নিলেন আন্দোলনকারী কৃষকরা। এমনিতেই কৃষকদের ক্ষোভ প্রশমনে ব্যর্থ হওয়ার দরুন কেন্দ্র ব্যাকফুটে। তাহার উপর মহাপঞ্চায়েত থেকেই আন্দোলনকারী কৃষকদের চরম হুঁশিয়ারি সরকারকে আরও চাপে ফেলিয়াছে। এর পাশাপাশি উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সাংসদ বরুণ গান্ধীর একটি বিস্ফোরক ট্যুইট মোদি সরকারকে বেকায়দায় ফেলিল ও অস্বস্তি বাড়াইল। ট্যুইটে তিনি লিখিয়াছেন, 'কৃষকরা আমাদের রক্ত মাংস। সম্মান দিয়াই তাঁহাদের সঙ্গে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করিতে হইবে। তাঁহাদের ব্যথা বুঝিতে হইবে। তাঁহারা কী বলিতে চাইছেন তাহা বুঝিতে হইবে।' ন'মাসের বেশি সময় ধরিয়া দেশে নয়া কৃষি আইনের প্রতিবাদে কৃষকদের আন্দোলন চলিতে থাকিলেও সরকারের গোঁয়ার্তুমিতে সমস্যা জিইয়া রহিয়াছে। আর মোদি জমানায় অন্নদাতা কৃষকরা দুর্বিষহ পরিস্থিতিতে দিনযাপন করিতেছেন। তবু কৃষক স্বার্থবিরোধী আইন প্রত্যাহারের পথে সরকার হাঁটেনি। সরকারের সদিচ্ছার অভাব বুঝগতে পারিয়াই এবার আন্দোলনকারীরা মোদি-শাহের হৃদস্পন্দন বাড়াইয়ে দিতে আগামী কর্মসূচিও ঘোষণা করিয়া দিল। বোঝাই যাইতেছে, কৌশল করিয়া তাহাদের জব্দ করিবার সরকারের পক্ষে সহজ হইবে না। কারণ দিল্লির সীমান্তে ন'মাস আগে শুরু হওয়া কৃষক আন্দোলন যত দিন যাইতেছে ততই যেন ঝাঁঝ বাড়িয়া যাইতেছে। গরিব থেকে সম্পন্নসব শ্রেণির কৃষকই এই আন্দোলনে শামিল। দেশের প্রায় সব বিরোধী দলই আন্দোলনকারীদের দু'হাত তুলিয়া সমর্থন করা এই ইস্যুতে সরকার ক্রমশ কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছে। যদিও প্রবল চাপে পড়িয়া তিনটি কৃষি আইন আপাতত কার্যকর করা স্থগিত রাখিলেও এখনও আইন প্রত্যাহারে নারাজ কেন্দ্র। এই একগুঁয়ে মনোভাবের কারণেই এই ইস্যুতে একডজন বৈঠক হইলেও সমাধান আজও অধরা। এর মাশুল সরকারকে দিতেই হইবে। কারণ রাকেশ টিকায়েত থেকে হান্নান মোল্লারা পরিষ্কার জানাইয়া দিয়াছেন, আলোচনার জন্য কেন্দ্র যতবার ডাকিবে, সেখানে তাঁহারা যাইবেন। কিন্তু তিনটি আইন প্রত্যাহার না করিলে আন্দোলন চলিবেই। ঝড়-বৃষ্টি-রোদ এবং পুলিসি দমনপীড়ন সত্ত্বেও মরিয়া কৃষকদের আন্দোলন। ২৭ সেপ্টেম্বর দেশজুড়িয়া ধর্মঘটেরও ডাক দিয়েছে মোর্চা। শুধু বিতর্কিত কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবিই নয়, এবার কৃষক আন্দোলন বৃহত্তর রূপ নিতে চলিয়াছে। অন্নদাতারা ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিলে কী করিতে পারেন, ইতিহাস তাহার সাক্ষী। আন্দোলনকে ছোট করিয়া দেখিবার ফল তাঁহাদের ভুগিতেই হইবে।

দুয়ারে রেশন প্রকল্পের বিরোধিতায় ডিলারদের একাংশের

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দুয়ারে রেশন প্রকল্পের যৌক্তিকতা ও আইনি বৈধতা চ্যালেঞ্জ করেছেন ডিলারদের একাংশ। শুক্রবার এব্যাপারে মামলার পরবর্তী শুনানি হচ্ছে। তাদের দাবি, রেশন সংক্রান্ত কেন্দ্রীয় আইনে রেশন প্রাপকদের জন্য এমন কোনও ব্যবস্থা নেই। আইন অনুযায়ী গ্রাহক রেশন দোকানে এসে প্রয়োজনীয় পণ্য নিয়ে যাবেন। তাছাড়া লোকের বাড়িতে গিয়ে রেশন দেওয়ার মতো পরিকাঠামো কোনও ডিলারেরই নেই। অথচ, এভাবে গ্রাহকের বাড়িতে পণ্য পৌঁছে দিতে গেলে গাড়ি, গাড়িচালক, পণ্য তোলা ও নামানো, হিসেব কষে পণ্য দেওয়া ছাড়াও তার দাম বুঝে নেওয়ার জন্যও অতিরিক্ত লোক লাগবে। এইসব অতিরিক্ত খরচ ও লোকবল বহন করার ক্ষমতা ডিলারদের নেই। তাঁদের বক্তব্য, দিল্লিতে এমন চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু, কেন্দ্রীয় সরকার সেই প্রকল্পের অনুমোদন দেয়নি। জবাবে বৃহস্পতিবারের শুনানিতে রাজ্যের বক্তব্য ছিল, রেশন গ্রাহকদের স্বার্থে রাজ্য আইন বদলাতে পারে। রেশন ডিলারদের স্বার্থ যাতে কোনও মতেই ক্ষুণ্ণ না হয়, তা দেখা হচ্ছে। প্রকল্প বাস্তবায়িত করতে গিয়ে অতিরিক্ত খরচ সামাল দেওয়ার জন্য ডিলারদের সাহায্য করা হবে। কিন্তু, রাজ্যের নির্দেশ ডিলাররা মানতে বাধ্য। রাজ্য জানিয়েছে, এটি পরীক্ষামূলক প্রকল্প। শুধুমাত্র সেপ্টেম্বর মাসের জন্য। প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা ও সাফল্য পরীক্ষা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

পোষ্যদের চাকরি: মধ্যশিক্ষা পর্ষদে শুরু হচ্ছে তথ্য যাচাই

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : কর্মরত অবস্থায় মৃত কর্মীদের পোষ্যদের চাকরি দেওয়ার উদ্যোগ শুরু হয়েছে।

স্কুলের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী এবং করণিক পদে নিয়োগ পেতে চলেছেন প্রায় ১৩০ জন। এর জন্য মৃত সরকারি কর্মীদের পোষ্যদের তথ্য যাচাই করবে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। ১৩ এবং ১৫ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টা থেকে শুরু হবে সেই কাজ। এর জন্য আবেদনকারী প্রার্থীদের ১৪ ধরনের তথ্যাদি নিয়ে হাজির হতে বলা হয়েছে। স্কুল সার্ভিস কমিশনের সুপারিশপত্র, আবেদনের প্রতিলিপি, কর্মীর মৃত্যুর শংসাপত্র, ওয়ারিশপত্র, শেষ পে স্লিপ, পরিবারের নো অবজেকশন সার্টিফিকেট সহ অন্যান্য তথ্য আনতে হবে। ১৩ সেপ্টেম্বর চতুর্থ শ্রেণির পদের ৩৩ জন প্রার্থীর এবং করণিক পদে ৩৮ জন প্রার্থীর তথ্য যাচাই হবে। আর ১৫ সেপ্টেম্বর ৬০ জন চতুর্থ শ্রেণির পদপ্রার্থীর তথ্য যাচাই করা হবে।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আধার-রেশন কার্ড লিঙ্ক করিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে উধাও টাকা

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ফের আধার-রেশন কার্ড লিঙ্ক করানোর নামে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির চেষ্টার অভিযোগ উঠল মুর্শিদাবাদে। এবার হাতেনাতে জালিয়াতদের ধরে ফেলে চলল গণপিটুনি। পরে পুলিশ ডেকে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করানো হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা ডোমকল থানার ১৫ নম্বর শেফালিপুর গ্রামে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মাস চারেক আগে ইসলামপুরে আধার-রেশন লিঙ্ক করায় উপভোক্তারা। কিন্তু তারপর থেকেই একে একে অনেকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে উধাও হয়ে যায় মোটা অঙ্কের টাকা। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ দু"জনকে গ্রেফতার করে। সেই ঘটনার রেশ এখনও কাটেনি। তার আগেই ফের একবার একই ধাঁচে জালিয়াতির চেষ্টা করা হচ্ছিল। এবার ডোমকলে। এদিন সকালে ডোমকল থানার ১৫ নম্বর শেফালিপুরে আধার কার্ডের সঙ্গে রেশন কার্ডের লিঙ্ক করে দেওয়ার নামে ক্যাম্প খুলে বসে আকাশ শেখ ও রবিউল ইসলাম দুই যুবক। তারা এলাকারই বাসিন্দা। ফলে যাদের এখনও আধার-রেশন কার্ড লিঙ্ক করানো হয়নি, মূলত তারাই এদিন ওই ক্যাম্পে লাইন দিয়েছিলেন। কিন্তু অভিযোগ, তাদের আধার কার্ডের নম্বর ও আঙুলের ছাপ নিয়ে পেমেন্ট ব্যাঙ্কিং অ্যাকাউন্ট খোলা হচ্ছিল। গ্রামের কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তির বিষয়টি নজরে আসতেই হাতেনাতে ধরা পড়ে যায় দুই যুবক। এরপর তাদের একটি বিদ্যুতের খুঁটিতে বেঁধে চলে গণপ্রহার। একইসঙ্গে খবর দেওয়া হয় ডোমকল থানায়।

পুলিশ তাদের কাছ থেকে একটি ল্যাপটপ, চারটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, রেশন ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে উপভোক্তাদের রেশন কার্ডের সঙ্গে আধার লিঙ্কের কাজ চলছে রাজ্যজুড়ে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জলতুবড়ি

নবনীতা দেবসেন

জল! জলের জন্য হাহাকার আজ বিশ্ব জুড়ে। মাটির নীচের জলের স্তর শুকিয়ে আসছে। কলকাতার কপালে দুঃখ আছে। যত উঁচু উঁচু বাড়ি আর যত ডিপ টিউবওয়েল, ততই শুকিয়ে আসছে মাটির নীচের জলের স্তর। সেদিন একটা কাগজের ছবিতে দেখছিলুম, দক্ষিণ আফ্রিকার কেপ টাউনে রাস্তার জলের কলে লাইন পড়েছে—ঠিক কলকাতার রাস্তার মতো দৃশ্য। নানারকমের শিশি বোতল জার জালা নিয়ে সেই শহরের বাসিন্দারা রাস্তার জলের কলেকিউ দিয়েছে ভিড় করে। তবে, মনে হল, এরা সবাই দরিদ্র আর কৃষ্ণবর্ণ। সাদাদের দেখিনি জলের লাইনের ছবিতে।

চাই সুস্থ জল, পরিচ্ছন্ন জল, পানীয় জল। আমাদের লাগে প্রথমে তৃষ্ণার জল, তারপরেই সেচের জল। বাকি সব প্রয়োজন পরের কথা। কিন্তু সকলের আগে মাঝে মাঝে মাথা তুলে দাঁড়ায় আগুন নেভানোর জল। আমার ছেলেবেলায় কলকাতার রাস্তার ফুটপাতের ধারে গঙ্গাজলের 'ফায়ার হাইড্র্যান্ট' শুয়ে থাকত, লোহার ঢাকনি চাপা দেওয়া ছোট ছোট চ্যাপ্টা অগ্নি-নির্বাপক কলতলা। তাদের যোগাযোগ খাস গঙ্গার সঙ্গ। তাদের উদ্দেশ্য, যদি আগুন লাগে, তাহলে দমকলের গাড়িরা ওখান থেকে গঙ্গাজলের অনন্ত সাপ্লাই পাবে। এই বস্তু বিদেশেও দেখেছি, কিন্তু তাদের চেহারা অন্যরকম, লোহার টুপি পরা ছাট ছাট লোহার থাম্বার মতো। চাবি দেওয়া। কেবল দমকলের লোকেরাই তারা চাবি খুলতে পারে। তাদের সামনে গাড়ি পার্ক করা বারণ। কখন যে দমকল আসে। আমাদের ফায়ার হাইড্র্যান্ট চো চ্যাপ্টা, ফুটপাতে শান্ত হয়ে শুয়ে থাকত। লোকের গাড়িই ছিল না, তো গাড়ি পার্ক করার ভাবনা। চাবির বালাই ছিলকি না জানি না, আমরা চেষ্টা করে দেখিনি, কিন্তু গয়লারা সেটা ঠিকঠাক খুলতে জানত। তখন আমাদের পাড়ায় গরু-বাছুর নিয়ে বিহারি গয়লাদেরবাথান ছিল। রোজ সকালবেলায় উঠে দোরে দোরে গিয়ে পাড়ার লোকজনকে ঘুম থেকে তুলে, গরুর টাটকা দুধ সামনে দুইয়ে বিক্রি করত তারা। ধপধপে কাঁচা দুধটা যখন পাত্রে পড়ত, তাতে ভারি সুন্দর ফেনা উঠত। দেখলেই মনে হত, ঢক ঢক করে খেয়ে ফেলি। নিশ্চিয়ই মিষ্টি মিষ্টি হবে।

মাঝে মাঝেই পাড়ারসেই গয়লারা তাদের গরু-বছুরদের নিয়ে এসে ঠিক আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে, ফুটপাতের হাইড্র্যান্টেন লোহার ঢাকনি খুলে, তারভেতরের উন্মুক্ত হয়ে যাওয়া গঙ্গাজলের উৎসের মুখে কায়দা করে আধলা ইট চাপা দিয়ে ভারি সুন্দর গঙ্গাজলেরচমৎকার উঁচু ফোয়ারা তৈরি করত। আহা, ফুটপাতের সেই ফোয়ারার কী রূপ। ঝরঝর করে আকাশে উঠে, আবারনীচে ঝরে পড়ছে, সমানেই উঠছে, সমানেই পড়ছে। জলের তৈরি তুবড়ির মতো। কিন্তু তুবড়ির মতো ফুরিয়ে যায় না। তার জলের সাপ্লাই অশেষ। সেই গঙ্গাজলের ফোয়ারায় তারা খুব যত্ন করে ঘষে ঘষে স্নান করাত গরু আর বাছুরদের। আর তখন ফুটপাতের কোলে, পিচের রাস্তা থেকে অল্প একটু নিচুতে, পরিষ্কার পাথরে বাঁধানো নর্দমা (ফ্ল্যাট শুকনো, ঠিক নর্দমার মতো নয়) দিয়ে ঠিক ছোট্ট একটা গঙ্গা নদীরমতো করে জলের স্রোত বয়ে যেত। গয়লারা চলে

গেলেও অনেক সময় ওরা ফোয়ারাটা বন্ধ করতে ভুলে যেত। আমরা বন্ধুরা মিলে তখন মনের আনন্দে গিয়ে সেই গঙ্গাজলের ফোয়ারায় মহা উল্লাসে নাচানাচি করতুম, আর ভিজে জামায় বাড়ি পিরে ভীষণ বকুনি খেতুম। পরে, জল শুকিয়ে গেলে রাস্তার কিনারে ভারি সুন্দর,সাদা, মিহি, নরম পলিমাটির প্রলেপ পড়ে থাকত। আমি সেটা নিয়েও ঘাঁটাঘাঁটি করতে খুব ভালবাসতাম, শুকলে ঠিক পাউডারের মতো মোলায়েম হয় গঙ্গার পলিমাটির ধুলো। পুরোটা শুকিয়ে না গিয়ে যখন কাদা কাদা থাকত, তাই দিয়ে আমি পুতুল গড়তে পারতুম। কিন্তু সে কাদায় তেমন আঁট ছিল না পুতুল শুকিয় গিয়ে ভেঙে যেত। আমার মনে খুব দুঃখ হয়, আমার মেয়েরা, আমার নাতনিরা এসব পরম আশ্চর্য আহ্লাদের স্বাদ পেল না বলে। আমাদের ছেলেবেলার জীবনটায় সত্যি ওদের চেয়ে অনেক বেশি ঐশ্বর্য ছিল।

আমাদেরদেশে নির্বাচনের অজুহাতে আকাশে-বাতাসে, অন্তরে-বাহিরে অগ্নিকাণ্ড চলছে। কিন্তু এ আগুন নির্বাচণের জল আমাদের আয়ত্তে নেই। এই আগুন জ্বলছে আমাদের বুকের মধ্যে, মগজের মধ্যে, লোভ হয়ে জেগে উঠছে লকলকে শিখায়। আমি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, এক জলহীন মাতৃভূমি, এখ নির্জলা উপমহাদেশ। ক্রমশ শুকিয়ে আসা ভারতের কোমল শ্যামল মহিমা মিলিয়ে যাচ্ছে হঠাৎ জেগে ওঠা বিশুষ্ক গেরুয়া বালিয়াড়িতে। এবারেও আমার, আরও অনেকের মতোই, নির্বাচকের তালিকায় নাম ওঠেনি। স্বদেশের প্রতি আমার দায়িত্ব পালনের সুযোগ থেকে আরেকবার বঞ্চিত হলুম। যদিও আমার একটা ভোটে দেশেরমহিমা বাড়ত না। এবারে তো আমাদের মহান ভারতের নির্বাচনের পাহাড়ে ধস নেমেছে। ধসের সঙ্গে গড়াতে গড়াতে আমরা কোথায় গিয়ে দাঁড়াব, তাই ভাবছি । উত্তরে চাই, দক্ষিণে চাই ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় কিছু নাই, আর কিছু নাই কিছু নাই। বাঁয়ে তো কিছুই, নেই, ধসে তলিয়ে গিয়ছে এতদিনের চেনা বাঁয়ের পাঁচিল, খাস হিমালয়ের আগল। দক্ষিণ থেকে প্রবল নোনা ঢেউয়ের বান এসে আছড়ে পড়ছে ফলন্ত ধানের খেতে। বানের জলে কি তবে নোনা, নিষ্ফলা হয়ে যাবে ধানের জমি?

ভয়ংকর,কিন্তু আশ্চর্য কিছু নয়, এটাও ইতিহাসেরওঠা-পড়ার নিয়ম। মহাপ্রলয়ের মুহূর্তে এসেছে, সামাল দাও, সামাল দাও! মাথা ঠাণ্ডা রাখো, হাল ছেড়ে দিও না, ভেঙে পড়ো না, উঠে দাঁড়াও। এই লজ্জা ছাপিয়ে উঠে, তোমাকেই আবার নতুন করেগড়ে তুলতে হবে। তোমার মাতৃভূমির অহংকারী ইতিহাস। শেষ ভরসা তো নিজের ওপরেই? এই মুহূর্তে ইতিহাস যতই লাট খেয়ে আছাড়িপিছাড়ি করুক, নিজের ওপরে ভরসা হারালে চলবে না আমাদের। এসো মৃত্যুঞ্জয় আশা, জড়ত্ব নাশা! নতুন করে ইতিহাস গড়ার দায় শেষ পর্যন্ত তোমার-আমার হাতেই চেষ্টা করে ধরে রাখতে হবে বইকি। মানুষের দিকে বাড়ানো তোমার সত্যস্পর্শী হাতটির জন্যে মাতৃভূমি অপেক্ষায় রয়েছেন। এসো, মন শক্ত করি, জয় হোক শস্যশ্যামলা ভারতভূমিব।জয় হোক ধর্মনিরপেক্ষ ভারতের। ঝরুক শঅস্তিরজল আমার স্বদেশের অন্তঃস্থলে।

(সৌজন্যে প্রতিদিন)

রোগ এক, প্রশ্ন অনেক

ড. স্বয়ংদীপ্ত বাগ

করোনা অপ্রত্যাশিত অভিঘাতে যেন থমকে গেছে দুনিয়া..... নৈশব্দের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বিশ্ব জুড়ে... হতচকিত মানব সভ্যতা ব্যস্ত ধাক্কাটা সামলে নিতে....। সেই সঙ্গে হাতছাছে বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর পেতে যা জানার বিশেষ প্রয়োজন। যেমন, কোথা থেকে এলো এর ভাইরাস? যতটুকু জানা যাচ্ছে বাদুড় থেকে অন্য কোনো প্রাণী মারফত নাকি মানুষের দেহে এসেছে এই ভাইরাস। তবে মাঝের এই প্রাণীটি কী? সেটা কী এখনো সংক্রমণ ছড়াচ্ছে? জানা যাচ্ছে না ঠিকমতো, আবার চিনের উহানের একটি বন্যপ্রাণীর বাজার থেকে নাকি প্রথম আক্রান্তের সন্ধান মিলেছিল বলে জানা যায়। পরবর্তীকালে বিস্তর লেখালেখিও হয়েছিল করোনা ভাইরাসের উৎপত্তি বিষয়ে। উহানের 'চায়না ইউনিভার্সিটি অফ জিওসায়েন্সস' ও সাংহাইয়ের 'ফুদান ইউনিভার্সিটি' এই বিষয়ে গবেষণা মূলক প্রতিবেদন ও প্রকাশ করেছিল। কিন্তু বিষয়টি বতর্মানে 'স্পর্শকাতর' হওয়াতে ও আরও গবেষণার স্বার্থে, গবেষণাপত্রগুলি নাকি সাইটি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। অর্থাৎ ভাইরাসের উৎপত্তি নিয়ে যতটুকু বৈজ্ঞানিক তথ্য জানা যাচ্ছিল তাও একরকম বন্ধ হয়ে গেলো। কেউ কেউ আবার বলেছেন, এই ভাইরাস মানক 'জৈব মারণাস্ত্র' যা গবেষণাগারে তৈরি করা হয়েছে । কিন্তু এর সম্পর্কেও সুনির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক প্রমাণ এখনো মেলেনি।

এরপর যে প্রশ্নটি সামনে আসে সেটি হলো কোন জাদুতে মাত্র কয়ে মাসের ভেতর বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে পড়লো এই ভাইরাস? ঠান্ডা বা গরম দেশ... উন্নত বা অনুন্নত দেশ... কোনো কিছুই সেবাবে কোনো 'ফ্যাক্টর' হলো না? সার্স বা মার্স ও কিন্তু এই স্কেলে ও গতিতে ছড়াতে পারেনি। আবার করোনার আগমন কাল নিয়েও ধোঁয়াশা। শোনা যাচ্ছে, নিউমোনিয়ার মতো কিছু উপসর্গ নিয়ে নাকি ডিসেম্বরের আগেই চিনে বেশ কিছু মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল। ইতিলিতে আনুষ্ঠানিক সংক্রমণের কয়েক সপ্তাহ আগেও নাকি করোনোর মতো উপসর্গ দেখা দেয় কিছু মানুষের মধ্যে। অন্তত, এমনটাই জানাচ্ছে, দ্য গার্ডিয়ান। আসলে এটা হয়তো ঠিক, করোনার ব্যাপক সংক্রমণের আগে পর্যন্ত বোদয় আলাদা করে ঠিক বোঝা যায়নি বিষয়টা। বিতর্ক এখনো চলছে। যাই হোক, এই মুহূর্তে আরও একটা বড় প্রশ্ন, পৃথিবীতে করোনায় আক্রান্ত টিক কতজন? মজার বিষয় কেউই তা নির্দিষ্ট করে কিছু বলতে পারবে না। কারণ, করোনারকম উপসর্গ ছাড়াও (অ্যাসিম্পটোমেটিক) কত মানুষ করোনার ভাইরাস বহন করচে তা বলা কার্যত অসম্ভব। একই কারণে মাপা যাচ্ছে না রোগটা মানুষের পক্ষে সত্যি সত্যি টিক কতখানি মারাত্মক সেই বিষয়টা । তবে কোথাও কোথাও শিশু ও তরুণ বয়স্করা এই রোগের কামড় থেকে নাকি কিছুটা হলেও ছাড় পাচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে। যদিও এর পিছনে বৈজ্ঞানিক কারণগুলো ঠিক কী বা রোগ সংক্রমণের গতি প্রকৃতি শেষ পর্যন্ত একই রকম থাকবে কিনা সংক্রমণ ফিরে ফিরে আসবে কিনা, আসলে কি রূপে আসবে সেটাও এই মুহূর্তে বলা মুশকিল। খুব মুশকিল, প্রাথমিক পর্যায়ে করোনা সংক্রমণকে চিহ্নিত করাও। সাধারণ সর্দি, কাশির থেকে নতুন করোন ভাইরাসের সংক্রমণকে প্রথমেই আলাদা করে বুঝতে গেলে যে গণ সচেতনতা ও অভিজ্ঞাতার প্রয়োজন সেটা কী এখন পর্যন্ত পরিমাণে রয়েছে না থাকা সম্ভব? ভাইরাসের 'বয়স'টা যে বড্ডাই কম। এর মধ্যে আবার অনেকেই ভাবছেন, গরম আরও পড়লে নাকি এই ভাইরাস বেশ জব্দ হয়ে যাবে। কমে যেতে পারে সংক্রমণ। ভারতের মতো গ্রীষ্মপ্রধান দেশের পক্ষে এই সম্ভাবনা যথেষ্ট আশঅ ব্যঞ্জক। যদিও এখনো এর সপক্ষে কোনো নির্দিষ্ট জোরালো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মেলেনি। উল্টো দিক থেকে গরম এই ভাইরাসের দাপট কমেও, তবে শীতে কিন্তু নিশ্চয়ই আবার এর বাড়ার সম্ভাবনা থাকবে। এটাও কী খুব একটা স্বস্তির খবর? এমনিতেই তো যারা অন্য কোনো অসুখে ভুগছেন তাদের কারো কারো ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে করোনা বেশ জটিল রূপ নিচ্ছে। শীতে হাঁপানি সহ বেশ কিছু রোগেরও সাধারণভাবে কিন্তু বৃদ্ধি হয়। সুতরাং প্রতিরোধ ক্ষমতাকে কার্যকর করার দিকে নজর দিতেই হবে। তবে শুধু প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে করোনার সংক্রমণ ঠেকানো যাবে কী ? বিশেষজ্ঞদের মতো সংক্রমণ সেভাবে রোখা না গেলেও শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা দিয়ে রোগের বাড়াবাড়িকে অনেকটাই প্রতিহত করা সম্ভব। কিন্তু সংশয় যেন পদে পদে। অর্থাৎ যারা কিনা ইতিমধ্যেই একবার করোনা সংক্রমিত হয়েছে তারা কী পরবর্তীকালে আবারও সংক্রমিত হতে পারে? কেন হতে পারে তাদের রোগ সংক্রমণের প্রকৃতি এবং পরবর্তী জীবনধারা? এ বিষয়ে খুব স্পষ্ট উত্তর কিন্তু এখানো বিজ্ঞানীদের কাছে নেই। শোনা যাচ্ছে চিনে বেশ কিছু মানুষ নাকি দ্বিতীয়বার করোনায় সংক্রমিত হয়েছে। আসলে মানুষের শরীরে কোনো ভাইরাস সংক্রমণ হলে তা তেকে শরীরের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্ম নেয়। কিন্তু তাহলে করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে কী সে রকমটি হচ্ছে না? তাই যদি হয় তাহলে তো এই ভাইরাসকে কীভাবে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব তা নিয়ে নানা প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

পরিস্থিতিটা ক্রমশ জটিল হচ্ছে আরও এই কারণে যে কোভিড-১৯ নিরাময়ে এখনো পর্যন্ত না আছে কোনো নির্দিষ্ট ওষুধ না আকে কোনো প্রতিরোধক টিকা। সবকিছুই এখন পরীক্ষামূলক স্তরে রয়েছে, যদিও সম্প্রতি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা ভরসা দিয়েছেন যে আগামী সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই নাকি কোভিড-১৯ এর টিকা এসে যাবে। বাস্তবে তা হলে নিঃসন্দেহে করোনা মোকবিলায় এক ধাপ এগোবে পৃথিবী। কিন্তু সেক্ষেত্রেও একটা বড়ো প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে, ভাইরাসটা কী ভবিষ্যতে পরিবর্তিত হবে? দুর্ভাগ্যক্রমে যদি সেরকম কিছু ঘটে তাহলে প্রতিরোধ ক্ষমতা বা টিকা কোনো কিছু দিয়েই কী তাকে আর প্রতিরোধ করা যাবে? একটা বিষয় কিন্তু বেশ পরিষ্কার, ঠিক কিভাবে সংক্রমণটা ছড়ায় বা কি করে নিজেদেরকে সংক্রমণ থেকে বাঁচানো যায় সে বিষয়েও বোধ হয় এখনো অনেক প্রশ্নের উত্তর জানা বাকি আছে, আধুনিক বিজ্ঞানের কাছে সত্যি এ এক বিশাল চ্যালেঞ্জ এক দীর্ঘ মেয়াদী লড়াই। তবে না, আর এই সব সম্ভাবনাহগুলিকে নিয়ে আলোচনা না করে বরং দ্রুত চোখ বুলেই করোনা সংকটজাত কিছু সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতক প্রশ্নের দিকে আজ বা কাল যা উঠবেই।

হঠাৎ করে আসা 'সোস্যাল ডিস্ট্যান্সিং' এর এই যুগে কেমন হবে আগামী দিনের ক্লাস টিচিং, ফিল্ড স্টাডি, পাবলিক পরীক্ষা ইত্যাদি? কেমন হবে সেই পরীক্ষার মূল্যায়ন পদ্ধতি? বিয়ে সহ অন্যান্য সামাজিক অনুষ্ঠানগুলি কেমন রূপ নেবে? গণ পরিবহণ মাধ্যমে দৈনিক যতায়াত পর্যটন বা কর্মক্ষেত্রে কাজের সময় কিভাবে পালন করা হবে সামাজিক দূরত্ব এবং সার্বিক পরিচ্ছন্নতা বিধি? মল, রেস্তোরা ও ফাস্ট ফুড সেন্টারে কিভাবে জমবে ভিড় চলবে খাওয়া দাওয়া? প্রেম, আড্ডা, অভিনয় ও বিনোদন জগতটাকেই কী বদলে দেবে 'সামাজিক দূরত্ব' এর অনিবার্য বিধিনিষেধ? কেমন হবে সে বছরভোর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ, মিটিং মিছিল, ভোট পর্ব? সত্যি, এই মুহূর্তে আমরা কেউই জানি না একটা ভাইরাস কিভাবে বদলে দিতে পারে আমাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের সংজ্ঞা। লকডাউনের এই সময়টা অবশ্য কিছু নমুনা আমাদের দিচ্ছে। তবে নিশ্চিতভাবেই উন্নয়নের ক্ষেত্রে আগামী দিনে বিশেষ মাত্রা পেতে চলেছে জনস্বাস্থ্যের বিষয়টি। গোটা পৃথিবী হাড়ে হাড়ে বুঝতে তার প্রাথমিকতার ক্ষেত্রটি।

তবে যা নির্দিষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে না, তা হলো কিভাবে চাঙ্গা হবে শুয়ে পড়া অর্থব্যবস্থা। কৃষি থেকে তথ্য প্রযুক্তি-কোনো অংশই এড়াতে পারছে না করোনার ছোবল...। মানুষের প্রাণ বাঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে তার রুটি রুজির ব্যবস্থা করা সমস্ত দেশের কাছেই আজ সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে কার্যকর চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান এবং অন্যদিকে সামাজিক দূরত্ব সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় সতর্কতা বজায় রেখে কিভাবে, কোন পথেএই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা হবে সেই জটিল প্রশ্নের উতত্র খুঁজছে মানুষ.... পৃথিবীর তাবত রাষ্ট্রনায়কেরা। কিন্তু উপায় নেই ধৈর্য ধরতেই হবে, কারণ সব প্রশ্নের উত্তর যে লুকিয়ে রয়েছে সময়ের গর্ভে। তবে যতই The science is fast, but the virus is faster হোক না কেন, কচ্ছপ (বিজ্ঞান) আর খরগোশের (ভাইরাস) এই দৌড়ে শেষ পর্যন্ত কচ্ছপই জিতবে । না অন্তত এ বিষয়ে আর এই মুহূর্থে কোনো প্রশ্ন নয়। ভরসা থাকুক মানুষের শুভচিন্তা ও বিজ্ঞানের উপর যা সভ্যতাকে এতদিন আলো দেখিয়ে আসছে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

কৃষি থেকে তথ্য প্রযুক্তি-কোনো অংশই এড়াতে পারছে না করোনার ছোবল.........। মানুষের প্রাণ বাঁচানোর সঙ্গে সঙ্গে তার রুটি রুজির ব্যবস্থা করা সমস্ত দেশের কাছেই আজ সবথেকে বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে কার্যকর চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান এবং অন্যদিকে সামাজিক দূরত্ব সমস্ত প্রয়োজনীয় সতর্কতা বজায় রেখে কিভাবে, কোন পথে এই চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা হবে সেই জটিল প্রশ্নের উত্তর খুঁজছে মানুষ......।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আমরা বাঙালির নেতৃবৃন্দরা। ছবি ঃ নিজস্ব

ডুকলিতে সংবাদ কর্মীর বাড়িতে হামলা

আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। সামান্য সীমানার বিবাদকে কেন্দ্র করে এক সংবাদ কর্মীর বাড়িতে পরপর দুই দফা হামলার অভিযোগ উঠলো শাসক দলীয় এক নারী নেত্রী সহ তাদের পরিবারের বিরুদ্ধে। ঘটনা শুক্রবার দুপুরে এবং রাতে রাজধানী সংলগ্ন এডিনগর থানাধীন বঙ্গেশ্বর নদী সংলগ্ন, প্রতাপগড় নামা ডুকলি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, স্থানীয় গণেশ দেবনাথ'র সঙ্গে প্রতিবেশী একটি পরিবারের সীমানা নিয়ে সামান্য ঝামেলা চলছিল। ওই প্রতিবেশী পরিবারের মহিলা স্থানীয় নারী নেত্রী হিসেবে পরিচিত। অভিযোগ, এই ঝামেলাকে কেন্দ্র করে শুক্রবার দুপুরে একবার গণেশ দেবনাথের বাড়িতে হামলা করে ওই নারী নেত্রী সহ তার পরিবার। হামলার প্রতিবাদ করে গণেশ দেবনাথের ছেলে গোবিন্দ দেবনাথ (সংবাদপত্র কর্মী)। দুপুরে এডিনগর থানার পুলিশ গিয়ে বিষয়টি প্রাথমিক সমাধান করে থানায় ফিরে যায়। কিন্তু রাত্রি নয়টার পর ওই নারী নেত্রীর স্থানীয় কিছু সমাজদ্রোহীকে সঙ্গে নিয়ে পরিকল্পতভাবে হামলা করে গণেশ দেবনাথের বাড়িতে। অভিযোগ, হামলাকারীরা গেট ভেঙে বাড়িতে ঢুকে গণেশ দেবনাথ, উনার স্ত্রী আরতী দেবনাথ সহ দুই ছেলে সাগর দেবনাথ ও গোবিন্দ দেবনাথকে প্রচণ্ড মারধর করে এবং তাদের মাথা ফাটিয়ে দেয়। শুধু তাই নয়, হামলার পর হামলাকারীরা বাড়ির চারপাশে ঘেরাও করে রাখে আক্রান্ত গণেশ দেবনাথ এবং তার পরিবারের লোকেরা যাতে থানা কিংবা হাসপাতালে না যেতে পারে। পরবর্তীকালে সাংবাদিকদের তরফে এই ঘটনা এডিনগর থানার পুলিশকে জানানো হয়। খবর পেয়ে এডিনগর থানার ওসি সঞ্জিত লস্কর'র নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল ঘটনাস্থলে ছুটে যায় এবং আহতদের উদ্ধার করে আইজিএম হাসপাতালে পাঠায়। যদিও পুলিশ রাতে অভিযুক্ত নারী নেত্রী ও হামলাকারীদের কাউকে গ্রেপ্তার করেনি। পুলিশের বিবরণ, অভিযুক্তরা পুলিশের খবর পেয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।

সপ্তাহান্তে বৃষ্টির সম্ভাবনা, বাড়বে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গত কয়েকদিন ধরেই বৃষ্টিতে ভিজছে শহর। বৃহস্পতিবার থেকে সেভাবে দেখা মেলেনি বৃষ্টির, শুক্রবারও কলকাতা-সহ আশেপাশের জেলার আকাশ ছিল রোদ ঝলমলে। এরইমধ্যে আলিপুর আবহাওয়া দফতর সূত্রের খবর, সপ্তাহান্তে ফের বৃষ্টিতে ভিজতে পারে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা। কলকাতা-সহ দক্ষিণ ও উত্তর ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমানের বিভিন্ন এলাকায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

এদিকে, আবহবিদরা জানিয়েছেন, আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তির জেরে তাপমাত্রা বাড়বে কলকাতা-সহ জেলায়। দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আর দিনের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকবে ২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। হিন্দুস্থান সমাচার / পায়েল

গণেশ পুজোয় রোগীদের জন্য বিশেষ লাড্ডু, দেদার বিক্রি শহরে

হাওড়া, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শুক্রবার রাজ্য তথা গোটা দেশ মেতেছে গণেশ পুজোর আনন্দে। গণেশের প্রিয় প্রসাদ লাড্ডু। পুজো হোক অথবা পার্বণ মিষ্টি প্রেমীরা মিষ্টি খাবেন না, এটা তো হতে পারে না। ডায়াবেটিস রোগীরাও বা বাদ পড়বেন কেন? আর তাই এবার গণেশ পুজোয় ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য তৈরি হল বিশেষ লাড্ডু।

গণেশ পুজোয় প্রতিবছরই মেতে ওঠে দেশ থেকে শহর। এই আনন্দের সময় মধুমেহ রোগে আক্রান্তদের জন্য তৈরি হল অভিনব লাড্ডু। আর লাড্ডু তৈরি করেছে হাওড়া জেলার সালকিয়ার এক মিষ্টির দোকান। সেই লাড্ডুর নাম দেওয়া হয়েছে, অর্গানিক ডায়াবেটিক লাড্ডু। শহরের মিষ্টির দোকানে দেদার বিক্রি হয়েছে এই লাড্ডু।

ভবানীপুরে মমতার বিরুদ্ধে প্রিয়াঙ্কা, সামশেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুরের প্রার্থী ঘোষণা বিজেপির

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ভবানীপুর বিধানসভা উপ-নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রিয়াঙ্কা টিবরিওয়ালকে প্রার্থী করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। পাশাপাশি শুক্রবার সামশেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুর আসনের প্রার্থীও ঘোষণা করেছে বিজেপি। সামশেরগঞ্জে প্রার্থী করা হয়েছে মিলন ঘোষকে এবং জঙ্গিপুরে সুজিত দাস। ভবানীপুরে মমতার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই প্রার্থী ঘোষণা করেছে সিপিআই (এম)। সিপিআই (এম) প্রার্থী করেছে আইনজীবী শ্রীজীব বিশ্বাসকে। ভবানীপুর আসনে বিজেপির প্রার্থী কে হবেন, তা নিয়ে গুঞ্জন চলছিল। অবশেষে শুক্রবার ভবানীপুর আসনে প্রার্থী ঘোষণা করেছে বিজেপি।

বিজেপির প্রকাশিত প্রার্থী তালিকা অনুযায়ী, ভবানীপুর আসনের প্রার্থী করা হয়েছে আইনজীবী প্রিয়াঙ্কা টিবরিওয়ালকে। পাশাপাশি সামশেরগঞ্জ ও জঙ্গিপুর আসনের প্রার্থীও ঘোষণা করেছে বিজেপি। সামশেরগঞ্জে প্রার্থী করা হয়েছে মিলন ঘোষকে এবং জঙ্গিপুরে সুজিত দাস। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর এই তিনটি আসনে ভোট। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

৩-দিনের সফরে ঝাড়খণ্ডে মোহন ভাগবত, অংশ নেবেন সঙ্ঘের নানা কর্মসূচিতে

ধানবাদ, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তিন-দিনের সফরে ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে এলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (আরএসএস)-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত। ঝাড়খণ্ডে সংগঠনের নানা কর্মসূচিতে অংশ নিতে শুক্রবার সকালে ধানবাদে এসেছেন ভাগবত। গঙ্গা-দামোদর এক্সপ্রেসে সকাল ৪.৫০ মিনিট নাগাদ পাটনা থেকে ধানবাদে পৌঁছন মোহন ভাগবত, তাঁকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান ঝাড়খণ্ড বিজেপির নেতা, এবিভিপি ও ভারতীয় মজদুর সংঘের কর্মীরা। সংগঠকরা তাঁকে রাজকমল সরস্বতী বিদ্যামন্দির অতিথি নিবাসে নিয়ে যান।

আরএসএস-এর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, গোটা বছর আরএসএস-এর ব্যাপ্তির জন্য দেশের বিভিন্ন প্রান্তে বৈঠক করে থাকেন মোহন ভাগবত, ধানবাদ সফরে এমনই বৈঠক করবেন তিনি। বিহার ও ঝাড়খণ্ডের প্রচার প্রমুখদের সঙ্গে কথা বলবেন ভাগবত। শনিবার প্রান্তীয় কার্যকারিনী সদস্যদের সঙ্গে দেখা করবেন ভাগবত। রবিবার ধানবাদ মহানগরের আরএসএস শাখার মুখ্য শিক্ষক, শাখা কার্যবাহ ও মিলন প্রমুখদের সঙ্গে বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

গণেশ চতুর্থীতে শুভেচ্ছা মোদীর, দেশবাসীর সুখ ও সমৃদ্ধি কামনা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): গণেশ চতুর্থীতে আপামর দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। দেশবাসীর সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। শুক্রবার সকালে টুইট করে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'আপনাদের সকলকে গণেশ চতুর্থীর শুভকামনা। এই পবিত্র উৎসব সকলের জীবনে সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য বয়ে আনুক। গণপতি বাপ্পা মোরিয়া!'

প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও দেশবাসীকে গণেশ চতুর্থীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। টুইট করে শুভেচ্ছা-বার্তায় রাষ্ট্রপতি জানিয়েছেন, 'গণপতি বাপ্পা মোরিয়া!' গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে হার্দিক শুভেচ্ছা। আমি কামনা করছি, কোভিড-১৯-র বিরুদ্ধে আমাদের প্রচেষ্টা গণেশ সফল করে তুলবেন ও সকলকে সুখ ও শান্তি প্রদান করবেন।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বন্যা ত্রাণ দুর্নীতিতে রাজ্যকে তুলোধনা হাইকোর্টের

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বন্যা ত্রাণ দুর্নীতি মামলায় রাজ্যকে ফের তুলোধনা করল হাইকোর্ট। এফআইআরের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রশাসন কী ব্যবস্থা নিল তা ২২ সেপ্টেম্বরের মধ্যে আদালতকে জানানোর নির্দেশ দিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি রাজেশ বিন্দাল। এদিন মামলার শুনানিতে রাজ্য সরকার ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে চোখা চোখা মন্তব্য করেন ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি। তিনি বলেন, রাজ্যে কোটি কোটি টাকা নয়ছয় হচ্ছে, তা নিয়ে অভিযোগ দায়ের হচ্ছে, অথচ পুলিশ কিছুই দেখছে না। অভিযুক্ত চিহ্নিত করার পরেও পুলিশ কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না বলে মন্তব্য করেছে হাইকোর্ট। আদালতের বক্তব্য, পুলিশ শুধু বিবৃতি দিয়েই নিয়েই খান্ত থাকছে। এজি কিশোর দত্তর উদ্দেশে আদালত বলে, আপনি সরকারি আইনজীবী। আপনি জানেন না ফৌজদারি অভিযোগের ভিত্তিতে কী ব্যবস্থা নিতে হয়? গত ২২ জুলাই এফআইআর হয়েছে। দুমাস হয়ে গেল। এখনও কোনও ব্যবস্থা নেননি। এটা করতে কতদিন সময় লাগে? ২০১৭ সালের বন্যায় ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল মালদহের হরিশচন্দ্রপুর। বহু মানুষের বাড়িঘর ভেঙে গিয়েছিল। তারপর সরকারি ক্ষতিপূরণ নিয়ে অনিয়ম হয় বলে অভিযোগ। একটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে একাধিকবার টাকা ঢোকার অভিযোগও ওঠে। সেই নিয়েই জনস্বার্থ মামলা হয় কলকাতা হাইকোর্টে।

আমাদের লড়াই পুরোপুরি হবে : দিলীপ ঘোষ

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): রাজ্য জুড়ে দামামা বেজে গিয়েছে উপ নির্বাচনের। কিন্তু অপরদিকে প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে বিজেপি বনাম তৃণমূল তরজা। এরই মাঝে শুক্রবার নিউটাউনে প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে """আমাদের লড়াই পুরোপুরি হবে"""" চ্যালেঞ্জ রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের।

এই প্রসঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোপ দাগিয়ে দিলীপ ঘোষ আরও বলেন, """" আমাদের লড়াই পুরোপুরি হবে। আমরা তো এখনও নামিনি। এখনও প্রার্থী ঘোষণা করিনি। তার আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো পুরো মন্ত্রিসভাকে রাস্তায় নামিয়ে দিয়েছেন। বুঝতেই পারছেন বিজেপির ভয় কতটা। আমার কর্মীর গায়ে হাত দিলে, অপমান করলে, বুকের ওপর পা তুলে দেব """"।

গণেশ চতুর্থীতে শুভেচ্ছা অমিত শাহর

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গণেশ চতুর্থীতে শুভেচ্ছা জানালেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। অমিতবাবু শুক্রবার টুইটে লিখেছেন, “সকল দেশবাসীকে গণেশ চতুর্থীর শুভেচ্ছা।“

প্রসঙ্গত, সনাতন ধর্মে ভগবান গণেশের গুরুত্ব অনেক। সব দেব-দেবীর পুজো শুরু হয় গণেশের মন্ত্রোচ্চারণ করেই। শিব ও পার্বতী পুত্র গণেশকে, হিন্দুদের সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের দেবতা মনে করা হয়। সিদ্ধিদাতা গণেশের জন্মোৎসব গণেশ চতুর্থী নামে পরিচিত। ভাদ্রপদ মাসের শুক্লপক্ষে চতুর্থী তিথিতে সাধারণত পালিত হয় এই উৎসব।

উত্তর কলকাতায় প্লাইবোর্ডের গোডাউনে আগুন, ছড়িয়ে পড়ল বস্তিতেও

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): ফের আগুন-আতঙ্ক কলকাতায়। এবার আগুন লাগল উত্তর কলকাতার নিমতলা ঘাট স্ট্রিটে অবস্থিত একটি প্লাইবোর্ডের গোডাউনে। শুক্রবার সকালে গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের মোট ১০টি ইঞ্জিন। সকাল ৭.৪৫ মিনিট নাগাদ প্রথমে আগুন দেখতে পাওয়া যায়। দমকল পৌঁছনোর আগেই দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে ওই গোডাউন। গোডাউনটি ঘিঞ্জি এলাকায় অবস্থিত হওয়ায় আগুন ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দেয়। আশঙ্কা মতোই সংলগ্ন বস্তিতেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়ার পর ঘটনাস্থলে যান শশী পাঁজা ও সুজিত বসু। মন্ত্রী শশী পাঁজা জানিয়েছেন, 'আগুন লাগার কারণ এখনও জানা যায়নি।'

দমকল ও স্থানীয় সূত্রের খবর, সকাল পৌনে আটটা নাগাদ নিমতলা ঘাট স্ট্রিটের প্লাউবোর্ডের গুদামে আগুনের ফুলকি দেখা যায়। তা দেখে স্থানীয় আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। খবর দেওয়া হয় দমকলেও। কী কারণে সেখানে আগুন লাগল, তা এখনও জানা যায়নি। ওই গুদামের কাছেই রয়েছে বস্তি। কাঠের গুদাম থেকে আগুন বস্তিতেও ছড়িয়ে পড়েছে। গুদামে দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা। ইতিমধ্যেই ওই এলাকা ঢেকেছে কালো ধোঁয়ায়। আপাতত দমকল কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

মধ্যপ্রদেশে ট্রাকের ধাক্কা গাড়িতে, মহিলা-সহ মৃত্যু ৬ জনের

ছিন্দওয়ারা (মধ্যপ্রদেশ), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মধ্যপ্রদেশের ছিন্দওয়ারা জেলায় যাত্রীবোঝাই গাড়িতে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ধাক্কা মারল একটি ট্রাক। ভয়াবহ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৬ জনের, মৃতদের মধ্যে একজন মহিলা ও দুই নাবালক রয়েছে। এই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও দু''জন। মৃতদের প্রত্যেকের বাড়ি মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে ছিন্দওয়ারা শহর থেকে প্রায় ১০ কিলোমিটার দূরে রিং রোডে।

শহরের ট্র্যাফিক ডেপুটি পুলিশ সুপার (ডিএসপি) সুদেশ সিং জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ছিন্দওয়ারা জেলার উমরাত গ্রাম অভিমুখে যাচ্ছিলেন গাড়ির আরোহীরা। রিং রোডে একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ওই গাড়িতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় দুই নাবালক-সহ ৪ জনের, ৩৮ বছর বয়সী একজন মহিলা প্রাণ হারান ছিন্দওয়ারার একটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময়। গাড়ির চালককে নাগপুরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার সময় তাঁর মৃত্যু হয়। আহত দু''জন স্থানীয় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ডিএসপি জানিয়েছেন, সংঘর্ষ এতটাই জোরালো ছিল যে, ৮ জনকে নিয়ে গড়িয়ে রাস্তার ধারে খালে পড়ে যায় গাড়িটি। দুর্ঘটনার পর পালিয়ে যায় ট্রাকের চালক, তার বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

গণেশ চতুর্থীতে শুভেচ্ছা দিলীপ ঘোষ, তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : গণেশ চতুর্থীতে শুভেচ্ছা জানালেন রাজ্য বিজেপি-র সভাপতি দিলীপ ঘোষ এবং রাজ্য বিজেপি-র প্রাক্তন সভাপতি তথা ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

দিলীপ ঘোষ টুইটে শুক্রবার লিখেছেন,“সকলকে জানাই গণেশ চতুর্থীর শুভেচ্ছা।“তথাগত রায় টুইটে শুক্রবার লিখেছেন, “তাত্ত্বিক সবাইকে গণেশ চতুর্থীর শুভেচ্ছা। গণপতি বাপ্পা আপনাকে সুখ, দীর্ঘ জীবন এবং সুস্বাস্থ্য দান করুন।“ প্রসঙ্গত, ৯ সেপ্টেম্বর রাত ২.২৫ মিনিট থেকে ১০ সেপ্টেম্বর রাত ১২.২২ মিনিট পর্যন্ত থাকবে চতুর্থী তিথি। মধ্যাহ্ন গণেশ পুজোর শুভ মুহূর্ত - ১০ সেপ্টেম্বর সকাল ১১.০৩ মিনিট থেকে দুপুর ১.৩৩ মিনিট পর্যন্ত।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

মোদীর জন্মদিনে সর্বোচ্চ টিকাকরণ লক্ষ্য বিজেপির, সহায়তা করবেন বুথ পর্যায়ের কর্মীরা

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিন। ওই দিন সর্বোচ্চ টিকাকরণ লক্ষ্য নিল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। শুক্রবার বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা জানিয়েছেন, আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জন্মদিনে, মানুষকে কোভিড-১৯-র বিরুদ্ধে টিকা পেতে সাহায্য করবেন বিজেপির বুথ পর্যায়ের কর্মীরা, ওই দিন অধিক সংখ্যক টিকাকরণই লক্ষ্য।

কোভিডের তৃতীয় ঢেউ নিয়েও সতর্ক বিজেপি। নাড্ডা এদিন আরও জানিয়েছেন, কোভিডের তৃতীয় ঢেউ যদি দেশে আঘাত হানে, তাই জুলাই মাসে স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থাকে সহায়তার জন্য ২ লক্ষ গ্রামে ৪ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণের অঙ্গীকার করেছিলাম আমরা। ৪৩ দিনের মধ্যেই, আমরা ৬.৮ লক্ষ স্বেচ্ছাসেবককে প্রশিক্ষণ দিয়েছি, খুব শীঘ্রই এই সংখ্যা ৮ লক্ষতে পৌঁছে যাবে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

শতাধিক যাত্রী কাবুল থেকে পৌঁছলেন দোহায়, লাগেজ পরীক্ষা করেছিল তালিবান

দোহা ও কাবুল, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): আফগানিস্তানে আমেরিকার সামরিক অভিযান শেষ হয়েছে অনেকদিন হল, গত ৩০ আগস্ট আমেরিকা আফগানিস্তান ছাড়ার পর এই প্রথম আফগানিস্তানের রাজধানী থেকে উড়ল প্রথম আন্তর্জাতিক বিমান। বৃহস্পতিবার প্রথম বিমানে কাবুল ছেড়েছেন শতাধিক যাত্রী, তাঁরা পৌঁছে গিয়েছেন কাতারের দোহার হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ওই বিমানে কয়েকজন আমেরিকান নাগরিকও ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

কাবুল ছাড়ার আগে ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হয়েছে ওই শতাধিক যাত্রীরা। তাঁরা দেখেন কাবুলের হামিদ কারজাই আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে টহল দিচ্ছে সশস্ত্র তালিবানরা। কাতারের বিমান প্রস্থানের প্রাক্কালে যাত্রীদের লাগেজ চেক করে তালিবানরা। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় দোহার হামাদ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নামেন ওই যাত্রীরা, স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন।

গায়েরকাটায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ শাল ও সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত

গয়েরকাটা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : বন দফতরের অভিযানে বিপুল পরিমাণ অবৈধ শাল ও সেগুন কাঠ বাজেয়াপ্ত করা হল। শুক্রবার সকালে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কোচবিহারের মোরাঘাট রেঞ্জের বনকর্মীরা রানাঘাট থানার অন্তর্গত চানাডিপা এলাকার একটি বাড়িতে হানা দেয়। সেই বাড়ির পেছনে একটি সুপারি বাগানে কাঠ লুকিয়ে রাখা ছিল। সেগুলো বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে যায় বন দপ্তরের কর্মীরা।

তবে ঘটনায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি। বাজেয়াপ্ত করা কাঠের পরিমাণ প্রায় ৫০ সিএফটি। এদিনের এই অভিযানে বনকর্মীদের পাশাপাশি ছিলেন রাজ্য সশস্ত্র পুলিশের জওয়ানরা। গত একমাস ধরে বন দপ্তরের লাগাতার অভিযান চলছে। আগামী দিনেও এই অভিযান চলবে বলে বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বিগত ৭২ ঘন্টা মৃত্যু-হীন দিল্লি, চিকিৎসাধীন করোনা-রোগী কমে ৩৯৯

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে আরও কমে গেল করোনাভাইরাসের সংক্রমণ, কমেছে চিকিৎসাধীন রোগীর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়নি কারও, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৬ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ৩৮ হাজার ১৫৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৫ হাজার ৮৩ জনের। এই নিয়ে বিগত ৩ দিন দিল্লিতে করোনায় কারও মৃত্যু হয়নি।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৪ লক্ষ ১২ হাজার ৬৭২ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৫২ জন। শুক্রবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩৯৯ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট এই মুহূর্তে ০.০৫ শতাংশ।

শ্রীনগরে ফের সন্ত্রাসী উপদ্রব, গ্রেনেড-হামলায় আহত সিআরপিএফ জওয়ান-সহ ৩

শ্রীনগর, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): শ্রীনগরে সন্ত্রাসী উপদ্রব বেড়েই চলেছে। শুক্রবার শ্রীনগরের পি পি চানপোরার কাছে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড ছোড়ে সন্ত্রাসবাদীরা। গ্রেনেড ফেটে আহত হয়েছেন একজন সিআরপিএফ জওয়ান-সহ ৩ জন। বাকি দু''জন মহিলা। তবে, কারও আঘাত গুরুতর নয় বলেই জানা গিয়েছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, শুক্রবার দুপুরে শ্রীনগরের পি পি চানপোরার কাছে সুরক্ষা বাহিনীর জওয়ানদের লক্ষ্য করে গ্রেনেড নিক্ষেপ করে সন্ত্রাসবাদীরা। গ্রেনেড ফেটে দুই মহিলা ও একজন সিআরপিএফ জওয়ান আহত হয়েছেন। প্রত্যেককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হামলার পরই সন্ত্রাসবাদীরা পালিয়ে যায়, জঙ্গিদের খোঁজে চিরুনি তল্লাশি চলছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

পরিবেশ এবং শেকল ভাঙার গান সেলুলয়েডে একসঙ্গে গাঁথার অভিনব উদ্যোগ

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : পাটের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব শিল্প উদ্যোগ গড়ে তোলা, পাশাপাশি তাঁর সংশোধনাগারের অধিবাসীদের সামাজিক সংস্কারের প্রয়াসও। এই প্রক্রিয়ায় বহুদিন ধরেই নিয়োজিত তিনি। এ নিয়ে ছবি তৈরি করছেন উদ্যোগপতি ও পরিচালক চৈতালি দাস। ছবির নাম 'জুট স্টোরি বিয়ন্ড বারস'।

এই বছরের টরন্টো ইন্ডিপেন্ডেন্ট ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে আগস্ট মাসের ফাইনালিস্ট হিসাবে নির্বাচিত হয়েছে রক্ষক ফাউন্ডেশনের কর্ণধার, উদ্যোগপতি ও জুট-রিভাইভালিস্ট চৈতালি দাসের "জুট স্টোরি বিয়ন্ড বারস"। চৈতালি দাস বলছেন, “২০১৬ সালে আমি প্রথম সংশোধনাগারে কাজের অনুমতি পাই। "জুট স্টোরি বিয়ন্ড বারস" এর গল্প শুরু হয়েছে গরাদের ওপার থেকেই। জুট নিয়ে এই কাজটাকে আমরা বলছি একটা পরিবেশবান্ধব সবুজ বিপ্লব। এই সিনেমার ন্যারেটিভে আমরা বলতে চেয়েছি, সমাজে যাদের অস্তিত্বই আমরা স্বীকার করি না, তারা জুট থেকে আন্তর্জাতিক পণ্য বানাচ্ছে— এইভাবেই একটা দেওয়াল ভাঙা যাবে। যখন তাদের তৈরি করা জিনিস সংশোধনাগারের দেওয়াল পেরিয়ে বাইরে যেত, তখন যেন তাদের সত্তার একটা অংশকে তারা মুক্ত আকাশের তলায় পাঠাত, যেখানে তারা যেতে পারছে না।

দীর্ঘদিন বাদে ফের সামাজিক মাধ্যমে বাবুল, উপলক্ষ প্রিয়ঙ্কা

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : মন্ত্রী থাকাকালীন বাবুল সুপ্রিয় প্রতি বেলায়, বলা যেতে পারে প্রায় প্রতি ঘন্টায় মন্তব্য করতেন সামাজিক মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা থেকে বাদ পড়ার পর ক'দিন ধরে তাঁর রাগ, ক্ষোভ, দুঃখ, অভিমান সামাজিক মাধ্যমে উজার করে 'রাজনৈতিক সন্ন্যাস' নিয়েছিলেন। এর পর প্রায় নিখোঁজ হয়ে যান। শুক্রবার, দীর্ঘদিন বাদে ফের সামাজিক মাধ্যমে এলেন বাবুল। উপলক্ষ প্রিয়ঙ্কা টিব্রেওয়াল।

ফেসবুকে ছবি দিয়ে লিখেছেন, “অনেক অভিনন্দন প্রিয়াঙ্কা টিব্রেওয়ালকে। তিনি বিজেপি-র একজন উৎসাহী মেয়ে। ২০১৪ থেকে আমার সমস্ত আইনি লড়াই করেছেন। পরিশ্রম, যুক্তি ও আস্থার সঙ্গে রাজনীতিতে যুদ্ধ (সফলভাবে) করেছেন। আমি তাঁকে দলে যোগ দিতে বাধ্য করার কারণ ছিল। তাঁর জন্য আমি চরম খুশি। জীবন সবসময় জয় বা পরাজয় নয়। কঠিন যুদ্ধ করার জন্য ধৈর্য ধারণ করা আরও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জন্য আমার শুভ কামনা। পুনশ্চ সব সময় দলে উজ্জ্বল, সম্ভাবনাময় নবীনদের পরিচয় করিয়েছি। তাঁদের দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেছেন। আমি খুব আত্মবিশ্বাসী যে তাঁরা আগামী বছরগুলোয় দলকে গর্বিত করবে। তাই হোক!“হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

ঐক্যতান যুব সংস্থার খুঁটি পুজো দিলেন। ছবি ঃ নিজস্ব

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

তাড়াতাড়ি ফুরোচ্ছে রান্নার গ্যাস? জ্বালানির সাশ্রয় করতে মেনে চলুন সহজ নিয়মগুলি

করোনা পরিস্থিতিতে হাত বেশ টানাটানি। মাগ্নিগণ্ডার বাজারে সংসার চালাতে মধ্যবিত্তের নাভিশ্বাস উঠতে শুরু করেছে। কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়াচ্ছে ঊর্ধ্বমুখী গ্যাসের দাম। সংসারের কর্তারা গৃহিনীদের পরামর্শ দিচ্ছেন, 'একটু দেখে বুঝে চালাও। যতটা সাশ্রয় করা যায় আর কী!" কিন্তু সংসারের কর্তীরাই বা কী করবেন? ওয়ার্ক ফ্রম হোমে ঘন ঘন চায়ের ফরমায়েশ থেকে ছেলেমেয়ের জন্য মুখরোচক খাবার বানানো। এই রুটিন তো চলছে হরদম। গ্যাস বাঁচবে কীভাবে?

ভেবে ভেবে উপায় বের করতে পারছেন না তাঁরা। তাই গৃহকর্তীদের জন্য রইল রান্নার গ্যাস সাশ্রয়ের সহজ কিছু টিপস। গ্যাস বাঁচানোর বহু ভুল উপায় জানেন অনেকে। সেই মিথগুলোও ভাঙা দরকার। রান্নার সময় উপকরণ আর সরঞ্জাম ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখবেন না। গ্যাস অন করার আগে হাতের কাছে গুছিয়ে ফেলুন সবকিছু। এই ট্রিকস মানলে সময় আর গ্যাস বাঁচবে দুই-ই

কড়াই বা ফ্রাইং প্যানে রান্না করতেই অভ্যস্ত আমরা। এবার বদলে ফেলুন অভ্যেস। রান্না সারুন প্রেসার কুকারে। ঝঞ্ঝাট কম। সাশ্রয় হবে জ্বালানিও।

একান্তই যদি কড়াইতে রান্না করতে চান তবে অবশ্য কড়াই ঢাকা দিয়ে রান্না করবেন। তাতে সবজি যেমন তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হবে তেমন বাঁচবে মহামূল্যবান গ্যাসও। খোলা কড়াইতে রান্না করলে স্বাভাবিকের চেয়ে কয়েক গুন বেশি গ্যাস নষ্ট হয়। রান্নার পরিমান অনুযায়ী পাত্র ব্যবহার করা দরকার। দুধ থেকে সবজি সবকিছু এখন থাকে ফ্রিজের অন্দরে। রান্নার আগের মুহুর্তে আমরা তা বের করে সোজা রান্নার পাত্রে চালান করে দিই। কিন্তি আপনি কি জানেন এতে কত বেশি গ্যাস নষ্ট করছেন? রান্নার অন্তত ৩-৪ ঘণ্টা আগে সবজি, দুধ বের করে রাখুন। রুম টেম্পারেচারে এলে রান্না করুন। তাতে গরম হতে সময়ও কম লাগবে। বাঁচবে রান্নার গ্যাসও।

রান্না করার সময় জল ব্যবহার করতে হবে পরিমিত। অত্যাধিক জল ব্যবহার করলে সেই জল শুকতে গ্যাস খরচ হয় বেশি। রান্নার আঁচ হবে মাঝারি।

মাংস সিদ্ধ করতে যেমন সময় লাগে তেমনই খরচ হয় জ্বালানি। তাই রান্নার আগে মাইক্রোওয়েভে সিদ্ধ করে নেওয়া ভাল। আর সেই উপায় না থাকলে প্রেসার কুকারে সেদ্ধ করে নিন। আর গ্রিল করার জন্য খবরদার গ্যাস ব্যবহার করবেন না। গ্রিল করার জন্য টোস্টার বা ওভেন ব্যবহার করুন। করোনা আবহে বেশ কয়েকবার জল গরম হচ্ছে। বানাতে হচ্ছে চা-ও। এই জল একেবারে বেশি পরিমানে গরম করে রাখলে সুবিধা হবে। পরিশ্রমের পাশাপাশি সাশ্রয় হবে রান্নার গ্যাসও। এই কাজে ইলেকট্রিক ওয়াটার হিটার অথবা সোলার হিটারও ব্যবহার হতে পারে।

কোভিড-প্রতিষেধক নেওয়ার পর নানা রমক শারীরিক সমস্যা? কী করলে রেহাই পাবেন

দেশজুড়ে শুরু হয়ে গিয়েছে কোভিড টিকাকরণের তৃতীয় পর্ব। ১৮ থেকে ৪৫ বছর বয়সিরাও এখন প্রতিষেধক নিতে পারছেন। কিন্তু অনেকেই প্রতিষেধকের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ায় ভয় পাচ্ছেন। প্রথমেই বলে রাখা ভাল, টিকাকরণের পর যদি হালকা জ্বর, ক্লান্তি, গায়ে ব্যথা বা বমির প্রবণতার মতো কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া দেখতে পান, তা হলে জানবেন সেটা সুখবর। কারণ তার মানে, আপনার শরীরে প্রতিষেধক কাজ করছে। এই উপসর্গগুলি অনেকটাই কোভিডের সঙ্গে মিলে যায়। সাধারণত ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে মিলিয়েও যায়। তবে এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াগুলি সামান্য অস্বস্তিকর হতে পারে। তাই কী করে রেহাই পাবেন, জেনে নিন।

ব্যথা কমানোর ওষুধ প্রতিষেধক নেওয়ার পর হাতে (যেখানে টিকা দেওয়া হয়েছে) ব্যথা হতে পারে। সারা গায়েও ব্যথা অনুভব করতে পারেন। ব্যথা কমানোর ওষুধ নিলে প্রতিষেধকের প্রভাব কমে যাবে, এমন কোনও বৈজ্ঞানিক তথ্য এখনও আমাদের সামনে আসেনি। তবে ডাক্তাররা মনে করছেন, টিকাকরণ হওয়ার পরই কোনও পেনকিলার না নেওয়াই শ্রেয়।

জ্বর

অনেকেরই হালকা জ্বর হচ্ছে টিকা নেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যে। বিশেষ করে দ্বিতীয় ডোজের পর। প্যারাসিটামল নিয়ে জ্বর কমাতেই পারেন। তবে ওষুধ না খেতে চাইলে জলপট্টি দিলেও সাময়িক ভাবে আরাম পাবেন।

বমির প্রবণতা

টিকা নেওয়ার পর একটু বমি বমি ভাব হওয়াটাও অস্বাভাবিক নয়। লেবু-জল, আদা চা বা পিপারমেন্ট টি খেলে অনেকটাই ভাল লাগবে। কী খাচ্ছেন খেয়াল রাখুন। খুব তেল-মশলা দেওয়ার রান্না বা প্রসেস্‌ড ফুড টিকে নেওয়ার পর কয়েকদিন না খাওয়াই ভাল। প্রচুর পরিমাণে জল খাওয়াও দরকার। শরীরের ক্লান্তি ভাব কমবে। জলের পাশাপাশি, ফলের রস, ঘোল, ডাবের জল, লস্যি, ফল-সব্জির স্মুদিও খেতে পারেন। ডিহাইড্রেশন যাতে কোনও মতেই না হয়, সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে।

কোভিড-আর্ম

যে হাতে টিকা দেওয়া হচ্ছে, সেই হাতটি কয়েক ঘণ্টার মধ্যে ফুলে ব্যথা হতে পারে। একে বাল হচ্ছে কোভিড-আর্ম। ব্যথা দূর করতে বরফ লাগাতে পারেন। হাতের ফোলা ভাব বা র‍্যাশ কমবে বরফ লাগালে। হাত যাতে শক্ত না হয়ে যায়, তাই একটু একটু করে হাত নাড়ানো প্রয়োজন। হাতের কিছু সহজ স্ট্রেচিংয়ের ব্যায়াম করতে পারেন।

গায়ে ব্যথা

ক্লান্তি ভাব বা গায়ে ব্যথা কমানোর জন্য অল্প গরম জলে নুন মিশিয়ে স্নান করুন। দিনের শেষে এক গামলা গরম জল করে তাতে বাথ সল্ট দিয়ে পা ডুবিয়ে রাখতে পারেন।

শরীরচর্চা

টিকাকরণের পর হালকা ব্যায়াম বা যোগ ব্যায়াম করলেও উপকার পাবেন। তবে মনে রাখবেন, শরীরকে বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন। টানা ঘুম, পর্যাপ্ত বিশ্রাম এবং কিছু নিঃশ্বাসের ব্যায়াম দরকার। তাড়াহুড়ো করে কঠিন শরীরচর্চা শুরু করে দেবেন না।

কোভিডের ধাক্কায় বেসামাল দেশ বড়সড় ক্ষতির মুখে বলিউড-টলিউড

সংবাদ প্রতিদিন ডিজিটাল ডেস্ক: ভয়াবহ করোনার দাপটে বেসামাল চলচ্চিত্র জগৎ। টলিউড হোক বা বলিউড কিংবা হোক দক্ষিণী ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি, সর্বত্রই ছবিটা এক। অতিমারীর ছোবলে বেপথু হয়ে বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুভি ইন্ডাস্ট্রির উপার্জন কমেছে প্রায় অনেকটাই। ২০১৯ সালে যেখানে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পের আয় ছিল ১৯,১০০ কোটি টাকা, সেটাই বর্তমানে কমে এসে দাঁড়িয়েছে ৭,২০০ কোটি টাকায়। আর হবে নাই বা কেন? একে তো, করোনা সংক্রমণে এই শিল্পের সঙ্গে যুক্ত অনেকেই অসুস্থ হয়েছেন, কারও কারও মৃত্যুও হয়েছে। এসবের প্রভাব এসে পড়েছে কাজের উপর। তার উপর সংক্রমণের জেরে ছোট পর্দা হোক বা বড় পর্দা, কাজ বন্ধ থাকায় অসুবিধার মুখে পড়েছেন অভিনেতা থেকে শুরু করে অন্যান্য বহু কলাকুশলীই। প্রেক্ষাগৃহগুলি প্রথমে দীর্ঘ সময়ের জন্য বন্ধ করা হয়েছিল। পরে আবার খুললেও ফের বন্ধ হয়। অতিমারীর সময়ে চলচ্চিত্র সময়ের সঙ্গে যুক্ত হাজার হাজার দিনমজুর কাজ হারিয়েছেন। সংখ্যাটা প্রায় সাত লক্ষ। ফিকির রিপোর্ট বলছে, এই সময়ের মধ্যে অন্তত ১০০০ থেকে ১,৫০০টি সিঙ্গল স্ক্রিন থিয়েটার বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মাল্টিপ্লেক্সগুলির অবস্থাও তথৈবচ। টিকিট বিক্রি থেকে আয়ের অঙ্কেও লক্ষণীয় ঘাটতি দেখা গিয়েছে। এখন যা ৪০০ মিলিয়ন, ২০১৯ সালে তা ছিল এর তিনগুণ বেশি। সব মিলিয়ে করোনা অতিমারীর জেরে চলচ্চিত্র শিল্পের ক্ষতি হয়েছে প্রায় ১২০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলচ্চিত্র শিল্পের এই বেহাল দশা দেখে, প্রোডিউসার্স গিল্ড অফ ইন্ডিয়ার সভাপতি, সিদ্ধার্থ রায় কাপুরের প্রতিক্রিয়া, "বছরটা খুব খারাপ গেল।" তবে অনেকেই মনে করেছিলেন, এই ক্ষতির হাত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হল, ছবি বা ওয়েব সিরিজের ওটিটি প্ল্যাটফর্মে মুক্তি। কিন্তু সিনে বিশেষজ্ঞরা তা মানছেন না। তাঁদের যুক্তি, যতটা ক্ষতি হয়ে গিয়েছে, তার হাত থেকে বাঁচার একমাত্র পথ হল ছবির বড় পর্দায় মুক্তি। এসভিএফ-এর (শ্রীভেঙ্কটেশ ফিল্মস) এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর, বিষ্ণু মোহতার কথায়, ''সাধারণত আমরা বছরে ১০-১২টি ছবি রিলিজ করি। কোভিডের সময় ওটিটিতে আমরা মাত্র চারটি ছবির রিলিজ করতে পেরেছি।

গলার সৌন্দর্য রক্ষায় করণীয়

বয়সের আগেই গলায় ভাঁজ পড়তে পারে। আর সেটা দেখতে মোটেই সুখকর নয়। কারণ অধিকাংশ মানুষই মুখ, হাত ও পায়ের সৌন্দর্যের দিকে খেয়াল রাখলেও গলার ত্বকের দিকে খুব একটা মনোযোগ দেন না।

যত্নের কারণে মুখ ও হাতপায়ের ত্বকের বয়সের ছাপ কমান গেলেও গলার ভাঁজে তা ফুটে ওঠে। রূপ বিশেষজ্ঞ ও 'রেড বিউটি স্যালনের' কর্ণধার আফরোজা পারভিন মুখ ও হাতপায়ের ত্বকের পাশাপাশি গলার ত্বকের যত্ন নেওয়ার পরামর্শ দেন।

তিনি বলেন, "গলার ভাঁজ ও বলিরেখা বয়সের ছাপ সুস্পষ্ট করে তোলে। তাই ভাঁজ পড়ার আগেই এর প্রতি নজর দেওয়া উচিত।"

গলায় বলিরেখা দেখা দেওয়ার অন্যতম কারণ হল গোসলের পরে তোয়ালে দিয়ে সঠিকভাবে পানি না মোছা। পারভিন বলেন, "গোসলের পরে তোয়ালে দিয়ে বেশ জোর প্রয়োগ করে বা এলোমেলোভাবে গলার ত্বক মুছলে ক্ষুদ্র ভাঁজের সৃষ্টি হয় যা বলিরেখা বাড়ায়।"

তাই তোয়ালে দিয়ে হালকাভাবের গলার ত্বক মোছার পরামর্শ দেন, এই রূপবিশেষজ্ঞ। গলার ত্বক ভালো রাখতে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হল এর আর্দ্রতা রক্ষা করা। যে কোনো ঋতুতেই আর্দ্রতা রক্ষা করতে ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করা প্রয়োজন। সারাক্ষণ গলার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখা সম্ভব হলে বলিরেখা ধীর করা সম্ভব বলে জানান, তিনি। ময়েশ্চারাইজার কেবল ব্যবহার করলেই হবে না বরং তা ব্যবহার করতে হবে সঠিক উপায়ে।

এ সম্পর্কে তিনি বলেন, "ময়েশ্চারাইজার নিচ থেকে ওপরের দিকে এবং গোলাকারভাবে মালিশ করতে হবে।" গলার ত্বকের বলিরেখা ও ভাঁজ কমানোর ঘরোয়া সমাধান হিসেবে কয়েকটি উপায় সম্পর্কে জানানো হল। কাঠবাদাম তেল এটা ভিটামিন ই সমৃদ্ধ যা সহজেই ত্বককে সতেজ ও প্রাণবন্ত করে এবং স্থিতিস্থাপকতা বাড়ায় ফলে গলার ভাঁজ দূর হয়। টক দই ত্বকে প্রাকৃতিক আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং মসৃণতা বাড়ায়। সপ্তাহে একবার এক টেবিল-চামচ টক দইয়ের সঙ্গে চার পাঁচ ফোঁটা জলপাইয়ের তেল মিশিয়ে ত্বকে মেখে হালকাভাবে মালিশ করুন। ১৫ থেকে ২০ মিনিট অপেক্ষা করে সাধারণ পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। অ্যালো ভেরা গলার ত্বকের বলিরেখা কমাতে অ্যালো ভেরা চমৎকার কাজ করে। অ্যালো ভেরার পাতা অথবা কিনতে পাওয়া যায় এমন জেল ত্বকে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর সঙ্গে ভিটামিন ই ক্যাপ্সুল মিশিয়ে ব্যবহার করলে ভালো ফলাফল পাওয়া যায়। অ্যালো ভেরার মাস্ক ব্যবহার করে কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর কুসুম গরম পানি দিয়ে ত্বক ধুয়ে ফেলতে হবে।

হিমালয়ে গিয়েও শুনেছিলেন তুমি টাইটানিকের রোজ

অস্কার, এমি ও গ্র্যামিজয়ী হলিউড তারকা কেট উইন্সলেট ১৯৯৭ সালে তাঁর অভিনীত টাইটানিক ছবির অবিশ্বাস্য সফলতায় খুশি হয়েছিলেন, হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে সবখানে টাইটানিক ছেয়ে যাওয়ায় তাঁর নাকি অপ্রস্তুত অস্বস্তিও হয়েছিল। এক ছবিতেই শোরগোল ফেলে দেওয়া তুমুল জনপ্রিয়তার ধাক্কা সামাল দিতে সময় লেগেছিল কেটের।

ক্যানডিস ম্যাগাজিনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ৪৪ বছর বয়সী কেট সম্প্রতি ২১ বছরের পুরোনো এক অভিজ্ঞতা শেয়ার করেন এভাবে: টাইটানিক-এ ছেয়ে গেল পুরো বিশ্ব। এর বছর দুয়েক পর আমি জলোচ্ছ্বাসের মতো আসা তারকাখ্যাতি থেকে ছুটি নিয়ে ছুটলাম ভারতে। হিমালয়ে হাঁটছিলাম। আমার পেছনে একটা লোক লাঠি নিয়ে এলেন। তাঁর বয়স ৮৫। এক চোখ অন্ধ। আমাকে দেখে বললেন, এই, তুমি টাইটানিক-এর সেই রোজ না? আমার চোখে পানি চলে এল। আমি দৌড়ে গিয়ে তাঁর হাত ধরলাম। বললাম, হ্যাঁ, আমিই সেই।''

কেট জানান, তিনি সব সময়ই বড় পর্দার অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই তুমুল তারকাখ্যাতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। হঠাৎই বিশ্বের সবাই তাঁকে নিয়ে আলাপ করা শুরু করল, অনেক কিছু লেখা শুরু হলো, যার বেশির ভাগই অসত্য।

বাংলার হেঁশেল- ঠাকুরবাড়ির রান্না

বাংলা ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য রান্নার বই ''পাকপ্রণালী'' প্রকাশিত হয় ১৮৯৯ সালে। তার বছর তিনেক পর আসে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর রান্নার মহাগ্রন্থ ১৯০২ এ। ঠাকুর বাড়ির হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা আজ থেকে প্রায় ১০০ বছর আগে যে আশ্চর্য দক্ষতায় সুচারুভাবে তিনটি খণ্ড জুড়ে রান্নার বিষয়ে লিখেছিলেন তা অভাবনীয়। ঠাকুর বাড়ির আরেকজন মহিয়সী ইন্দিরা দেবী নিজে রান্না করতে না পারলেও ভালো রান্নার সমঝদার ছিলেন। শোনা যায়, বাজার সরকারের লম্বা খাতার ঢংয়ে একটি ডায়েরি বানিয়েছিলেন তিনি। যখনই কোথাও কোনও ভালো রান্না খেতেন তার রেসিপি সংগ্রহ করে লিখে রাখতেন সেই খাতায়। পরবর্তীকালে সেই অমূল্য খাতাটি তিনি দিয়ে যান আরেক গুণবতী কন্যে পূর্ণিমা ঠাকুর''কে। রবীন্দ্রনাথ ও ইন্দিরা দেবী রোজকার ক্ষুন্নিবৃত্তির বাইরে রান্নাও যে একটা শিল্প, সেকথা ভুলে যাই আমরা। অথচ বহু আটপৌড়ে বাঙালি রান্নাই নতুন চেহারা পেয়েছে ঠাকুরবাড়িতে ঢুকে। উপাদানের সামান্য তারতম্য আর রসিকজনোচিত প্রশ্রয়ে জোড়াসাঁকোর হেঁশেলে ঢুকে সাধারণ রান্নাই হয়ে উঠেছে অসাধারণ। রবীন্দ্রনাথ নিজেও প্রবল উতসাহী ছিলেন নিত্যনতুন রেসিপি উদ্ভাবনে। ''ঠাকুরবাড়ির রান্না'' নামের বইটিতে ঠাঁই পেয়েছে জোড়াসাঁকোর হেঁশেলের তেমনই নানা স্বাদের বৈচিত্র্যময় রান্নার বিপুল সম্ভার। রবিঠাকুরের জন্মদিনের প্রাক্কালে আজ যে দুটো রান্নার রেসিপি আমি দেবো, দুটোই লিপিবদ্ধ আছে প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর রান্নার বইটিতে। সেকালের রান্নার স্বাদ-গন্ধ এক রাখতে পরিমাপগুলো একই রেখেছি-

মাটন হট কারি

উপকরণ- মাংস ৫০০ গ্রাম হলুদ ৪ ১/২ ইঞ্চি শুকনো লংকা ৬ টি মাঝারি পেঁয়াজ ২ টি আদা ৬ গ্রাম বড় পেঁয়াজ ১ টি ঘি ৩ চামচ ছোলার ছাতু ১ বড় চামচ নুন ১১/২ চামচ প্রণালী-

হলুদ, লংকা, আদা আর মাঝারি পেঁয়াজ বেটে নিতে হবে। মাংস ধুয়ে রাখো। বড় পেঁয়াজ চাকা কেটে রাখো।

ঘি দিয়ে তাতে বড় পেঁয়াজ দাও। আধা ভাজা হলে পেষা মশলা। ছাতু দাও। প্রায় মিনিট ১০ পরে জল টেনে আসলে জলের ছিটা দিয়ে আরও খানিকক্ষণ কষাতে হবে। এবার মাংস ছেড়ে কষো। আরও মিনিট পাঁচ ভাজো। তারপর প্রায় ৪ কাপ জল দিয়ে ঢাকা দাও। আবার মিনিট দশ পরে ফুটে উঠলে, হাঁড়ি দমে বসাতে হবে প্রায় ৪৫ মিনিট। দমে আস্তে আস্তে রান্না হবে, সুসিদ্ধ হবে মাংস।

সহজ জেলি

উপকরণ- জল ২ কাপ জেলি পাউডার ৪ চামচ চিনি ১/৪ কাপ কমলার রস ৩/৪ কাপ ফলের টুকরো পছন্দের মতো প্রণালী-

জেলি পাওডার ভিজিয়ে রাখো। হাঁড়িতে জেলি র মিক্স আর চিনি দাও। মিনিট দশ ফুটে উঠলে কমলার রস মিক্স করবে। ওপরে ফেনা আসবে, ভালো করে ফুটে গেলে, ছাঁকনিতে ছেঁকে নেবে, তারপর কেকের মোল্ড-এ ঢেলে দাও। ফলের টুকরো মেশাও, ফ্রিজে রাখো। ৪-৫ ঘণ্টা পর খাবে। শমিতা হালদার, গুরগাঁও-এর বাসিন্দা, সাহিত্য নিয়ে পড়াশোনা করেও পেশায় একজন অনলাইন কুকিং ট্রেনার এবং হোম শেফ। যুক্ত আছেন রান্না সংক্রান্ত একাধিক ব্লগের সঙ্গে। বর্তমানে সারা দেশে এবং পৃথিবীর নানান প্রান্তে ছড়িয়ে আছে তাঁর ছাত্রছাত্রী। রান্না ছাড়াও দুস্থ বাচ্চা এবং মহিলাদের নিয়ে কাজ করেন। কোভিড আবহে সমাজকল্যাণমূলক নানা কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। ব্যক্তিগুগত উদ্যোগে কোভিড পেশেন্টদের পরিবারে পাঠাচ্ছেন বেসিক মিল।

শ্যাম্পু ব্যবহারে সুগন্ধময় কেশ

বেশ পরিপাটি হয়ে মাথা ঢেকে বের হলেও এই ঋতুতে ঘামের কারণে চুলের গোড়া ভিজে থাকে। আবার হঠাৎ বৃষ্টির কারণে চুলে লেগে থাকা পানি শুকাতেও সময় নেয়। ফলাফল মাথায় গন্ধ হওয়া আর চুলের বারোটা বাজা।

মাথার ত্বক ঠিক মতো পরিষ্কার না করলে, চুলে শুধু বাজে গন্ধই হয় না, সঙ্গে দেখা দিতে পারে খুশকি বা হতে পারে ফাঙ্গাসের আক্রমণ। তাছাড়া হিজাব ব্যবহার করলে চুল দূষণ ও ধুলাবালি থেকে রক্ষা পেলেও, মাথার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে ঘাম ও মাথার ত্বক থেকে অতিরিক্ত তেল বা সেবাম নিঃসরণের কারণে চুলকানি ও দুর্গন্ধ দেখা দেয়।

তাই বাতাস চলাচল করতে পারে এরকম কাপড় দিয়ে মাথা ঢেকে রাখা উচিত। পাশাপাশি প্রতিদিন পরিষ্কার হিজাব ব্যবহার করতে হবে। মাথার ত্বক পরিষ্কার রাখা, খুশকি দূর করা চুল স্বাস্থ্যোজ্জ্বল ও সুগন্ধময় কেশের জন্য একক সমাধান হিসেবে ব্যবহার করা যায় 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পু।

এতে থাকা বিভিন্ন উপাদান ময়লা ভালো মতো পরিষ্কার করে। খুশকির সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। আর এর সুগন্ধ কেশ দুর্গন্ধ মুক্ত রাখতে সাহায্য করে।

আর শ্যাম্পু করার সময়, আগে ও পরে যদি কিছু নিয়ম মেনে চলা হয় তবে শ্যাম্পুর পুরো উপকারটা পাওয়া যায়।

স্টিম করা: মুখে স্টিম নিলে গভীর থেকে যেমন তেল ময়লা বেরিয়ে আসে, চুলের বেলাতেও তাই। স্টিম নিলে চুলের গোড়ায় জমে থাকা সেবাম, খুশকি ও ময়লা আলগা হয়ে উঠে আসে। এজন্য একটা তোয়ালে গরম পানিতে ডুবিয়ে নিংড়ে মাথায় জড়িয়ে রাখতে হবে ২০ মিনিট। তারপর শ্যাম্পু করতে হবে।

মালিশ: শ্যাম্পু করার আগে চুলের গোড়ায় আঙুল দিয়ে কয়েক মিনিট মালিশ করে নিলে ময়লাগুলো আলগা হয়ে উঠে আসবে, দুর্বল চুলও উঠে যাবে।

ঠাণ্ডা পানিতে শ্যাম্পু: গরম পানি চুলের স্বাভাবিক তেল নষ্ট করে। ফলে রুক্ষ হয়ে যায় চুল। অন্যদিকে ঠাণ্ডা পানি চুলের আর্দ্রতা ধরে রাখতে সাহায্য করে। তাই সবসময় ঠাণ্ডা বা কুসুম গরম পানি মাথায় ঢালতে হবে। ফলে শ্যাম্পু করার পর চুল অনেক বেশি উজ্জ্বল আর চকচকে দেখাবে।

শ্যাম্পুর উপাদান: প্যারাবেন বা সালফেট মুক্ত শ্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। এই দুই রাসায়নিক মাথার ত্বকে প্রদাহ বা অ্যালার্জির কারণ হয়ে উঠতে পারে, তা ছাড়া ক্যান্সারের কারণ হিসেবেও এই দুটি রাসায়নিককে চিহ্নিত করা হয়েছে। 'ক্লিয়ার হিজাব পিওর' শ্যাম্পুতে এই দুই উপাদান নেই।

শ্যাম্পু লাগাতে হবে মাথার ত্বকে: অর্থাৎ প্রথমে চুলে নয় আগে 'স্ক্যাল্প' বা চুলের গোড়ায় শ্যাম্পু মাখাতে হবে। চুলে শ্যাম্পু লাগানোর সঙ্গে সঙ্গেই এর স্বাভাবিক তেলের আস্তরণটি নষ্ট হয়ে যায়, চুল রুক্ষ বিবর্ণ হয়ে পড়ে। তাই শ্যাম্পু শুধুমাত্র স্ক্যাল্পেই লাগাতে হয়। ভালো করে ঘষে ফেনা করে নিতে হবে। সেই ফেনাই বাকি চুলে লেগে চুল পরিষ্কার রাখবে। শ্যাম্পুর সময় হালকা মাসাজ করুন: শ্যাম্পুতে ফেনা তোলার জন্য আঙুলের ডগা দিয়ে চুলের গোড়ায়, মাথার তালুতে কোমলভাবে মালিশ করুন। স্ক্যাল্পে জমে যাওয়া ময়লা উঠে আসবে। তাছাড়া মালিশের ফলে চুলের গোড়ায় রক্ত সঞ্চালন হবে, ফলে চুলের গোছও ভালো থাকবে।

অনেকক্ষণ ধরে শ্যাম্পু না করা: ভেজা অবস্থায় চুল খুব স্পর্শকাতর অবস্থায় থাকে, সামান্য এদিক ওদিক হলেই তা ভেঙে ঝরে যেতে পারে। তাই বেশিক্ষণ ধরে শ্যাম্পু করলে চুল দুর্বল হয়ে যায়। চুল ভেজানোর পর ১৫ মিনিটের মধ্যে শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনিং, দুটোই সেরে ফেলতে হবে।

নিমাতিঘাটের ফেরি দুর্ঘটনায় দায়ী বিজেপি সরকার
সুস্মিতা দল ছাড়লেও ক্ষতি হবে না কংগ্রেসের : ভূপেন

হাইলাকান্দি (অসম), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : নিমাতিঘাটে নৌকা দুর্ঘটনার জন্য দায়ী বিজেপি সরকার। এই সরকার লাইফজ্যাকেট নিয়ে ঠিকাদারি করছে। ফলে এতবড় দুর্ঘটনা। হিমন্তবিশ্ব শর্মার নেতৃত্বে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে এমন বিষোদ্গার শুক্রবার বিকেলে হাইলিকান্দিতে করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন কুমার বরা।

একদিনের দলীয় সফরে এসে আজ বিকেলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে ভূপেন বরা বলেন, মাজুলির নিমাতিঘাটে নৌকোডুবির জন্য পুরোপুরি দায়ী বিজেপি সরকার। যাত্রীদের জন্য সুইমিং কিট ও লাইফজ্যাকেট থাকলে এমন ঘটনা হত না। তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, লাইফজ্যাকেট ও সুইমিং কিট নিয়ে বিজেপি সরকার ঠিকাদারি করছে। এ সব গুদামে রেখে ঠিকাদারদের সুবিধার্থে ব্যবহৃত করা হচ্ছে। ফলে লাইফজ্যাকেট ও সুইমিং কিট থাকলে এতগুলো (?) মানুষের প্রাণ যেত না, মন্তব্য করে তিনি আরও বলেন, উত্তর গুয়াহাটিতে ব্রহ্মপুত্র নদে নৌকা দুর্ঘটনার সময় বিক্রমাদিত্য চৌধুরী নামে যে আধিকারিক (ইঞ্জিনিয়ার) ছিলেন, সেই আধিকারিকই নিমাতিঘাটে নিয়োজিত ছিলেন। ফলে এই আধিকারিক কার ঘনিষ্ঠ, কে তাঁকে সেখানে নিয়োগ করেছে এটা জলের মতো পরিষ্কার।

শিলচরের প্রাক্তন সাংসদ তথা সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস সভানেত্রী সুস্মিতা দেব কংগ্রেস ত্যাগ করলেও দলের কোনও ক্ষতি হবে না। সাংবাদিকদের দৃঢ়তার সঙ্গে এই দাবি করে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ভূপেন কুমার বরা বলেন, একসময় ইন্দিরা গান্ধীও কংগ্রেসের নেত্রী ছিলেন। রাজীব গান্ধী নেতা ছিলেন। তরুণ গগৈ, হিতেশ্বর শইকিয়া, সন্তোষমোহন দেব সবই দলের তাবড় তাবড় নেতা ছিলেন। এখন তাঁরা নেই। কিন্তু দল তো রয়েছে। দল থাকবে। সুস্মিতা দেব এবং দাইওয়ান হোসেন কংগ্রেস দল ছেড়ে দিলেও কোনও ক্ষতি হবে না। দল থাকবে, চলবেও। দল এখন অনেকটাই শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ। এ কথা শুনিয়ে ভূপেন বরা বলেন, এআইইউডিএফ দলের সঙ্গে মহাজোট ভেঙে যাওয়ার পর দল আরও শক্তিশালী হয়েছে। হাইলাকান্দি জেলায়ও দলের নেতা কর্মীরা যে ঐক্যবদ্ধ তা তিনি এখানে এসে বিলক্ষণ বুঝতে পেরেছেন বলে জানিয়েছেন দিয়েছেন। সুস্মিতা দেব প্রসঙ্গে নিজেকে উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, তিনি দলে না থাকলেও দল থাকবে। কংগ্রেসকে মহাবাহু ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গে তুলনা করে ভূপেন বরা বলেন, কংগ্রেস মহাবাহুর মতোই বিশাল। ফলে কেউই দল ছেড়ে দিলে এত কিছু যায় আসে না।

সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন তৃণমূল কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দরা। ছবি- নিজস্ব।

আমিও কাশ্মীরি পণ্ডিত, জম্মুতে গিয়ে দাবি রাহুল গান্ধীর

শ্রীনগর, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ফের হিন্দুত্বের বুলি আওরাতে শুরু করলেন প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। জম্মুতে গিয়ে রাহুল দাবি করলেন, তিনি কাশ্মীরি পণ্ডিত। দুয়েকের জম্মু সফরে শুক্রবার একথা বলেন রাহুল গান্ধী। সামনে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড-সহ পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন। তাঁর আগে এই মুহূর্তে দিন দুয়েকের জম্মু সফরে রয়েছেন কংগ্রেস নেতা। সেখানেই কংগ্রেসের এক কর্মিসভায় তিনি বলেন,"এখানে এলে আমার মনে হয় নিজের ঘরেই এসেছি। জম্মু ও কাশ্মীরের সঙ্গে আমার পরিবারের দীর্ঘ সম্পর্ক।" এরপরই কংগ্রেস নেতা বলেন, "আমি এবং আমার পরিবার কাশ্মীরি পণ্ডিত। আজ সকালে কাশ্মীরি পণ্ডিতদের একটি প্রতিনিধি দল আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। ওঁরাই আমাকে বলেছেন, কংগ্রেস আমলে আমাদের জন্য অনেক উন্নয়নমূলক কাজ হয়েছে। বিজেপিই আমাদের জন্য কিছু করেনি।" কংগ্রেস নেতার অভিযোগ, কাশ্মীরবাসীর মধ্যে একটা আলাদা ভ্রাতৃত্ববোধ আছে। যা বিজেপি এবং আরএসএস মিলে ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে।"

গত দুমাসে এই নিয়ে দুবার জম্মু গেলেন রাহুল। এর আগের বার উপত্যকায় এক কর্মিসভায় কংগ্রেস সাংসদ দাবি করেন, "দিল্লিতে বাস করার আগে আমার পরিবারও কাশ্মীরে থাকত। সেদিক থেকে দেখতে গেলে আমার মধ্যেও কাশ্মীরিয়ত আছে। আমি আপনাদের বুঝি। আপনাদের চিন্তা-ভাবনা বুঝি। আমরা কাশ্মীরবাসীর সঙ্গে সম্মানের সম্পর্ক চাই। আমি চাই কাশ্মীর দ্রুত রাজ্যের মর্যাদা ফিরে পাক। এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া অর্থাৎ নির্বাচন শুরু হোক।"

প্রসঙ্গত, এর আগে ২০১৯ লোকসভা নির্বাচনের আগে রীতিমত টেম্পল রান শুরু করেছিলেন তৎকালীন কংগ্রেস সভাপতি রাহুল গান্ধী। নিজের 'গোত্র' প্রকাশ করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন মন্দিরে মন্দিরে গিয়ে পুজো দেওয়া, সেসময় সবই করতে দেখা যায় তাঁকে। সামনে উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড-সহ পাঁচ রাজ্যের নির্বাচন। তার আগে রাহুল গান্ধীর এই মন্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

উত্তরপ্রদেশে নির্বাচনী প্রচারে উসকানিমূলক মন্তব্য, ওয়েইসির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের

লখনউ, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : এক গুচ্ছ অভিযোগে এফআইআর দায়ের হল এআইএমআইএম সুপ্রিমো আসাদুদ্দিন ওয়েইসির বিরুদ্ধে। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার কাটরা চন্দনায় এক জনসভায় দলের হয়ে প্রচার করার সময়ই ওয়েইসি সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক কথাবার্তা বলেন। শুধু তাই নয়, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্যের অভিযোগ উঠেছে। সেই সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে ওই জনসভায় করোনা বিধি ভাঙার অভিযোগও আনা হয়েছনআগামী বছর উত্তরপ্রদেশের নির্বাচন।

এবিষয়ে বারাবাঁকির পুলিশ সুপারিটেন্ডেন্ট যমুনা প্রসাদ বলেন, "ওঁর ভাষণে সাম্প্রদায়িক উসকানি ছিল। উনি দাবি করেছেন, ১০০ বছরের পুরনো রাম সানেহি ঘাটের মসজিদ ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এমনকী ধ্বংসস্তূপও সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এটা সত্যের বিকৃতি। এই ধরনের মন্তব্য করে তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করার চেষ্টা করেছেন ও একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের ভাবাবেগে আঘাত দিতে চেয়েছেন। এছাড়াও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বিরুদ্ধে অশালীন মন্তব্য করেছেন ওয়েইসি।"

এরই পাশাপাশি ওয়েইসির বিরুদ্ধে অভিযোগ, তাঁর সভায় সামাজিক দূরত্বের কোনও বালাই ছিল না। তিনি নিজে এবং অন্যদেরও সেভাবে মাস্ক পরতে দেখা যায়নি। ২০২২ সালের উত্তরপ্রদেশ নির্বাচনের কাউন্টডাউন কার্যত শুরু হয়েই গিয়েছে। বিজেপি, কংগ্রেস কিংবা সমাজবাদী পার্টির পাশাপাশি ওয়েইসির দলও ঝাঁপিয়েছে ভোট প্রচারে। আসন্ন নির্বাচনে ওয়েইসির দল ১০০টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সেজন্যই তিনদিনের প্রচারে রাজ্যে এসেছিলেন ওয়েইসি। এদিনের সভায় ওয়েইসি 'রণং দেহি' মূর্তি ধারণ করতে দেখা যায় তাকে। তিনি অভিযোগ করেন, নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই দেশকে 'হিন্দু রাষ্ট্র' হিসেবে গড়ে তুলতে চাইছেন। কেন্দ্রের তিন তালাক বিরোধী আইন প্রসঙ্গে ওয়েইসির খোঁচা, "বিজেপি নেতারা মুসলিম মহিলাদের বিরুদ্ধে হওয়া অবিচারের কথা বলেছেন তিন তালাক প্রসঙ্গে। কিন্তু দেশের হিন্দু মহিলাদের দুর্দশা সম্পর্কে তাঁরা পুরোপুরি নীরব।" এরপরই তিনি বলেন, "আমার বউদি (প্রধানমন্ত্রীর স্ত্রী) একা গুজরাটে থাকেন। তাঁর বিষয়ে কোনও উত্তর নেই কারও কাছে।" ওয়েইসির এই ধরনের মন্তব্যের বিরুদ্ধেই অবমাননামূলক মন্তব্যের অভিযোগ আনা হয়েছে।---হিন্দুস্থান সমাচার/ কাকলি

শনিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারদাধাম ভবনের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শনিবার ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে সারদাধাম ভবনের উদ্বোধন করবেন এবং সারদারধামের দ্বিতীয় ভাগে মেয়ের জন্য ছাত্রাবাস নির্মাণের ভূমি পূজাও করবেন। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, সারদাধাম সমাজের দুর্বল শ্রেণীর শিক্ষাগত ও সামাজিক উন্নয়ন এবং অগ্রগতির দিকে কাজ করে যাচ্ছে। এর পাশাপাশি এটি তরুণদের কর্মসংস্থানের সুযোগও দিচ্ছে। সারদাধাম আহমেদাবাদে অবস্থিত, যেখানে শিক্ষার্থীদের আধুনিক ও চমৎকার সুযোগ -সুবিধা প্রদান করা হয়। মেয়ের ছাত্রাবাসে দুই হাজার মেয়েরা ছাত্রাবাসের সুবিধা পাবেন। অর্থনৈতিক মান নির্বিশেষে সকল মেয়েদের জন্য এই সুবিধা পাওয়া যাবে। গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রীও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন।

পঞ্জশিরে তালিবানের হাতে খুন আমরুল্লা সালেহর দাদা

কাবুল, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : আফগানিস্তানে তালিবান বিরোধী বিদ্রোহীদের ঘাঁটি দখল করে স্বঘোষিত 'কার্যনির্বাহী প্রেসিডেন্ট' আমরুল্লা সালেহর দাদা রুহুল্লা সালেহকে খুন করেছে তালিবান।তালিবানের দাবি, তারা আমরুল্লা সালেহর গোপন ডেরার লাইব্রেরি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। সেখানেই লড়াইয়ে নিহত হয়েছেন রুহুল্লা সালেহ। আহমেদ মাসুদের একটি অস্ত্রাগারও দখল করা হয়েছে বলে দাবি করেছে জেহাদিরা। বলে রাখা ভাল, প্রায় মাসখানেকের লড়াইয়ের পর গত সোমবার বা ৬ সেপ্টেম্বর পঞ্জশির দখল করার কথা ঘোষণা করে তালিবান। শুধু তাই নয়, তালিবানের দাবি, পঞ্জশিরে প্রতিরোধ বাহিনীর অন্যতম নেতা আহমেদ মাসুদের বাড়িরও দখল নিয়েছে তারা। সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ছবিও ভাইরাল হয়েছে। তালিবানের মুখপাত্র জাবিউল্লা মুজাহিদ দাবি করে, "আফগানিস্তানের শেষ প্রদেশ হিসাবে পঞ্জশির এখন আমাদের দখলে। গোটা আফগানিস্তানেরই দখল নিয়েছে তালিবান।"

যদিও এই দাবির পাল্টা উত্তরের জোট জানিয়েছে, মিথ্যা দাবি করছে তালিবান। 'ন্যাশনাল রেজিস্ট্যান্স ফোর্স অফ আফগানিস্তান'-এর টুইট করে দাবি করে, 'তালিবানের পঞ্জশির দখলের দাবি মিথ্যা। এখনও সেখানে প্রতিরোধ বাহিনী রয়েছে। আমরা লড়াই করছি। আমরা আফগানদের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যত দিন না স্বাধীনতা ও নিজেদের অধিকার ফিরে পাব ততদিন লড়াই চলবে।'এহেন ডামাডোলে খবর পাওয়া যায় যে পাক বিমানবাহিনীর এবং তালিবানের হামলায় পঞ্জশির উপত্যকার জনবসতিগুলি হাতছাড়া হয়েছে আহমেদ মাসুদ ও সালেহর বিদ্রোহী বাহিনীর। তবে তাজিক যোদ্ধারা হিন্দুকুশের দুর্গম পাহাড়ি এলাকা নিয়ন্ত্রণে রেখেছেন বলে খবর। সেখান থেকে তালিবান বাহিনীর বিরুদ্ধে দীর্ঘকালীন গেরিলা যুদ্ধও চালাতে পারেন তিনি। একই রণকৌশলে আশির দশকে সোভিয়েত সেনার মোকাবিলা করেছিলেন 'সিনিয়র মাসুদ'।—হিন্দুস্থান সমাচার/

প্রতিবাদে নেতৃত্ব দিলে জব্দ করার চেষ্টা চলছে , মইদুলের বাড়িতে পুলিশি হানায় প্রতিক্রিয়া দিলীপের

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : শিক্ষকদের যেভাবে বদলি করা হয়েছে তাঁরা কষ্টের মধ্যে আছেন। প্রতিবাদে যাঁরা নেতৃত্ব দিচ্ছেন, তাঁদেরকে জব্দ করার চেষ্টা চলছে। শিক্ষক ঐক্য মুক্তমঞ্চের সম্পাদক মইদুল ইসলামের শ্বশুরবাড়িতে গত রাতে পুলিশি হানা নিয়ে মন্তব্য করলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। শিক্ষক আন্দোলনের নেতা ও শিক্ষক ঐক্য মুক্তমঞ্চের সম্পাদক মইদুল ইসলামকে ঘিরে রাতভর নাটক হয়। গতকাল রাত ১১টা নাগাদ বেলেঘাটায় মইদুলের শ্বশুরবাড়ি থেকে তাঁকে গ্রেফতার করতে যায় বিধাননগর নর্থ ও বেলেঘাটা থানার পুলিশ ।শিক্ষক নেতার সঙ্গে পুলিশের তুমুল বাগবিতণ্ডা হয়। শেষপর্যন্ত তাঁকে গ্রেফতার না করেই ফিরে যান পুলিশ কর্তারা। শিক্ষক নেতার শ্বশুরবাড়ির সামনে পুলিশ মোতায়েন করা হয়। শুক্রবার নিউটাউন ইকোপার্কে প্রাতঃভ্রমনে আসেন দিলীপ ঘোষ। সেখানেই সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন। এই নিয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতির প্রতিক্রিয়া, বলার কিছু নেই। এই সরকার যে ধরনের স্বেচ্ছাচারী মনোভাব নিয়ে কাজ করছে কারও কথা শুনতে রাজি নয়। তিনি বলেন, কর্মচারীরা বঞ্চিত সবদিক দিয়ে। তাঁরা বিক্ষোভ আন্দোলনের মাধ্যমে নিজের বক্তব্য তুলে ধরেছেন। একই আন্দোলন বিশ্বভারতীতে হলে এই সরকার সমর্থন করছে। শিক্ষক, কর্মচারী আর পুলিশের লোকেরা যদি আন্দোলন করে নিজের অধিকারের জন্য তখন তাদের বদলি করা হচ্ছে ভয় দেখানো হচ্ছে। পুলিশ দিয়ে তুলে আনা হচ্ছে।

কালীবাড়িতে চলছে গণেশ পুজো

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): শুক্রবার গণেশ আরাধনায় মেতেছে শহরবাসী। করোনা আবহের মাঝেই হয় গণেশ পুজো। করোনা আবহে লেক কালীবাড়িতেও চলে গণেশ পুজো। প্রতিনিয়ত আতঙ্ক দিচ্ছে অদৃশ্য ভাইরাস করোনা। একটা বছর পেরিয়ে গেলেও পরিবর্তন হয়নি পরিস্থিতির। তারই মাঝে এসে গিয়েছে দুর্গা পুজো। তবে, দুর্গা পুজোর আগে যে পুজো আসে তা হল গণেশ পুজো। আর আজ গণেশ পুজোয় লেক কালীবাড়িতেও চলছে গণেশ আরাধনা। চলতি বছর ১১ বছরে পা দিল লেক কালীবাড়ির পুজো। করোনা আবহে যাবতীয় সতর্কতা মেনেই গণেশ চতুর্থী পালন হচ্ছে। দর্শনার্থীরা করোনা বিধি মেনে দেয় পুজো।

ভিস্টাডোমে ডুয়ার্স সফরে বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার

মাদারিহাট, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের মাদারিহাট স্টেশন থেকে ভিস্টাডোমে সফর করলেন বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার তৌফিক হাসান। শুক্রবার এই সফর করেন তিনি।জানা গেছে, বৃহস্পতিবার রাতে মাদারিহাটের হলং বন বাংলোতে রাত্রিযাপন করেন বাংলাদেশের ডেপুটি হাইকমিশনার তৌফিক হাসান। শুক্রবার এখান থেকে ভিস্টাডোমে রাজাভাতখাওয়া হয়ে জয়ন্তী যান তিনি। এদিন তৌফিক হাসানকে সংবর্ধনা জানান অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অফ টুরিজমের সেন্ট্রাল ডুয়ার্স শাখার সম্পাদক বিশ্বজিৎ সাহা। হিন্দুস্থান

পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ২৬,৫৮০, সক্রিয় রোগী ৯১,৪৪০

ইসলামাবাদ, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): পাকিস্তানে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে থাকলেও, প্রতিদিনই দীর্ঘায়িত হচ্ছে করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৬৮৯ জন। বৃহস্পতিবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ৮৩ জনের। ৮৩ জনের মৃত্যুর পর পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৬,৫৮০ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,১৯৭, ৮৮৭ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১,০৭৯,৮৬৭ জন।

শুক্রবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩,৬৮৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ৮৩ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,১৯৭,৮৮৭। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৯১,৪৪০। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট বেড়ে ৬.০৩ শতাংশে পৌঁছেছে। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বাড়িতে ঢুকে যুবককে গুলি দুষ্কৃতীদের, বাঁশদ্রোণীতে চাঞ্চল্য

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : বাড়িতে ঢুকে যুবকের উপর গুলি চালাল একদল দুষ্কৃতী। ঘটনাটি ঘটেছে সোনালি পার্কে। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার রাত এগারো নাগাদ শুভ ঘোষ নামের এক ব্যক্তি সহ মোট চারজন সোনালি পার্কের ওই বাড়িতে চড়াও হয়। তারা সকলেই নান্টি গ্যাংয়ের সদস্য বলেই অভিযোগে জানা গিয়েছে। প্রদীপ দেবনাথ (৩৪) নামের এক ব্যক্তিকে তাক করেই গুলি চালানো হলেও বুলেটটি অভিষেক মুখোপাধ্যায় নামের এক ব্যক্তির গায়ে লাগে। তিনি প্রদীপের বাড়িতে থাকছিলেন। ব্যক্তিকে নিয়ে যাওয়া হয় এসএসকেএম হাসপাতালে। পুলিশ সূত্রে খবর, প্রদীপের সঙ্গে পূর্ব বচসার জেরেই এদিন তাঁর উপর আক্রমণ চালানোর ঘটনা ঘটে। বাঁশদ্রোনী থানায় অভিযোগ রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭, ৩২৬, ৩৪ ধারা এবং অস্ত্র আইনের ২৫ ও ২৭ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে অভিযুক্তদের খুঁজছে পুলিশ। খাস কলকাতায় এহেন ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

কোনও ব্যক্তি নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে শুধু লড়াই : প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ভবানীপুর বিধানসভা উপ-নির্বাচনে তাঁকে প্রার্থী করেছে বিজেপি, প্রার্থী হওয়ার পর প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়াল জানালেন, কোনও ব্যক্তি নয়, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই। ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা শুক্রবার বলেছেন, 'পশ্চিমবঙ্গের জনগণকে বাঁচানোর লড়াই এটা। তবে, একটি বিশেষ ব্যক্তির (মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) বিরুদ্ধেও লড়াই, যিনি রাজ্যে ভোট-পরবর্তী হিংসার সময় চুপ করেছিলেন।'

ভবানীপুর বিধানসভা উপ-নির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে প্রিয়াঙ্কা টিবরেওয়ালকে প্রার্থী করেছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। ভবানীপুর আসনে এবার ত্রিমুখী লড়াই, লড়াই হবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি প্রার্থী প্রিয়াঙ্কা ও সিপিআই (এম) প্রার্থী শ্রীজীব বিশ্বাসের মধ্যে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর এই আসনে ভোট।

৩০ সেপ্টেম্বর অবধি পঞ্জাবে বাড়ল বিধিনিষেধ মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক

অমৃতসর, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উৎসবের মরশুমের কথা মাথায় রেখে পঞ্জাবে কোভিড বিধিনিষেধ ফের বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিলেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ক্যাপ্টেন অমরিন্দর সিং। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পঞ্জাবে বাড়ানো হয়েছে কোভিড বিধিনিষেধ। পাশাপাশি ফেস মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতেও অনুরোধ করা হয়েছে। পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রীর দফতর থেকে শুক্রবার জানানো হয়েছে, আগামী ৩০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পঞ্জাবে বাড়ানো হয়েছে কোভিড বিধিনিষেধ। রাজনৈতিক-সহ সমস্ত সমাবেশে ৩০০-র বেশি জমায়েত করা যাবে না। মাস্ক পরা বাধ্যতামূলক, সামাজিক দূরত্ব মেনে চলতেও অনুরোধ করা হচ্ছে।

সীমান্তে রয়েছে একাধিক "সেফ হোম" পাচারের জন্য লুকিয়ে রাখা হচ্ছে বাংলাদেশি যুবতীদের

নদিয়া, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : চারদিকে ঘন পাট খেত। যতদূর চোখ যায়, শুধুই সবুজ কৃষিজমি। মাঝখান দিয়ে গিয়েছে সীমান্তের বেড়াজাল। তার পূর্বদিকে বাংলাদেশ, পশ্চিম ভারত। অনেক জায়গায় কাঁটাতার নেই, কোথাও আবার নদীপথ। জনমানবহীন বর্ডার লাগোয়া নির্জন এলাকা। অথচ মাঝেমধ্যেই চোখে পড়ে দু"একটি ছোট টিনের ঘর।নারী পাচারকারী কিংবা চোরাকারবারীদের কাছে ওই ঘর সেফ হোম হিসেবে পরিচিত। সেখানে পাচারের জন্য বাংলাদেশি যুবতীদের লুকিয়ে রাখা হয়। বাংলাদেশ লাগোয়া এরাজ্যের নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি একাধিক জেলার সীমান্তবর্তী বেশকিছু এলাকা রয়েছে। সেখানে বছরের পর বছর ওই সেফ হোমেই সীমান্তের অপরাধের আঁতুড়ঘরে পরিণত হয়ে উঠেছে।

গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, বাংলাদেশের যুবতীদের চোরাপথে এরাজ্যে এনে ওই সেফ হোমে প্রথমে রাখা হয়। পরে সুযোগ বুঝে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর নজর এড়িয়ে তাদের হাতবদল করা হয়। এই দেশের বিভিন্ন রাজ্যে অন্ধকার জগতে মোটা টাকায় তাদের বিক্রি করা হয়। কয়েক বছর আগে পাচার হওয়া বাংলাদেশি যুবতীদের অনেকেই সম্প্রতি চোরাপথে নিজেদের দেশে ফিরে গিয়েছে। তারপরই সেদেশের পুলিশের কাছে তারা নারী পাচার চক্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ জানায়। এভাবেই সীমান্তের সেফ হোমের বিষয়টি জানতে পারেন গোয়েন্দারা। তবে সেফ হোম যে শুধু এদেশে রয়েছে তা নয়। ওই দেশেও সীমান্তবর্তী এলাকায় এমন অনেকে হোমের খোঁজ পেয়েছেন গোয়েন্দারা। পাচার আটকাতে বর্তমানে দু"দেশের গোয়েন্দারা তৎপর হয়েছেন। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের এক কর্তা বলেন, সবরকম পাচার আটকাতে সীমান্তরক্ষী বাহিনী তৎপরতার সঙ্গে ব্যবস্থা নিচ্ছে। পাশাপাশি নারী পাচার কিংবা মানবপাচার রোধে বিএসএফের অ্যান্টি হিউম্যান ট্রাফিকিং ইউনিট আগের তুলনায় অনেক বেশি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। ফলে মাঝেমধ্যেই নারী পাচার চক্রের সঙ্গে যুক্ত অপরাধীদের আমরা হাতেনাতে ধরে ফেলেছি। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে বেশকিছু তথ্য মিলছে। পরবর্তীতে যা অপরাধ দমনে কাজে সাহায্য করেছে। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত নারী পাচার চক্রের পিছনে দু দেশের একাধিক গ্যাং কাজ করছে। তারা বিভিন্ন সময়ে বাংলাদেশী যুবতীদের অভিনয় জগতে কাজের প্রলোভন দিয়ে এদেশে নিয়ে আসছে। এছাড়াও ফেসবুক বা সোশ্যাল সাইটে বন্ধুত্ব করে সীমান্ত ঘুরে দেখানো কিংবা নির্জন এলাকায় ফোটোশুটের নামেও পাচারের নতুন ফাঁদ পাতা হচ্ছে। কাজ হাসিল করতে তারা বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে যায়। প্রথমে যুবতীদের রাজি করিয়ে সীমান্তে নিয়ে আসা হয়। এরপর বিএসএফ বা বিজিবির ভয় দেখিয়ে সেফ হোমে আশ্রয় নিতে বাধ্য করা হয়। কখনও আবার সন্ধ্যা নেমে গিয়েছে, বাড়ি ফেরা সম্ভব নয় প্রভৃতি অজুহাতে যুবতীদের হাত বদল করে এদেশে আনা হয়। অনেক সময় পাচার হয়ে যাওয়া যুবতীরা জানতেও পারে না তাঁরা ভারতীয় সীমানায় প্রবেশ করেছেন। এমনকী এক একজন যুবতীকে পাচারের জন্য ফাঁদে ফেলার পরিকল্পনা থেকে অপারেশন সফল করতে তিন - চার মাসও সময়ও লাগে। নদিয়া জেলার পূর্বদিকে মোট ১৬৬.৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্য রয়েছে ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমানা। তারমধ্যে ১৪৩.৪ কিলোমিটার কাঁটাতারের বেড়া আছে। কিন্তু ২০.৫ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। তার মধ্যে প্রায় ৫ কিলোমিটার রয়েছে আবার নদীপথ। তাই স্বাভাবিক কারণেই ওই সমস্ত এলাকা পাচারকারীদের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে। তবে মাঝেমধ্যেই অপরাধীরা বিএসএফের হাতে ধরা পড়ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/

প্রেসিডেন্সি জেলের সামনে থেকে গ্রেফতার ২৬ দুষ্কৃতী

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.): ফের খাস কলকাতায় দুষ্কৃতী হানা। শুক্রবার গণেশ পুজোর শুভলগ্নে হাতে নাতে পাকড়াও দুষ্কৃতী। প্রেসিডেন্সি জেলের সামনে থেকে গ্রেফতার ২৬ দুষ্কৃতী।

একদিকে শুক্রবার মনোনয়ন জমা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর ঠিক তখনই অভিযোগ উঠেছে এদিন ফিল্মি কায়দায় হামলার ছক কষেছিল বেশ কিছু দুষ্কৃতী। কসবা এলাকার কুখ্যাত দুষ্কৃতী জামিনে মুক্ত মুন্না পাণ্ডের উপর হামলার ছক কষে দুষ্কৃতীরা। জেল থেকে বেরোতেই খুনের ছক মুন্নার বিপক্ষ শিবিরের। এদিন প্রেসিডেন্সি জেলের সামনে থেকে গ্রেফতার হয় ২৬ জন সশস্ত্র দুষ্কৃতীকে। এই দুষ্কৃতীদের সাথে আর কারা জড়িত তদন্তে কলকাতা পুলিশ।

ত্রিপুরা ডিস্ট্রিবিউশন এসোসিয়েশনের উদ্যোগে গণেশ পুজা উপলক্ষে জনগণের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করা হয়। ছবি নিজস্ব।

সাব্রুম মনুবাজার বাজার এলাকায় তামাক বিরোধী অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ সেপ্টেম্বর।। আজ দক্ষিণ জেলার টোবাকো কন্টোল সেলের তত্ত্বাবধানে সাব্রুম মনুবাজার বাজার এলাকায় এক তামাক বিরোধী অভিযান করা হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর এবং মনুবাজার পুলিশ ফাঁড়ির যৌথ অভিযানে তামাক আইন লঙ্ঘনের জন্য আট জন দোকানদার কে জরিমানা করা হয়। জরিমানা হিসেবে ৫৫০ টাকা আদায় করা হয়। তাদেরকে তামাক আইনের ৬(খ) ধারাতে জরিমানা করা হয়। জনগনকে তামাক আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং তামাকের হানিকারক দিকগুলো সম্পর্কে অবগত করায় এই অভিযানের মূল লক্ষ্য বলে জানান মুখ্য স্বাস্থ্য অধিকারী ডক্টর জগদীশ চন্দ্র নম। অভিযানে ডাঃ অলক দাস, ডাঃ ভানুশ্রী চৌধুরী, কনসালটেন্ট অরিজিৎ দাস, কমিউনিটি হেলথ অফিসার তাপস পাল, রাজেশ বনিক উপস্থিত ছিলেন। তবে ঐদিন জনসমক্ষে ধূমপান করার জন্য কাউকে জরিমানা করা হয়নি যা এরকম অভিযানের ক্ষেত্রে ইতিবাচক এবং আগামী দিনে এরকম অভিযান চলতে থাকবে।

বগাফায় গণেশ পুজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১০ সেপ্টেম্বর।। বিধায়কের হাতধরে শুভ সূচনা হলো শান্তির বাজার বগাফা রোডের গনেশ পূজার। শান্তির বাজার বগাফা রোডের কিছু সংখ্যক ব্যাবসায়ীদের উদ্দ্যোগে আয়োজন করাহলো সিদ্ধীবিনায়ক গনেশ পূজার। বিগত দিনেও এই সকল ব্যাবসায়ীরা গনেশপূজা করেছিলো। মাঝেদিয়ে ৪ বছর যাবৎ পূজা বন্ধছিলো। এইবছর পুনরায় মহামারি থেকে লোকজনদের রক্ষনার্থে গনেশ পূজার আয়োজন করলো বগাফারোডস্থিত কিছুসংখ্যক ব্যাবসায়ী। শুক্রবার রাত্রি ৭ টা ৩০ মিনিট নাগাদ ফিতা কেটে ও প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্যদিয়ে গনেশ পূজা সকলের জন্য উন্মুক্ত করলেন ৩৬ শান্তির বাজার বিভানসভার বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং। আজকের অনুষ্ঠানে উদ্বোধকের পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামলাল দেবনাথ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টৌলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বিরোধী দলের ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১০ সেপ্টেম্বর।। বিরোধীদলের ডেপুটেশনকে কেন্দ্র করে জেলা ডেপুটি এসপি রনধীর দেববর্মার বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগ উঠলো বক্সনগরে। শুক্রবার বিকেল ৩টার সময় পূর্ব নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী কলমচৌড়া থানায় চার দফা দাবির ভিত্তিতে এক ডেপুটেশন সংগঠিত করে সিপিআইএম বক্সনগর অঞ্চল কমিটি। এই দিনের এই ডেপুটেশন কে কেন্দ্র করে প্রশাসনের ব্যপক প্রস্তুতি লক্ষ্য করা গেছে। জেলার ডেপুটি এসপির নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ টিএসআর এবং সিআরপিএফ এনে বামেদের মিছিল আটকে দেওয়া হয়। প্রথমে মিছিলটি বক্সনগর যেতে গেলে কলমচৌড়া থানার সামনে দিয়ে বক্সনগর বাজার পরিক্রমা করতে গেলে ডেপুটি এসপি রনধীর দেববর্মার নেতৃত্বে পুলিশ টিএসআর এবং সি আর পিএফ নিয়ে বাধা প্রদান করা হয়। পরবর্তী সময়ে নেতৃত্বদেরকে বলে তাদের চার দফা দাবি নিয়ে কলমচৌড়া থানায় যাওয়ার জন্য নেতৃত্ব দেয়ার অনুমতি দিলেও সেখানে বিদ্যুৎ না থাকায় এডিশনাল এসপি বাবু বলেন বাহিরে থেকেই তাদের ডেপুটেশন নেওয়া হবে। সেই অনুযায়ী নেতৃত্বরা মেনে নিলেও তাদের অভিযোগ সেখানে তাদেরকে চেয়ারে না বসতে দিয়ে অসন্মান করা হয়েছে। এই নিয়ে প্রচন্ড ক্ষোভ প্রকাশ করে বিরোধী নেতৃত্বরা বলেন, তারা বিরোধী দলের কর্মী সমর্থক বলে উপযুক্ত সম্মানের সাথে তাদের ডেপুটেশন গ্রহণ করা হয়নি। তাদেরকে বসার জন্য কোন রকমের চেয়ার-টেবিল দেওয়া হয়নি। এমনকি জলের ব্যবস্থা করা হয়নি। এই দিনে ডেপুটেশন কালে ছিলেন সিপিআইএম সোনামুড়া বিভাগীয় সদস্য খুরশেদের রহমান, মুখলেসুর রহমান, ফরহাদ রানা, মোহাম্মদ সেলিম সহ অন্যান্যরা।

ডেপুটেশন শেষে প্রতিনিধি দলের পক্ষ থেকে সাংবাদিকদের ক্যামেরার সামনে খুরশেদের রহমান জানান, প্রশাসনের একজন উচ্চ পর্যায়ের আধিকারিক হয়ে বিরোধী দলের প্রতি এমন বৈষম্য মূলক আচরণ চরম নিন্দনীয়। যেটা অগণতান্ত্রিক বলে নেতৃত্বরা ব্যক্ত করেন। এমনকি তাদের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করেনি বলে প্রতিনিধি দলের তরফে অভিযোগ করা হয়। তবে ডেপুটেশনের মধ্যে উল্লেখিত দাবি-দাওয়া গুলো হল:- শাসক দল কর্তৃক বক্সনগর এবং রহিমপুর সিপিএমের পার্টি অফিস পুড়িয়ে দেওয়ার ঘটনায় যুক্ত থাকা দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করতে হবে, বক্সনগরে বামেদের টি.এম.এস.ইউ অফিস শাসক দল কর্তৃক জবরদখল থেকে মুক্ত করতে হবে, বিরোধী দলের কর্মী-সমর্থকদের অযথা মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করা চলবেনা, পুলিশ অফিসারদের সম্পূর্ণভাবে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। তবে ডেপুটেশনের কপি হাতে নিয়ে উল্লেখিত দাবি গুলো খতিয়ে দেখা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহনের আশ্বাস দেন জেলার ডেপুটি এস পি রনধীর দেববর্মা।তার সাথে আজকে বিজেপি দল ছেড়ে ৬ পরিবারের ২০ ভোটার সি পি এম দলে যোগদান করেন। তাদের সকলেকে দলীয় পতাকা দিয়ে বরন করেন বিধায়ক সহিদ চৌধুরী ও সামসুল হক।

জুট মিলের শ্রমিকদের ধরণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। ত্রিপুরার জুট মিল শ্রমিক কর্মচারী ও ডাই ইন হার্নেস ও পেনশনারসের যৌথ উদ্যোগে বিক্ষোভ কর্মসূচি সংগঠিত করা হয় ভোলাগিরি প্রভিডেন্ট ফান্ড অফিস প্রাঙ্গণে। জুট মিল শ্রমিক কর্মচারীদের যৌথ সংগঠনের উদ্যোগে শুক্রবার ভোলাগিরিস্থিত প্রভিডেন্ট ফান্ড আধিকারিকের অফিসের সামনে বিভিন্ন দাবিতে প্রতিবাদ বিক্ষোভ ও ধরনা সংগঠিত করা হয়। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান প্রভিডেন্ট ফান্ড কর্তৃপক্ষ জুট অবসরপ্রাপ্তদের পেনশন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে তালবাহানা করা হচ্ছে। পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে সব ধরনের সিলিং তুলে দিয়ে আশানুরূপ পেনশন প্রদানের জন্য তারা দাবি জানিয়েছে। অবিলম্বে পেনশন প্রদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে তারা আরও বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।ধরনা স্থল থেকে এক প্রতিনিধি দল প্রভিডেন্ট ফান্ড আধিকারিকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেন। অবিলম্বে বিষয়টি বিবেচনা করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

গণেশ আরাধনায় মেতেছে গোটা দেশ, দিল্লি-মহারাষ্ট্রে উৎসবে খামতি নেই

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্র থেকে দিল্লি, পশ্চিমবঙ্গ থেকে পঞ্জাব-গণেশ আরাধনায় মেতে উঠেছে সমগ্র দেশ। করোনার জন্য কোথাও মন্দির বন্ধ ছিল, কোথাও ভক্তদের প্রবেশে অনুমতি ছিল না। কোথাও আবার কোভিড-বিধিনিষেধ মেনেই পূজার্চনা করেছেন ভক্তরা। দিল্লি ও মহারাষ্ট্রে গণেশ চতুর্থীতে কড়াকড়ি থাকলেও, উৎসবে কোনও খামতি দেখা যায়নি। গণেশ চতুর্থীতে, শুক্রবার সকালে দিল্লির সরোজিনী নগরে সিদ্ধি বিনায়ক মন্দিরে পূজার্চনা করেছেন গণেশ-ভক্তরা। দিল্লির সরকারের সমস্ত কোভিড-সতর্কতা মেনে চলা হয় সেখানে। মহারাষ্ট্রের নাগপুরে গণেশ টেকড়ি মন্দির বন্ধ থাকলেও, বাইরে থেকেই গণপতি বাপ্পার পুজো করেন ভক্তরা।

গণেশ চতুর্থী মূলত মহারাষ্ট্রে বড় করে পালন করা হলেও, উত্তর ভারতের অনেক প্রদেশেই এই উৎসব হয়। পশ্চিমবঙ্গেও গত কয়েক বছর ধরে গণেশ চতুর্থীর পুজো হচ্ছে অনেক জায়গাতেই। এমনিতেই বাঙালি উৎসবপ্রিয়। অনেকে আবার বাড়িতেই এখন গণেশ পুজো করেন। গণপতি উৎসবকে ঘিরে এদিন মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও আনন্দ দেখা গিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও দেশবাসীকে গণেশ চতুর্থীর শুভেচ্ছা জানিয়েছে। দেশবাসীর সমৃদ্ধি ও সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন প্রধানমন্ত্রী।

উদয়পুরে পৃথক দূর্ঘটনায় নিহত এক, আহত এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ সেপ্টেম্বর।। দুটি পৃথক সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত এক,আহত এক।প্রথম সড়ক দুর্ঘটনা সংগঠিত হয় উদয়পুর কাকড়াবন থানার অন্তর্গত সুরেন্দ্রনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। দুলাল দেবনাথ নামে মাঝ বয়সী এক ব্যক্তি নিজ বাড়ি যাওয়ার পথে উদয়পুর- তুলামুড়া রুটের একটি অটো রিক্সা আচমকা সজোরে ধাক্কা মেরে ঘটনা স্থলে থেকে অটো নিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।পরবর্তী সময়ে স্থানীয় প্রত্যক্ষ দর্শীরা বাইক নিয়ে পিছু ধাওয়া করে। অটো আটক করতে সক্ষম হলেও চালক পালিয়ে যায়। পরবর্তীতে স্থানীয় জনগণ দুলাল দেবনাথকে কাকড়াবন হাসপাতালে নিয়ে যান। আহত অবস্থায় দুলাল দেবনাথের চিকিৎসা কাকড়াবন হাসপাতালে চলছে। ঘটনার সময় কাকড়াবন সুরেন্দ্রনগর এলাকায় হাল্কা বৃষ্টি হচ্ছিলো। এলাকার মানুষ অটো চালকের কঠোর শাস্তি দাবি করছেন।

দ্বিতীয় ঘটনা সংঘটিত হয় জাতীয় সড়কের টেপানিয়া জেলা হাসপাতালের সামনে। চন্দন মালাকার নামের এক ব্যক্তি ঘটনা স্থলেই প্রাণ হারান।মৃত ব্যক্তি উদয়পুর গোমতি জেলা শাসকের অফিসের গাড়ির চালক। অফিসের ডিউটি সেরে টেপানিয়া ব্লক সংলগ্ন এলাকায় নিজ বাড়িতে যাওয়ার সময় এই দুর্ঘটনা ঘটে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। একটি অল্টো গাড়ি চন্দন মালাকারকে সজোরে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। পরবর্তী সময়ে প্রত্যক্ষ দর্শীরা জানিয়েছেন গাড়িটি প্রচন্ড বেগে এসে চন্দন মালাকার সজোরে ধাক্কা মারলে ঘটনা স্থলে প্রধান হারান। চন্দন মালাকারের নিথর দেহ বর্তমানে টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালের মর্গে শায়িত আছে। আগামী কাল ময়নাতদন্তের পর চন্দন মালাকারের নিথর দেহ পরিবারের সদস্যদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। দুর্ঘটনায় মৃত্যুর ফলে গোটা টেপানিয়া ও উদয়পুর গোমতি জেলা শাসকের অফিসে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। দুর্ঘটনার সংখ্যা দিনের দিন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় পথ চলতি মানুষ আতঙ্ক ও উৎকন্ঠা বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রথম ঘটনা রাত আনুমানিক দশটা পনের, দ্বিতীয় ঘটনা রাত সাড়ে দশটায় সংঘটিত হয়।

দেশে করোনায় আক্রান্ত ৩৪,৯৭৩ জন, ২৬০ বেড়ে মোট মৃত্যু ৪.৪২-লক্ষাধিক

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): করোনার প্রকোপ কমছেই না ভারতে, প্রতিদিনই দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে নতুন সংক্রমণ ও মৃত্যুর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৪ হাজার ৯৭৩ জন, এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ২৬০ জনের। বৃহস্পতিবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৭,৬৮১ জন, ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৪৯ শতাংশ। এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৯০, ৬৪৬ জন (১.১৮ শতাংশ), বিগত ২৪ ঘন্টায় সক্রিয় রোগীর সংখ্যা কমেছে ২,৯৬৮ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ১৭,৮৭,৬১১।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৩৪,৯৭৩ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ৩১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৯৫৪ জন। ভারতে ৭২.৩৭-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শুক্রবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৭২,৩৭,৮৪,৫৮৬ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বৃহস্পতিবার সারাদিনে) টিকা পেয়েছেন ৬৭,৫৮,৪৯১ জন। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৬০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,৪২,০০৯ জন (১.৩৩ শতাংশ)।

উদয়পুরে সাংবাদিকদের প্রতিবাদ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ সেপ্টেম্বর।। আজ সন্ধ্যা ছয়টায় উদয়পুর রাধাকিশোরপুর থানার বিপরীতে উদয়পুরে কর্মরত সাংবাদিকরা এক প্রতিবাদ কর্মসূচিতে অংশ গ্রহণ করে।গত আট সেপ্টেম্বর আগরতলায় প্রকাশ্য দিবালোকে একদল দুর্বৃত্ত কতৃর্ক সংবাদ ভবন ভাঙচুর ও সাংবাদিক আক্রান্ত হয়। পরবর্তীতে রাতে উদয়পুরের একটি ক্যাবল চ্যানেলে ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা সংঘটিত হয়। উভয় ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আজ উদয়পুরে কর্মরত সাংবাদিকরা সন্ধ্যায় এক প্রতিবাদ কর্মসূচি পালন করে। প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উদয়পুরে কর্মরত সাংবাদিকরা প্রথমে বুকে কালো ব্যাজ ধারণ করেন। পরবর্তীতে রাধাকিশোরপুর থানার বিপরীতে এক পথ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই প্রতিবাদ কর্মসূচি অঙ্গ হিসেবে পথ সভায় বক্তব্য রাখেন নিউজ ভ্যান গার্ডের উদয়পুর প্রতিনিধি সোমেন সেন, জাগরণ পত্রিকার গোমতি জেলা প্রতিনিধি অপুরাম সরকার সহ অন্যান্য সাংবাদিকরা। আজকের এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে আজকের ফরিয়াদ পত্রিকার জসিম উদ্দিন, প্রতিবাদী কলম পত্রিকার অলক সূত্রধর, পি বি টুয়েন্টি ফোর পত্রিকার রাজিব ভৌমিক, অবজারভার পত্রিকার দেবজিৎ দত্ত, টুয়েন্টি ফোর টিভির দ্বীপ গোস্বামী, উদ্যোগ টিভির মানিক সাহা, দুরন্ত টিভির আরবের রহমান সহ রূপক দাস,রাষ্ট্রীয় ন্ট্রের সাইমন খান, পলাশ শীল সহ অন্যান্য সাংবাদিকরা। আলোচনায় সাংবাদিক বক্তারা বিগত সরকারের সময় নিহত শান্তনু ভৌমিক ও সুদীপ দত্ত ভৌমিকের প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের সি বি আই তদন্তের দাবির উল্লেখ করেন। বর্তমান সরকার ক্ষমতায় এসেই সাংবাদিকদের পেনশন এক হাজার থেকে দশ হাজার টাকা বাড়ানো, সাংবাদিকদের বিমার আওতাভুক্ত করা, কর্মক্ষেত্রে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে নিহত হলে সাংবাদিকের পরিবার আজীবন পাঁচ হাজার টাকা করে পাওয়া, গৃহহীন সাংবাদিকদের সরকারী আবাসন প্রকল্পের আওতাভুক্ত করা, বিগত সরকারের আমলে সরকারী এক্রিডিটেশন কার্ড ৩৭থেকে বাড়িয়ে একশোর উপর করা ইত্যাদি সরকারের সহানুভূতির কথা উল্লেখ করেন। সরকারের এই ভাবমূর্তি নষ্ট করার জন্য এক শ্রেনীর দুষ্কৃতীরা সংবাদ ভবন ভাঙচুর ,সংবাদ কর্মীও সাংবাদিকদের উপর এই ধরনের বর্বরোচিত আক্রমণ সংগঠিত করেন এবং অবিলম্বে ঐ সকল দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেন।

আক্রান্ত বিজেপি কর্মীদের দেখলেন রাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১০ সেপ্টেম্বর।। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশ্চিম ত্রিপুরার সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক আজ উদয়পুরের বিভিন্ন স্থানে আক্রান্ত বিজেপি কার্যকর্তাদের বাড়িতে গিয়ে আহতদের খোঁজ খবর নেন। আজ সন্ধ্যায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক উদয়পুর ব্রহ্মাবাড়ি স্থিত বিজেপির গোমতি জেলা কমিটির অফিসে আসেন। সেখান থেকে বিজেপি গোমতি জেলা সভাপতি অভিষেক দেবরায়, জেলা অফিস সম্পাদক ত্রিদিব দাস, মন্ডল সভাপতি, প্রবীর দাস , যুব মোর্চার সভাপতি সুকান্ত সাহা,গোমতি জেলা পরিষদের সদস্যা শুক্লা মজুমদারকে সাথে নিয়ে আহতদের দেখতে বেড়িয়ে পড়েন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী উদয়পুর চন্দ্রপুর ভিলেজে গত আট সেপ্টেম্বর বিজেপি দুর্বৃত্ত দ্বারা আহত কার্যকর্তাদের দেখতে যান। আক্রান্ত বিজেপি কার্যকর্তারা কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আগমনে যারপরনাই খুশি।

বিধানসভা ভোটে মাফিয়া ও বাহুবলীকে টিকিট দেবে না বিএসপি : মায়াবতী

লখনউ, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): উত্তর প্রদেশে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কোনও মাফিয়া অথবা বাহুবলীকে টিকিট দেওয়া থেকে বিরত থাকবে বহুজন সমাজ পার্টি (বিএসপি)। জানিয়ে দিলেন বিএসপি-র সুপ্রিমো মায়াবতী। শুক্রবার সকালে টুইট করে মায়াবতী জানিয়েছেন, উত্তর প্রদেশে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কোনও মাফিয়া অথবা বাহুবলী যাতে বিএসপি-র টিকিট না পায়, তা নিশ্চিত করা হবে। একইসঙ্গে মায়াবতী জানান, এর প্রেক্ষিতে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে মুখতার আনসারীর পরিবর্তে মৌ বিধানসভা আসনে রাজ্য সভাপতি ভীম রাজভারের নাম চূড়ান্ত করা হয়েছে।

এদিন সকালে মোট তিনটি টুইট করেছেন মায়াবতী। দ্বিতীয় টুইটে তিনি জানান, জনগণের প্রত্যাশা পূরণের লক্ষ্যে নেওয়া এই সিদ্ধান্তের কারণে, দলের দায়িত্বপ্রাপ্তদের কাছে অনুরোধ করছি, দলীয় প্রার্থী নির্বাচনের সময় এই সমস্ত বিষয়গুলি মাথায় রাখবেন। তৃতীয় টুইটে মায়াবতী জানিয়েছেন, বিএসপি-র সঙ্কল্প হল, ''আইনের মাধ্যমে আইনের শাসন''-এর সঙ্গে উত্তর প্রদেশের চিৎ পরিবর্তন করা যাতে শুধুমাত্র রাজ্য অথবা দেশ নয়, বরং শিশুরাও বলতে পারে সরকার হওয়া উচিত বেহেনজির ''সর্বজন হিতায় এবং সর্বজন সুখের'' মত।

আফগানিস্তানের পরিস্থিতি ভীষণ দুর্বল, ভারতের জন্যও চিন্তার : তিরুমূর্তি

নিউইয়র্ক, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.): তালিবানের দখলে থাকা আফগানিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিকে ''ভীষণ নড়বড়ে ও দুর্বল'' বললেন টি এস তরুমূর্তি। আফগানিস্তান থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের একটি বিতর্কে অংশ নেন রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি টি এস তিরুমূর্তি। ওই বিতর্কে অংশ নিয়ে তিনি বলেছেন, 'আফগানিস্তানের পরিস্থিতি এখন খুবই দুর্বল। নিকটতম প্রতিবেশী এবং সে দেশের জনগণের বন্ধু হিসেবে, বর্তমান পরিস্থিতি আমাদের জন্যও চিন্তার বিষয়।' একইসঙ্গে তরুমূর্তি জানিয়েছেন, 'কোনও দেশকে হুমকি ও হামলার জন্য আফগানিস্তানকে ব্যবহার করা যাবে না, জঙ্গিদের আশ্রয় ও প্রশিক্ষণও দেওয়া যাবে না অথবা জঙ্গি কার্যকলাপের পরিকল্পনা এবং অর্থ দেওয়াও যাবে না।'

রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি টি এস তিরুমূর্তি আরও বলেছেন, 'বিগত এক মাসের মধ্যে আফগানিস্তানের পরিস্থিতির নাটকীয় পরিবর্তন দেখেছি আমরা। আগস্ট মাসেই নিরাপত্তা পরিষদ তিন-বার বৈঠক করেছে এবং বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে সম্মিলিতভাবে সুস্পষ্ট হয়েছে।' কাবুল বিমানবন্দরে সন্ত্রাসী হামলার প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন তরুমূর্তি। তিনি বলেছেন, 'গত মাসে কাবুল বিমানবন্দরে সন্ত্রাসী হামলা বুঝিয়ে দিচ্ছে সন্ত্রাসবাদ আফগানিস্তানের জন্য মারাত্মক হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

মন্দিরনগরী

● প্রথম পাতার পর

কি ভাবে ছাএ যুবকরা জমায়েত হয়েছেন তা নিয়েও দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন। বুধবার দুপুর ১২ টার পর মন্দির নগরী উদয়পুরে যা ঘটল সারা রাজ্যের মানুষ ছিঃ ছিঃ করেছে।বুধবার অধিক রাত্রি পর্যন্ত ভাঙচুর হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতেও ভাঙচুর এবং বাড়িঘরে আগুন লাগানো হয়েছে। ব্যাপক হিংসাত্মক ঘটনা ঘটলেও পুলিশের ভূমিকা ছিল নীরব।আজ সিপিআই(এম)র প্রাক্তন বিধায়ক তথা গোমতী জেলার সিপিআইএম সম্পাদক মাধব সাহা সাংবাদিকদের জানান বুধবার রাজারবাগস্থিত নিজ বাড়িতে আক্রমণ করেছেন শাসকদল বিজেপি কর্মীরা।পুলিশকে ঘটনা জানানো হলেও পুলিশ কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারেনি।এ নিয়ে তিনি একরাশ ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, সন্ত্রাস করে সিপিআইএমকে দমিয়ে রাখা যায় না। এদিকে বিজেপির এক কর্মী মফিজ মিয়াকে মারধোর করা সহ বুধবারের ঘটনায় রাধা কিশোর পুর থানার পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করতে পেরেছে বলে জানান ওসি রাজীব দেবনাথ। এরা হল সবুল নট্র, পৃন্দু আইচ,সুমন চন্দ্র দাস, ও রঞ্জন দও।

এদিকে সি পি আই এম এল রাজ্য সম্পাদক পার্থ কর্মকার জানান, উদয়পুরে রাজারবাগের দলীয় কার্যালয় ভাঙচুর করা হয়েছে।

জল জীবন

● প্রথম পাতার পর

সচিব কিরণ গিত্যে প্রত্যেক পাড়া বা এলাকায় পানীয়জলের স্থায়ী উৎস গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এক্ষেত্রে এক একটা উৎস যাতে অন্তত ২৫ থেকে ৩০ বছর স্থায়ী হয় সেটা দেখতে বলেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের। তিনি বলেন, নির্দিষ্ট সময়ে বাড়ি বাড়ি পানীয়জলের সংযোগ পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাসে অন্তত ৩০ হাজারের অধিক সংযোগ প্রদান করতে হবে। সে লক্ষ্য সামনে রেখে কাজ করতে হবে। এই পর্যালোচনা সভায় জলের পাম্পগুলিতে বিদ্যুৎ সংযোগের জন্য বিদ্যুৎ নিগমের সিএমডি এম এস কেলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আশ্বাস দেন। পানীয়জলের উৎস সচল রাখতে প্রয়োজনে সৌর বিদ্যুতের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপনের পরামর্শ দেন দপ্তরের চিফ ইঞ্জিনিয়ার রাজীব দেববর্মা। সভায় রাজ্যের আটটি জেলা থেকে দপ্তরের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।

গণেশ পূজা

● প্রথম পাতার পর

করে আনন্দ উল্লাসে মাতোয়ারা আমবাসা।এদিনের গনেশ পূজা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী জায়া তথা পূর্বদয় সামাজিক সংস্থার সম্পাদিকা নীতি দেব, পুত্র আরিয়ান দেব, সংঘশ্রী ক্লাবের সম্পাদক আশীষ ভট্টাচার্য, আমবাসা পুর পরিষদের প্রাক্তন পুর পিতা চন্দন ভৌমিক, বিশিষ্ট সমাজসেবী উত্তম অধিকারী সহ ক্লাবের অন্যান্য কর্মকর্তারা। এদিন পুজো শেষে অঞ্জলি প্রদান করেন নিতী দেব। প্রথমবারের মতো এই গণেশ পুজোকে কেন্দ্র করে ব্যাপক সাড়া পরিলক্ষিত হয় গোটা এলাকা জুড়ে। এক সাক্ষাৎকারে নীতি দেব বলেন এই পুজো যেন প্রতিবার করা হয়।পাশাপাশি এই ধরনের সামাজিক কর্মসূচিও যেন অব্যাহত রাখা হয়।গনেশ পূজাকে কেন্দ্র করে আমবাসায় ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার পরিলক্ষিত হয়। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ধর্মপ্রাণ মানুষকে আনন্দ উপভোগ করতে উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

ভিলেজ

● প্রথম পাতার পর

কার্যালয়ে তালা ভেঙ্গে অফিস কার্যালয়ে প্রবেশ করে।

কি কারনে তালা ভাঙ্গা হয়েছে এবং পুনরায় সরকারি ঘর, রেগার কাজ সহ বিভিন্ন দাবি-দাওয়া ব্যাপারে শুক্রবার এ.ডি.সি ভিলেজ কার্যালয়ে গিয়ে দেখা যায় অফিসে কোনো নোটিশ না দিয়ে বা আগাম কোনো ঘোষণা ছাড়া অফিস কক্ষে তালা ঝুলানো অবস্থায় রয়েছে।

তাদের বক্তব্য, আজ কোন সরকারি ছুটি নয়, তবে কেন অফিস কক্ষে তালা ঝুলানো রয়েছে?অপরদিকে তারা জানতে পারেন, এলাকার শাসকদলীয় জনৈক এক বিজেপি নেতা রাঙ্খল বাজারে এক দোকানে বসে নাকি সরকারি ঘরের জন্য কাগজপত্র জমা নিচ্ছে। কিন্তু তাদের অভিমত, সরকারি কাজ সরকারি অফিসে না করে কেন দোকানে বসে সরকারি ঘরের জন্য কাগজপত্র জমা নেওয়া হচ্ছে?

এই ঘটনায় মুহূর্তের মধ্যেই এলাকায় উত্তেজনাকর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ঘটনার খবর যায় তেলিয়ামুড়া থানায়। ছুটে আসে পুলিশ। পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হয় আগামী সোমবার তেলিয়ামুড়া ব্লকের বি.ডি.ও শান্তনু বিকাশ দাসের সঙ্গে তিপ্রা মথা দলের পক্ষ থেকে এক প্রতিনিধি দল সাক্ষাৎ করবে।

াঙ্গন

টি-২০ বিশ্বকাপে দলের নেতৃত্ব ছাড়লেন তারকা অফস্পিনার রশিদ খান

কাবুল, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আফগানিস্তানের টি-২০ বিশ্বকাপ দলে ঘোষণার ৩০ মিনিটের মধ্যেই অধিনায়ক রশিদ খান নেতৃত্ব ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন। তিনি সাফ জানিয়ে দিলেন, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক ক্রিকেটারকে স্কোয়াডে নেওয়া হয়েছে। এ কারণে তিনি নেতৃত্ব দিতে নারাজ।

শুক্রবার দল ঘোষণার পর দেখা গিয়েছিল, বিশ্বকাপেও দলের নেতৃত্বের ভার দেওয়া হয়েছে রশিদকেই। এর ২২ মিনিট পরেই টুইট করে অধিনায়কত্ব ছাড়ার কথা ঘোষণা করেন তারকা অফস্পিনার। টুইটারে রীতিমতো ক্ষোভ উগরে দিতে দেখা যায় রশিদকে।

তিনি লেখেন, ''অধিনায়ক এবং দেশের একজন দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে আমার অধিকার রয়েছে দলের নির্বাচনের একজন অংশ হয়ে ওঠার। নির্বাচন কমিটি এবং আফগান ক্রিকেট বোর্ড আমার কাছ থেকে কোনও অনুমতি নেয়নি, যে দল তারা ঘোষণা করেছে। আমি এখনই আফগানিস্তানের টি-২০ দলের অধিনায়কের পদ থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি।

আফগানিস্তানের হয়ে খেলাটা সব সময়ই গর্বের।''

প্রসঙ্গত, জুলাই মাসেই ইস্তফা দিয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচক আসাদুল্লা খান। তাঁর অভিযোগ ছিল, দলের নির্বাচনে নাক গলাচ্ছে অ-ক্রিকেটীয় ব্যক্তিরা যাঁদের খেলা ও খেলোয়াড়দের নির্বাচন সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই। সেই কারণেই তিনি দায়িত্ব ছেড়ে দিতে চান। এবার রশিদও সরে গেলেন প্রায় একই অভিযোগ তুলে।

টি-২০ বিশ্বকাপে আফগানিস্তানের নতুন অধিনায়ক

কাবুল, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : টি-২০ বিশ্বকাপে আফগানিস্তানকে নেতৃত্ব দেবেন মহম্মদ নবি। রশিদ খানের নেতৃত্বে টি-২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষিত হওয়ার ঠিক পরেই আফগানিস্তানের নেতৃত্ব থেক সরে দাঁড়িয়েছেন। ফলে আসন্ন আইসিসি ইভেন্টের জন্য নতুন নেতা বেছে নিতে হল আফগান ক্রিকেট বোর্ডকে। নতুন করে আফগানিস্তানের টি-২০ ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব হাতে পাওয়া নবি এর আগেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন।

টি-২০ বিশ্বকাপের দল ঘোষিত হওয়ার ঠিক পরেই আফগানিস্তানের নেতৃত্ব থেক সরে দাঁড়িয়েছেন রশিদ খান। ফলে আসন্ন আইসিসি ইভেন্টের জন্য নতুন নেতা বেছে নিতে হতো আফগান ক্রিকেট বোর্ডকে। স্বাভাবিকভাবেই এসিবি-কে তড়িঘড়ি নতুন ক্যাপ্টেনের নাম ঘোষণা করতে হয়। বড় মঞ্চে নতুন কারও হাতে দায়িত্ব তুলে না দিয়ে অভিজ্ঞ নবিকেই নেতা হিসেবে বেছে নেয় আফগান বোর্ড। সুতরাং, টি-২০ বিশ্বকাপে আফগানিস্তানকে নেতৃত্ব দেবেন মহম্মদ নবি।নতুন করে আফগানিস্তানের টি-২০ ক্যাপ্টেনের দায়িত্ব হাতে পাওয়া নবি এর আগেও আন্তর্জাতিক মঞ্চে দেশকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। সেদিক থেকে তিনি ক্যাপ্টেন্সি ফিরে পেলেন বলা যায়।

আফগান বোর্ডের সামনে যথাযোগ্য বিকল্প হিসেবে আসগর আফগানের নামও ঘোরাফেরা করছিল। তবে কিছুদিন আগেই আসগরের কাছ থেকে নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়ার পর পুনরায় তাঁর শরণাপন্ন হতে চায়নি আফগানিস্তান বোর্ড। অগত্যা টি-২০ ফর্ম্যাটে অত্যন্ত অভিজ্ঞ নবিই ছিলেন নতুন ক্যাপ্টেন হিসেবে বোর্ডের অটোমেটিক চয়েজ।

উল্লেখ্য, বিশ্বকাপের কথা মাথায় রেখেই রশিদকে টি-২০ ফর্ম্যাটে ক্যাপ্টেন বেছে নিয়েছিল আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। তবে তাঁর সঙ্গে আলোচনা না করেই বিশ্বকাপের দল নির্বাচন করায় বোর্ডের উপর ক্ষুব্ধ হন তারকা স্পিনার। ক্যাপ্টেন হিসেবে তাঁর দল নির্বাচনে মতামত জানানোর অধিকার আছে বলে মনে করেন রশিদ। প্রতিবাদে তিনি সোশ্যাল মিডিয়া বিজ্ঞপ্তি জারি করে ক্যাপ্টেন্সি থেকে পদত্যাগ করার কথা জানিয়ে দেন।---হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ইউএস ওপেনের ফাইনালে অখ্যাত দুই 'টিন এজার'

ওয়াশিংটন, ১০ সেপ্টেম্বর(হি.স.): ইউএস ওপেনে ফের বিরল ঘটনা। ইউএস ওপেনের ফাইনালে পৌঁছলেন অখ্যাত দুই 'টিন এজার'। একজনের বয়স ১৮, আর একজনের ১৯। ব্রিটেনের এমা রাদুকানু এবং কানাডার লেইলা ফার্নান্ডেজের হাত ধরে বিশ্ব টেনিসে নতুন ইতিহাস লেখা হল। দুজনেই অবাছাই খেলোয়াড়। ওপেন এরা (১৯৬৮) থেকে ধরলে পুরুষ বা মহিলা টেনিসে আর কখনও দুই অবাছাই গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনালে মুখোমুখি হননি। ১৯৯৯ সালের পর এই প্রথম কোনও গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে লড়ছেন দুই টিন এজার। সে বার ইউএস ওপেনের ফাইনালে ১৭ বছরের সেরিনা উইলিয়ামস হারিয়েছিলেন ১৮ বছরের মার্টিনা হিঙ্গিসকে। ওপেন এরায় এটি মাত্র অষ্টম গ্র্যান্ড স্লাম ফাইনাল, যেখানে দুই টিন এজার মুখোমুখি।

১৮ বছরের রাদুকানু সেমিফাইনালে ১৭-তম বাছাই গ্রিসের মারিয়া সাকারিকে ৬-১, ৬-৪ গেমে হারান। অন্য সেমিফাইনালে ফার্নান্ডেজ ৭-৬ (৭-৩), ৪-৬, ৬-৪ গেমে হারান দ্বিতীয় বাছাই বেলারুশের আরিনা সাবালেঙ্কাকে।

যোগ্যতা অর্জন পর্ব থেকে জিততে জিততে রাদুকানু ফাইনালে উঠেছেন। ওপেন এরায় পুরুষ-মহিলা সব মিলিয়ে এই নজির আর কারও নেই। ১৯৭৭ সালে ভার্জিনিয়া ওয়েডের পর প্রথম ব্রিটিশ মহিলা হিসেবে গ্র্যান্ড স্লামের ফাইনালে উঠলেন রাদুকানু। সে বার ওয়েড উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। একটিও সেট না হারিয়ে ফাইনালে উঠেছেন রাদুকানু। ২০১৬ সালে অ্যাঞ্জেলিক কেরবারের এই কৃতিত্ব ছিল।

রাদুকানু এই মুহূর্তে বিশ্ব ক্রমতালিকায় ১৫০ নম্বরে রয়েছেন। ক্রমতালিকা চালু হওয়ার পর থেকে প্রথম ১০০-র বাইরে থাকা দ্বিতীয় মহিলা হিসেবে রাদুকানু ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠলেন। ২০০৯ সালে কিম ক্লিস্টার্স ক্রমতালিকায় ১০০-র বাইরে থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন।—হিন্দুস্থান সমাচার/

টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য দল ঘোষণা করল নামিবিয়া

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স): আসন্ন টি-২০ বিশ্বকাপের জন্য ১৬ জনের মূল স্কোয়াড ঘোষণা করেছে নমিবিয়া। তাতে নাম রয়েছে প্রোটিয়া অল-রাউন্ডার ডেভিড ওয়াইজ। এবার টি-২০ বিশ্বকাপে তিনি মাঠে নামবেন নমিবিয়ার হয়ে।

আসলে ডেভিডের মা দক্ষিণ আফ্রিকার হলেও বাবার জন্ম নমিবিয়ায়। পিতৃপরিচয় সূত্রেই দক্ষিণ আফ্রিকার হয়ে ৬টি ওয়ান ডে ও ২০টি আন্তর্জাতিক টি-২০ ম্যাচ খেলা ডেভিডের নমিবিয়ার হয়ে মাঠে নামতে অসুবিধা নেই। আন্তর্জাতিক ক্রিকেট ছাড়াও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে টি-২০ লিগ খেলার বিপুল অভিজ্ঞতা রয়েছে ডেভিডের। রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের হয়ে আইপিএলও খেলেছেন তিনি। নিয়মিত খেলেন কাউন্টি ক্রিকেট। এছাড়া ক্যারিবিয়ান প্রিমিয়র লিগ, পাকিস্তান সুপার লিগ ও দ্য হান্ড্রেডেও মাঠে নেমেছেন তিনি। সব মিলিয়ে এখনও পর্যন্ত ২৫৯টি টি-২০ ম্যাচে ২৩.১৯ গড়ে ২৭৬০ রান সংগ্রহ করেছেন ডেভিড। উইকেট নিয়েছেন ১৯৪টি। ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে ৫ হাজারের বেশি রান, ১১টি সেঞ্চুরি ও ৩৪৪টি উইকেট রয়েছে তাঁর ঝুলিতে।

নমিবিয়ার টি-২০ বিশ্বকাপের দল: জেরার্ড এরাসমাস (ক্যাপ্টেন), স্টিফেন বার্ড, কার্ল বার্কেনস্টক, মিশাউ ডু''প্রীজ, জান ফ্রাইলিঙ্ক, জেন গ্রিন, নিকোল লফি-ইটন, বার্নার্ড শল্টজ, বেন শিকোঙ্গো, জেজে স্মিত, রুবেন ট্রাম্পেলমান, মাইকেল ভ্যান লিঙ্গেন, ডেভিড ওয়াইজ, ক্রেগ উইলিয়ামস, পিকি য়া ফ্রান্স। রিজার্ভ: মরিশাস এনগুপিতা।—হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়

রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

অলিম্পিকে পদক জয় দেখাবে চন্দননগরের আলো

কলকাতা, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স.) : দুর্গাপুজোয় আলোকসজ্জা বরাবরই একটা মাত্রা বহণ করে। পুজোর দেড়-দুমাস আগে থেকে এ নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করেন ইলেকট্রিশিয়ানরা। প্রাধান্য পায় সে সময়ের প্রধান বিষয়গুলো। এবার অলিম্পিকে দেশের কীর্তি এবং আফগানিস্তান থাকছে পুজোর রোশনাইয়ের শিরোনামে। টোকিওয় সদ্যসমাপ্ত বিশ্বক্রীড়ার আঙিনায় ভারতীয়দের সাফল্যকে এবার পুজোয় আলোর বর্ণমালায় তুলে ধরবে চন্দননগর। আলোকসজ্জার মরা বাজারে অলিম্পিকই তাও একটু রোশনাই ছড়াবে বলে আলোকশিল্পীদের আশা।

প্রতিবছরই পুজোয় চন্দননগরের আলোয় সাম্প্রতিক ইস্যু উঠে আসে। কোনওবার ক্রিকেটে ভারতের বিশ্বকাপ জয়, কোনওবার আয়লার ভয়াবহ রূপ, কোনওবার আবার ভূমিকম্প। গতবছর যেমন তুলে ধরা হয়েছিল অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের মৃত্যুদৃশ্যকে। এবার তেমনই ফুটিয়ে তোলা হবে টোকিও অলিম্পিকে ভারতের সোনা- রুপো-ব্রোঞ্জ পদক জয় এবং আফগানিস্তানে তালিবানের কর্মকান্ডকে। গণেশ পুজো থেকে শুরু করে বছর পেরিয়ে সেই সরস্বতীর আরাধনা। প্রায় ছ''সাত মাসের এই উৎসবের মরশুম। এর উপর ভর করে সারা বছরের রসদ জোগাড় করে থাকে চন্দননগরের আলোকশিল্প। কিন্তু গত দু''বছর হল করোনার দৌলতে ব্যবসা ভীষণ মার খেয়েছে। পুজো কমিটির বাজেট ছাঁটাই হয়েছে। কোপ পড়েছে আলোকসজ্জাতেও। বরাত না পেয়ে চন্দননগরের প্রচুর শিল্পী অন্য পেশায় চলে গিয়েছেন। তবে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয় ঘটনার ভিত্তিতে আলোকশিল্প করলে ভাল বরাত পাওয়ার আশায় বুক বাঁধছেন অন্যরা।

আলোকশিল্পী বাবু পালের এবার পুজোয় তার থিম টোকিও অলিম্পিক। নীরজ, চানুদের চোখধাঁধানো সাফল্যকে আলোর মালায় ফুটিয়ে তুলবেন তিনি। তাঁদের পদক জয়ের নানা মুহূর্তকে তুলে ধরে দেশবাসীকে চমকে দেওয়ার ভাবনা শিল্পীর। ওয়েটলিফটিংয়ে মীরাবাই চানুর রুপো জেতা। ব্যাডমিন্টনে পিভি সিন্ধুর ব্রোঞ্জ জয়, ফাইনাল ম্যাচের ছবি, নীরজ চোপড়ার সোনা জেতার মুহূর্ত থেকে ভারতীয় হকি দলের পদক জয় সবই ফুটে উঠবে এবারে বাবু পালের আলোতে। শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাবে এবার এই আলোর থিম করা হচ্ছে। অন্যান্য আলোকশিল্পীরাও পুজোয় নতুন চমক দেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাঁরা জানান, শুধু ভারতের পদক জেতাই নয়, থাকছে আফগানিস্তান। হেলিকপ্টার ওড়ার দৃশ্য থেকে ডিজনিল্যান্ড সবই।

তবে প্রত্যেকেই মানছেন বাজার খারাপ। চন্দননগরেরই আরেক আলোকশিল্পীর কথায়, বাজেটে ব্যাপক কাটছাট করেছে পুজো কমিটিগুলো। যে পুজোকমিটি ১০ লাখ টাকার আলোর বরাত দিত পুজোয়, এবার সে চার লাখ টাকাও দিতে চাইছে না। গত দু''বছর ধরে সেভাবে কাজ হয়নি। অন্যান্যবার গণেশপুজোয় দীপাবলিতে ভিনরাজ্যে আলো যায়, কিন্তু এবার সেই বরাতও নেই। কাজ না থাকায় গত বছর থেকেই প্রচুর কর্মী অন্য পেশা খুঁজে নিয়েছেন। তবুও এত খারাপের মধ্যেও পুজোয় আলোতে চমক রাখছে চন্দননগর।আলোকশিল্পীদের সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক বাবু পাল বলেন, "আলোর বাজার খুব খারাপ। অনেক শিল্পীই এই পেশা থেকে মুখ ফিরিয়েছেন। তবুও কিছু তো চমক রাখতে হবে পুজোতে। এবার আলোর বর্ণমালায় টোকিও অলিম্পিকে ভারতের পদক জয়কে আমি ফুটিয়ে তুলছি।''হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

বাতিল ম্যাঞ্চেস্টার টেস্ট, ২-১ ফলাফলে সিরিজ জিতল টিম ইন্ডিয়া

ম্যাঞ্চেস্টার, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজের পঞ্চম টেস্ট ঘিরে তৈরি হয়েছে সংশয়ের মেঘ। শুক্রবার শুরু হওয়ার কথা থাকলেও শেষমুহূর্তের সিদ্ধান্তে জানানো হয় পিছিয়ে যাচ্ছে সিরিজের অন্তিম টেস্টটি। বিগত দুই দিন ধরে বিসিসিআই ও ইসিবির মধ্যে দীর্ঘ আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বাতিল হয়ে যায় ভারত বনাম ইংল্যান্ড পঞ্চম টেস্ট। ভারতীয় ক্রিকেটারদের করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসার পর শুক্রবার টেস্ট শুরু হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। কিন্তু শুক্রবার সেই টেস্ট শুরু হচ্ছে না। বৃহস্পতিবার করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন ভারতীয় দলের সাপোর্ট স্টাফ যোগেশ পারমার। তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন রোহিত শর্মা, চেতেশ্বর পুজারা, রবীন্দ্র জাডেজা, মহম্মদ শামি এবং ইশান্ত শর্মা। রাতে ক্রিকেটারদের করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসে। ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ড ম্যাচ বাতিল করার প্রস্তাব দিয়েছিল। তাতে সিরিজটাই বাতিল হয়ে যেত। ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে থাকা বিরাট কোহলীরা তেমনটা চাননি। শুক্রবার তাই মাঠে নামার কথা ছিল দুই দলের। গত ৫ সেপ্টেম্বর রবি শাস্ত্রীর করোনা পরীক্ষার ফল নেগেটিভ আসে। তাঁকে নিভৃতবাসে পাঠানো হয়। শাস্ত্রীর সংস্পর্শে আসা ভরত অরুণ, আর শ্রীধর, নিতিন পটেলরাও করোনা আক্রান্ত হন। তাঁদের সকলকেই লন্ডনে নিভৃতবাসে রেখে ম্যাঞ্চেস্টারে আসেন কোহলীরা। করোনা তবুও পিছু ছাড়ল না ভারতীয় দলের।

যদিও এই মুহূর্তে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চলতি পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে ২-১ ব্যবধানে এগিয়ে রয়েছে ভারতীয় দল। ট্রেন্ট ব্রিজে বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম টেস্ট ড্র হওয়ার পর লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টে দুর্দান্ত জয় পায় বিরাটব্রিগেড। তবে হেডিংলিতে তৃতীয় টেস্টে ইনিংসে হার মানতে হয় ভারতকে। ওভালে চতুর্থ টেস্টে দুরন্ত প্রত্যাবর্তন করে ভারতীয় দল। রুটবাহিনীকে ১৫৭ রানে হারিয়ে সিরিজে এগিয়ে যায় বিরাটবাহিনী।

ইউএস ওপেনে যাত্রা শেষ সমীরের, থামলেন কোয়ার্টারে

ওয়াশিংটন, ৯ সেপ্টেম্বর (হি.স) : ইউএস ওপেন থেকে ছিটকে গেলেন সমীর বন্দ্যোপাধ্যায়। জুনিয়র সিঙ্গলসে কোয়ার্টার ফাইনালে হেরে গেলেন সমীর। দু' মাস আগে জুনিয়র উইম্বলডনে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে বাঙালি টেনিস খেলোয়াড় সমীর এবারের ইউএস ওপেনে জুনিয়র বিভাগে দ্বিতীয় বাছাই ছিলেন। কোয়ার্টারে তাঁর সামনে ছিলেন অষ্টম বাছাই সুইৎজারল্যান্ডের জেরম কিম। রজার ফেডেরারের দেশের কিমের বিরুদ্ধে প্রথম সেট জিতলেও শেষ পর্যন্ত ৬-৪, ৩-৬, ৪-৬ গেমে হেরে যান সমীর। দু' ঘণ্টার ম্যাচে কিম ১৬টি শট মারেন। সেটিই ম্যাচে তফাৎ গড়ে দেয়। ৬ ফুট ৬ ইঞ্চির কিমের সার্ভিসের সামনে সমস্যায় পড়েন সমীর। ইউএস ওপেনে এবার সিনিয়র বিভাগেও নেমেছিলেন তিনি। কিন্তু মূল পর্বে উঠতে পারেননি। যোগ্যতা অর্জন পর্বের প্রথম রাউন্ডেই তিনি একটি মাত্র গেম জিতে স্ট্রেট সেটে হেরে যান।

No. F.6(1)-Agri./EE/W/2018-19 /P/V/1839-61
Dated, Agartala, the 6th August, 2021.
PRESS NOTICE INVITING e- TENDER NO:- 17/AGRI/EE(WEST)/2021-22

On behalf of the Governor of Tripura, the Executive Engineer (west), Department of Agriculture & Farmers' Welfare, Government of Tripura, Agartala, West Tripura invites separate percentage Rate e-Tender from the eligible bidders upto 3.00PM on 28 /09/2021 for the following works.

Sl. No	Name of work DNIT NO.	Estimated Cost	Earnest Money	End date of e-bidding	Time and Date of opening of Tender.
01	DNIeT NO :-24/SE/AGRI/EE(WEST)/2020-21	Rs. 67,24,989.00	Rs. 67,250.00	28/09/2021 upto 3.00PM	29/09/2021 At 1.00PM
02	DNIeT NO :-25/SE/AGRI/EE(WEST)/2020-21	Rs. 67,24,989.00	Rs. 67,250.00	28/09/2021 upto 3.00PM	29/09/2021 At 1.00PM
03	DNIeT NO :-26/SE/AGRI/EE(WEST)/2020-21	Rs. 67,24,989.00	Rs. 67,250.00	28/09/2021 upto 3.00PM	29/09/2021 At 1.00PM
04	DNIeT NO :-27/SE/AGRI/EE(WEST)/2020-21	Rs. 67,24,989.00	Rs. 67,250.00	28/09/2021 upto 3.00PM	29/09/2021 At 1.00PM
05	DNIeT NO :-28/SE/AGRI/EE(WEST)/2020-21	Rs. 67,24,989.00	Rs. 67,250.00	28/09/2021 upto 3.00PM	29/09/2021 At 1.00PM
06	DNIeT NO :-29/SE/AGRI/EE(WEST)/2020-21	Rs. 67,24,989.00	Rs. 67,250.00	28/09/2021 upto 3.00PM	29/09/2021 At 1.00PM
07	DNIeT NO :-30/SE/AGRI/EE(WEST)/2020-21	Rs. 67,24,989.00	Rs. 67,250.00	28/09/2021 upto 3.00PM	29/09/2021 At 1.00PM
08	DNIeT NO :-31/SE/AGRI/EE(WEST)/2020-21	Rs. 67,24,989.00	Rs. 67,250.00	28/09/2021 upto 3.00PM	29/09/2021 At 1.00PM

Interested bidders can view the tender documents in the e- portal **www.tripura.tenders.gov.in** and in the 0/o the Executive Engineer (West) , Department of Agriculture & Farmers Welfare, Agartala.

FOR AND ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA.

(Er. Nikhil Roy)
Executive Engineer (West)
Department of Agriculture & FW
Tripura, Agartala

ICA-C-2073/2021-22

PRESS NOTICE INVITING QUATATION

On behalf of the Udaipur Municipal Council, Udaipur Gomati Tripura the undersigned invites the sealed Ouotation(s) from the reputed F. Authorized Dealers/Supplier/Form/Agency/Co-Operative Society for printing & binding of SHG Register for proper maintaining of SHG Register for empowering of SHGs in Udaipur Municipal Council. The quotation will be received up to 3.00 PM of 15" September, 2021 only in working days & the same will be opened on the some day at 3.00pm if possible. The details of required materials are as follows:-

Sl. No.	Particulars	Size	Quantity	Rate per unit @Rs. In figure	Per unit amount (In word)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Savings Register(per register 150 Page)	Legal	150 Nos.		
2	Loan Register(per register 150 Page)	Legal	150 Nos.		
3	Cash Register(per register 300 Page)	Legal	150 Nos.		
4	Meeting Minutes Register(per register 300 Page)	Legal	150 Nos.		
5	Individual Pass Book(per Book 20 Page)	½ A4	1700Nos.		
6	Receipt Book (per Book 200 Page including Original & Duplicate)	Dimay-1/12	300 Nos.		

TERMS & CONDITIONS:
1. Quotation will be submitted along with "D-Call" for Rs. 10,000.00 (Rupees ten thousand) only from any schedule Bank in favour of the CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Udaipur Municipal Council as security.
2. Rate should be quoted in each item in Column — 5 & 6 in figure & words in specific column inclusive all taxes as admissible.
3. The following document should be enclosed along with quotation like Proof of Identity proof in self attested & Trade license.
4. Materials may be supplied within 15(fifteen) days after received of supply order.
5. The supply order will be cancel automatically if materials not supplied in due date.
6. The competent Authority may accept or reject any tender without any reason. 7. Tender process may cancel at any time by the Competent Authority.

Chief Executive Officer
(Administrator)
Udaipur Municipal Council
Udaipur, Gomati District, Tripura.

ICA-C-2080/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে পরিষেবা প্রদান থেকে শুরু করে ভ্যাকসিনেশনে সাফল্যের নজির তৈরি করেছে ত্রিপুরা ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।।রাজনীতিতে সঠিক ব্যক্তি চয়নের দায়িত্ব প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের। নিজেদের মূল্যবান ভোটাধিকারের মাধ্যমে সঠিক ব্যক্তির দ্বারা সঠিক পথে সমাজ পরিচালনার দিশা নির্ধারণের দায়িত্ব প্রত্যেকের। শিক্ষক দিবসকে সামনে রেখে আজ আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজ ছাত্র সংসদ আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এদিনের অনুষ্ঠানে আগরতলা সরকারি মেডিক্যাল কলেজের বিভিন্ন বর্ষের ক'তি ছাত্রছাত্রীদের সম্বর্ধিত করেন মুখ্যমন্ত্রী সহ অন্যান্য অতিথিগণ। তাছাড়াও কোভিড পরিস্থিতিতে সফলতার সঙ্গে পরিষেবা প্রদান ও স্বাস্থ্য পরিষেবার অন্যান্য ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য বিভিন্ন বিভাগকেও এদিন সম্মানিত করা হয়। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পারদর্শীতার সঙ্গে সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে জয় করাই হচ্ছে প্রক'ত সফলতা। সাফল্যের অন্যতম শর্ত হচ্ছে কর্ম প্রচেষ্টা। দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে একজন আদর্শ শিক্ষক হিসেবে ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও দূরদর্শীতার সঙ্গে দীর্ঘ প্রতিক্ষিত বহু সমস্যার সমাধান ও দৃঢ়তার সাথে বিভিন্ন বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে সবার সামনে নজির তৈরি করেছেন তিনি। এর থেকে সবার শেখার রয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য পরিষেবায় পরিকাঠামো ও পরিষেবার ক্ষেত্রে উন্নয়ন এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি নিজেও জিবিপি বা সরকারি হাসপাতাল থেকে স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করি।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব সঠিক ব্যক্তির হাতে রয়েছে কিনা সেই সম্পর্কে আমাদের প্রত্যেকের সজাগ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। সরাসরিভাবে রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত না হলেও নিজেদের মূল্যবান ভোটাধিকারের মাধ্যমে সমাজের সঠিক দিশা নির্ধারণে সঠিক ব্যক্তির চয়নে সবার অংশগ্রহণ প্রয়োজন। নাগরিকদের রাজনৈতিক সচেতন মানসিকতাই সুস্থ সমাজ ব্যবস্থা তৈরি করে। আদর্শ নাগরিকরাই আদর্শ সমাজ ব্যবস্থাপনার পথকে সুগম করতে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাম থেকে শুরু করে রাজ্যের সর্বত্র চিকিৎসকদের পরামর্শ পৌঁছে দেওয়ার সুযোগ তৈরির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার এক নতুন ব্যবস্থা চালু করার কথা ভাবছে। যেখানে রাজ্যের বা বহির্রাজ্যে অবস্থানরত আগ্রহী চিকিৎসকরা তাদের ব্যক্তি জীবন থেকে অন্তত আধ ঘন্টা সময় ব্যয় করে সমাজের কল্যাণে নিজেদের যুক্ত করতে পারবেন। এরফলে অনলাইনে চিকিৎসা ক্ষেত্রে অভি'তাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ও স্পেশালিস্ট চিকিৎসকদের পরামর্শ মিলবে। যার ফলে রাজ্যের সমস্ত অংশের নাগরিকরা উপক'ত হবেন। মুখ্যমন্ত্রী আশা প্রকাশ করেন অধিক সংখ্যায় চিকিৎসক ও চিকিৎসক সংগঠন এই প্রয়াসের সঙ্গে নিজেদের সম্প'ক্ত করবেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিড পরিস্থিতির মধ্যে দক্ষতার সাথে কাজের মাধ্যমে মানুষকে পরিষেবা প্রদান থেকে শুরু করে ভ্যাকসিনেশনে সাফল্যের নজির তৈরি করেছে ত্রিপুরা।

পাহাড়, জমি, নদী, নালায়, এমনকি গলা জলে নেমে ও নানান প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে স্বাস্থ্যকর্মীরা টিকাকরণে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। সঠিক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে রাজ্যের স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের পরিষেবা ও পরিকাঠামোগত দিক দিয়ে উন্নয়ন এসেছে। অ'জেন প্ল্যান্ট থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে পরিকাঠামো উন্নয়ন করা হয়েছে। উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবার ফলে একদিকে যেমন কমেছে বর্হিরাজ্যের রেফারের সংখ্যা, অন্যদিকে জটিল অ'প্রচার সহ পরিষেবা প্রদানেও উন্নতি এসেছে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সমস্যা থেকে সরে না গিয়ে তাকে মোকাবিলা করতে পারলেই সফলতা আসবে। প্রতিকূল পরিস্থিতি আমাদের আরও অভি'তা সমৃদ্ধ হতে সহায়তা করে। সাফল্যের প্রধান এবং অন্যতম শর্ত হচ্ছে কর্ম প্রচেষ্টা বা পরিশ্রম। রাজ্যের স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজেদের দক্ষতার সাথে শুধুমাত্র কোভিডই মোকাবিলা করেননি বরং যারা মানুষকে বিভ্রান্ত করেছিলেন তাদেরকেও নিজেদের কাজের মাধ্যমে মোক্ষম জবাব দিয়েছেন। ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গিতে সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করা সম্ভব। মাত্র ৩৯ দিনে টিপিএসসি'র মাধ্যমে ১৫৬ জন চিকিৎসক নিয়োগ করা হয়েছে। স্বচ্ছতার মাধ্যমে অন্যান্য দপ্তরেও নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, মহিলা স্বশক্তিকরণ থেকে শুরু করে বিভিন্নভাবে সমাজের সকল অংশের নাগরিকদের কল্যাণে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

রাজ্যের ২৩টি প্রত্যন্ত গ্রামে মাইক্রো গ্রিড সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানো হবে ঃ উপমুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১০ সেপ্টেম্বর।। রাজ্যের ২৩টি প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুতের সমস্যা নিরসনে অচিরেই মাইক্রো গ্রিড সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বসানো হবে। এরজন্য ব্যয় হবে ২ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা। রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়নই বর্তমান সরকারের লক্ষ্য। রাজনৈতিক মতাদর্শ যাতে উন্নয়নের পথে অন্তরায় না হয় সেদিকে সকলকে নজর দিতে হবে। আজ মুঙ্গিয়াকামী ব্লকের নোনাছড়া এডিসি ভিলেজের শরকী পাড়ায় ট্রেডার উদ্যোগে স্থাপিত ২ কিলোওয়াট মাইক্রো গ্রিড সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট-এর উদ্বোধন করে একথা বলেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ডা. অতুল দেববর্মা, ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের কার্যনির্বাহী সদস্য কমল কলই, এমডিসি ভূমিকানন্দ রিয়াং, মুঙ্গিয়াকামী বিএসি'র চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, ট্রেডার ডিজি মহানন্দ দেববর্মা প্রমুখ।

উপমুখ্যমন্ত্রী তথা বিদ্যুৎমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতার ৭৫ বছর পরেও রাজ্যের কিছু প্রত্যন্ত গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছায় নি। আর এইসব গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া বর্তমান সরকারের প্রধান লক্ষ্য। ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় ১২ হাজার সোলারলাইট দেওয়া হয়েছে। আরও ১৫ হাজার সোলারলাইট দেওয়া হবে। এক্ষেত্রে বিশেষ করে অ্যাসপিরেশন্যাল ব্লকগুলিতে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা। উল্লেখ্য, ট্রেডার উদ্যোগে এবং জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের আর্থিক সহায়তায় শরকী পাড়ায় ১১টি সোলার স্ট্রিটলাইট, ১৪টি পরিবারে ৩টি করে সোলারলাইট, ১টি চার্জার পয়েন্ট দেওয়া হয়েছে।

শান্তিরবাজারে কোভিডের দ্বিতীয় ডোজ প্রদানে বিশেষ কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১০ সেপ্টেম্বর।। শান্তিরবাজার মহকুমায় করোনা অতিমারীর সার্বিক পরিস্থিতি এবং কোভিডের দ্বিতীয় ডোজ প্রদানে বিশেষ কর্মসূচির উপর আজ এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং, বকাফা বিএসি-র চেয়ারম্যান গৌরী শঙ্কর রিয়াং, জোলাইবাড়ি প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রবি নম:, বকাফা প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীদাম দাস সহ বিভিন্ন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের স্বাস্থ্য আধিকারিকগণ, স্বাস্থ্যকর্মী এবং বিভিন্ন গ্রাম প'ায়েত ও ভিলেজ কমিটির চেয়ারম্যান ও প্রধানগণ। এই কর্মসূচি আগামী ১৩-১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে। ৩৮টি সাবসেন্টারে এই টিকাকরণ করা হবে। এই টিকাকরণের নোডাল অফিসার ডা. শান্তনু দাস জানান, প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত এই টিকাকরণ চলবে। মোট ৩১,৬৩৫ জন সুবিধাভোগী এই কর্মসূচির মাধ্যমে উপক'ত হবেন। এছাড়াও এই কর্মসূচির মাধ্যমে মহকুমায় বাদ পড়ে যাওয়া ৩,৫০০ জনকে প্রথম ডোজ কোভিড টিকাকরণ করা হবে বলে জানান মহকুমা শাসক অভেদানন্দ বৈদ্য।

করোনা বিধিভঙ্গে দু'মাসে ৬৮.৫ কোটি টাকা আদায় করেছে দিল্লি পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স): করেনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে মহারাষ্ট্রের পর দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছিল দিল্লিতেই। অথচ তার কয়েক মাসের মধ্যেই করোনা বিধি ভুল গেল দিল্লিবাসী! এমনটাই উঠে এল দিল্লি পুলিশের রেকর্ড থেকে। জানা গিয়েছে, গত দু'মাসে রাজধানীতে করোনা বিধিভঙ্গের ঘটনা মাত্রা ছাড়িয়েছে। করোনা বিধি না মানার জরিমানা হিসেবে শুধু জুলাই এবং আগস্ট মাসে ৬৮.৫ কোটি টাকা আদায় করেছে দিল্লি পুলিশ।

দিল্লি পুলিশের দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, শুধু আগস্ট মাসেই ৩২ কোটি টাকার বেশি করোনা বিধি ভঙ্গের জরিমানা আদায় হয়েছে। এর মধ্যে দূরত্ব বিধি বজায় না রাখা, নিয়ম না মেনে জমায়েত করার মতো বিধিভঙ্গের মামলা হয়েছে দেড় লক্ষ। আর তা থেকে জরিমানা এসেছে ২৬.৭ কোটি টাকা। করোনার রক্ষাকবচ না নেওয়ায় হাতে নাতে ধরা হয়েছিল ২৯ হাজার ১০০ জনকে। তাঁদের থেকেও জরিমানা বাবদ ৫.৬ কোটি টাকা আদায় করেছে দিল্লি পুলিশ। জুলাই মাসে জরিমানার অঙ্ক আরও বেশি ছিল। দিল্লি পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, জুলাইয়ে চালান বাবদ ৩৬. ২ কোটি টাকা আদায় করা হয়েছিল। অথচ মে এবং জুন মাসে পরিস্থিতি এতটা খারাপ হয়নি। জরিমানা বাবদ মে এবং জুনে যথাক্রমে ১৫ কোটি এবং ২৫ কোটি টাকা আদায় হয়েছিল দিল্লিতে। দিল্লিবাসীর করোনা সুরক্ষা না মানার প্রবণতা উদ্বেগের বলেই মনে করছেন স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষকেরা।

টিকাকরণ প্রক্রিয়া পুরোদমে চালু করার পর দিল্লিতে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা অনেকটাই কম। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকের দেওয়া তথ্য বলছে, দিল্লিতে এখন ৪১৫ জন সক্রিয় রোগী রয়েছেন। কোভিড থেকে সুস্থ হয়ে ওঠার হারও বেশ ভাল। গত ২৪ ঘন্টায় কেউ করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা যাননি। তবে পরিসংখ্যান এ-ও বলছে গত দু'দিনে দৈনিক সংক্রমণ খুব ধীরে হলেও ঊর্ধমুখী হতে শুরু করেছে। গত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৩৬ জন। এই পরিস্থিতিতে মাস্ক না পরা বা দূরত্ব বিধি বজায় না রাখার মতো অসাবধানতা চলতে থাকলে সংক্রমণ আবার বাড়তে পারে বলেই মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। দিল্লি পুলিশের দেওয়া পরিসংখ্যান কিছুটা চিন্তাই বাড়িয়েছে স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষকদের।

তালিবান সরকারের সূচনা অনুষ্ঠানে থাকবে না রাশিয়া ক্রেমলিনের বার্তায় দিল্লির স্বস্তি

মস্কো, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আফগানিস্তানে তালিবানি সরকারের সূচনা অনুষ্ঠানে অংশ নেবে না রাশিয়া। 'ব্রিকস' গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির বৈঠকের পর নয়াদিল্লির স্বস্তি বাড়িয়ে শুক্রবার 'ক্রেমলিন'-এর তরফে এমনই বার্তা দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সূত্রে খবর ছিল, নতুন তালিবানি সরকারের উদযাপন অনুষ্ঠানে রাশিয়ার রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের আধিকারিকদের পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে মস্কো। ব্রিকসের বৈঠকের পরই রাশিয়ার সিদ্ধান্ত বদল বেশ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন আন্তর্জাতিক রাজনীতির বিশেষজ্ঞরা।

গত সোমবার তালিবানের প্রধান মুখপাত্র জবিরুল্লা মুজাহিদ জানিয়েছিলেন, নতুন সরকার গঠনের অনুষ্ঠানে পাকিস্তান, চিন, রাশিয়া, কাতার, তুরস্ক ও ইরানকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ভারতের নাম ছিল না ওই তালিকায়। উল্লেখ্য, তালিবান বাহিনী কাবুল দখল নেওয়ার পরও আফগানিস্তানে দূতাবাস খোলা রেখেছে পাকিস্তান, চিন ও রাশিয়া। বেজিং,ইসলামাবাদের মতো তালিবান সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছিল মস্কোও। যা নিয়ে বেশ চাপেই ছিল নয়াদিল্লি। বৃহস্পতিবার ব্রিকসের বৈঠকে সাউথ ব্লকের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, আফগানিস্তান সংক্রান্ত বিষয়ে পাকিস্তানকে কড়া বার্তা দিয়ে আন্তর্জাতিক ঐকমত্য তৈরি করা। তাতে সফলই হয়েছে ভারত। রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনও বলেছেন, "আমেরিকা সেনা প্রত্যাহার করার পর আফগানিস্তানে নতুন সঙ্কট দেখা দিয়েছে। তা আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক নিরাপত্তাকে কী ভাবে প্রভাবিত করবে, স্পষ্ট নয়।"

মহাকাশ স্টেশনে এবার ধোঁয়া, প্লাস্টিক পোড়ার গন্ধ

নয়াদিল্লি, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : ভূপৃষ্ঠ থেকে ৩৭০ কিলোমিটার উপরে পৃথিবীর কক্ষপথে প্রদক্ষিণ করা মহাকাশ স্টেশনে ফের দুর্ঘটনা। ফাটলের পর এবার তার একাংশ থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরিয়ে আসতে দেখা গেল। সঙ্গে প্লাস্টিক পুড়ে যাওয়ারও গন্ধ পেলেন মহাকাশচারীরা। ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার ভোরে ৬টা থেকে ৭টার মধ্যে রুশ মহাকাশ গবেষণা সংস্থা 'রসকসমস' এই খবর দিয়েছে। শুক্রবার রুশ সংবাদ সংস্থা 'তাস' জানিয়েছে, পরিস্থিতি স্বাভাবিক করে তোলা হয়েছে খুব দ্রুত। নিরাপদেই আছেন মহাকাশচারীরা। তাঁরা দিনের কাজ শুরু করে দিয়েছেন যথারীতি। আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা সূত্রে জানা যায়, ধোঁয়া বেরোনোর সময় প্রথমে কাজ করেনি মহাকাশ স্টেশনের ওই অংশে থাকা 'ফায়ার অ্যালার্ম'টিও। ফলে, ধোঁয়া বেরোনোর কথা প্রথমে জানতেও পারেননি মহাকাশ স্টেশনে থাকা ৭ জন মহাকাশচারী। পরে তাঁরা প্লাস্টিক পোড়ার গন্ধ পান।

বিজেপি বিরোধী মহাজোট গড়ার আগেই ফের ধাক্কা, এনসিপির নিশানায় কংগ্রেস

মুম্বই, ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স) : আগামী লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপি বিরোধী মহাজোট গড়ার কাজ শুরু হলেও পদে পদে ধাক্কা খাচ্ছে। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর এবার সম্ভাব্য বিরোধী জোটের অন্যতম কংগ্রেসকে নিশানা করলেন এনসিপি সুপ্রিমো শরদ পওয়ার। তাঁর বক্তব্য কংগ্রেস নেতাদের মানসিকতা বদলাতে হবে। তবেই, অন্যান্য বিজেপি বিরোধী দলের সঙ্গে কংগ্রেসের সুসম্পর্ক তৈরি হবে।

এক সাক্ষাৎকারে এনসিপি সুপ্রিমো বলেছেন, কংগ্রেসকে বুঝতে হবে, একটা সময় হয়তো কংগ্রেস কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল দল ছিল। কিন্তু এখন আর তেমন নয়। কংগ্রেস নেতাদের এটা মেনে নিতে হবে। আর যেদিন ওরা এই সত্যিটা মেনে নেবে, সেদিনই দেখবেন অন্য রাজনৈতিক দলের সঙ্গে কংগ্রেসের নৈকট্য বাড়ছে।" বস্তুত, বিজেপি বিরোধী মহাজোটের নেতৃত্ব দেওয়া নিয়ে কংগ্রেসের যে অনড় মনোভাব, তা একেবারেই না-পসন্দ শরদ পওয়ারের। তিনি বলছেন,"সব দল, বিশেষ করে আমার কংগ্রেসী সহকর্মীরা নেতৃত্ব নিয়ে অন্যভাবে ভাবতাই রাজি নন।"

প্রসঙ্গত, এরাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের পর দিল্লিতে বিজেপি বিরোধী মহাজোট তৈরির উদ্যোগ নিয়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর সেই উদ্যোগ বারবার বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে নেতৃত্বের প্রশ্নে। রাজনৈতিক মহলের মতে, কংগ্রেসের অনড় মনোভাবই বিরোধী শিবিরের ঐক্যের পিছনে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

মুম্বইয়ে মহিলাকে ধর্ষণের পর যৌনাঙ্গে লোহার রড ঢুকিয়ে দেওয়ার অভিযোগ

মুম্বই, ১০ সেপ্টেম্বর (হি. স): এবার মুম্বইয়ে দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডের ছায়া। অভিযোগ, আন্ধেরির সাকিনাকা এলাকায় ৩২ বছরের এক মহিলাকে ধর্ষণ করে তাঁর যৌনাঙ্গে রড ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিশ। তবে পুলিশের ধারণা এই ঘটনার সঙ্গে আরও কয়েক জন জড়িত থাকতে পারে।আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নির্যাতিতা।

পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার ভোররাতে তাদের কন্টোলরুমে খবর আসে সাকিনাকা এলাকায় এক মহিলা রক্তাক্ত অবস্থায় অচৈতন্য হয়ে পড়ে আছেন। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশের একটি দল। সঙ্কটজনক অবস্থায় মহিলাকে উদ্ধার করে ঘাটকোপারের একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় তাঁকে। এই ঘটনায় একজনকে গ্রেফতার করেছে মুম্বই পুলিশ। তবে পুলিশের ধারণা এই ঘটনার সঙ্গে আরও কয়েক জন জড়িত থাকতে পারে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন নির্যাতিতা। মুম্বইয়ের ডেপুটি পুলিশ কমিশনার এবং অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেছেন। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতকে জেরা করে জানার চেষ্টা চলছে এই ঘটনার সঙ্গে আর কেউ জড়িত আছে কি না। এই ঘটনার পরই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। অভিযুক্তের কঠোর শাস্তির দাবিতে বিক্ষোভ দেখান স্থানীয়রা।

উল্লেখ্য, ২০১২-তে দিল্লির নির্ভয়া কাণ্ডে তোলপাড় হয়েছিল গোটা দেশ। ওই বছরের ১৬ ডিসেম্বর রাতে দিল্লির ২৩ বছর বয়সি এক প্যারা মেডিক্যাল ছাত্রীকে চলন্ত বাসে গণধর্ষণ করে রাস্তায় ফেলে দেয় ৬ দুষ্কৃতী। ওই ঘটনায় অভিযুক্ত ৬ জনের মধ্যে একজন নাবালক বলে সংশোধনাগার থেকে ৩ বছর পরে ছাড়া পেয়ে যায়। আর এক অভিযুক্ত রাম সিং জেলের মধ্যেই আত্মহত্যা করে। বাকি ৪ আসামি অক্ষয় ঠাকুর, পবন গুপ্ত, বিনয় শর্মা এবং মুকেশ সিংহের ফাঁসি হয়।-

ত্রিপুরায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে রাজনৈতিক সন্ত্রাস চালাচ্ছে বিজেপি সরকার ঃ অসম সিপিএম

করিমগঞ্জ (অসম), ১০ সেপ্টেম্বর (হি.স.) : গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে গণতন্ত্রকেই পদদলিত করছে ত্রিপুরার বিজেপি সরকার। ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিপ্লব দেব সরকার রাজনৈতিক সন্ত্রাস চালাচ্ছে। লেনিনের মূর্তি ভাঙা থেকে শুরু করে সিপিআই (এম)-এর রাজ্য সদর দফতরে আক্রমণ, বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের মারধর সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সরকারি দূর্নীতিতে রাজ্যের সাধারণ জনগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছেন। অভিযোগ সিপিআইএম-এর অসম রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলির অন্যতম সদস্য নির্মল দে।

ত্রিপুরায় দৈনিক দেশের কথা' পত্রিকা অফিস, সিআইটিইউর রাজ্য দফতর সহ বিভিন্ন জেলা ও লোকাল কমিটির অফিসে শাসক দল বিজেপির মদতপুষ্ট গুণ্ডাবাহিনী হামলা, ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগ করার মতো জঘন্য ঘটনার বিরুদ্ধে শুক্রবার অসমের করিমগঞ্জ জেলা সদরে এক বিশাল প্রতিবাদী মিছিল বের করে সিপিআইএম। মিছিলে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত বিশাল সংখ্যক মহিলা পুরুষ অংশ নেন। শহরের কালীবাড়ি রোডে অবস্থিত সিপিআইএম-এর জেলা কমিটির কার্যালয় থেকে প্রতিবাদী মিছিলটি বের হয়। মিছিলে ত্রিপুরায় বিজেপির রাজনৈতিক হিংসা, সন্ত্রাসী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে স্লোগানে প্রান্তিক শহরের আকাশ বাতাস ভারী হয়ে ওঠে। শহরের প্রধান প্রধান সড়ক পরিক্রমা করে প্রতিবাদী মিছিলটি পুনরায় কালীবাড়ি রোডের জেলা কার্যালয়ে এসে শেষ হয়।

মিছিল শেষে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সিপিআইএম-এর অসম রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলির অন্যতম সদস্য নির্মল দে ত্রিপুরা সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই ত্রিপুরায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বিপ্লব দেব সরকার। শাসক দলের মদতপুষ্ট গুণ্ডাবাহিনী লেনিনের মূর্তি ভাঙা থেকে শুরু করে সিপিআইএম-এর রাজ্য সদর দফতরে আক্রমণ সহ রাজ্যের বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের মারধরে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সবকিছু জেনে-শুনেও সরকার পক্ষ নীরব ভূমিকা পালন করে চলছে বলেও অভিযোগ তুলেন নির্মল দে।

বিপ্লব কুমার দেব সরকারের জনবিরোধী নীতির কারণে রাজ্যের জনমনে তীব্র ক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। ইদানীংকালে রাজ্যের সচেতন নাগরিক সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সাব্যস্ত করতে রাজপথে নামতে বাধ্য হয়েছেন। আর এতেই সরকারের আঁতে ঘা লেগেছে। রাজ্যের সচেতন নাগরিকের কণ্ঠ রোধ করতে সরকারি মদতপুষ্ট গুণ্ডাবাহিনী নেকড়ে বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা এবং রাজনৈতিক পক্ষপাতের কারণে শাসক দলের তাণ্ডব মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এর উদাহরণ তুলে ধরে নির্মল দে বলেন, চলতি মাসের ৬ তারিখ বিরোধী দলনেতা তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারকে তাঁর নিজ বিধানসভা কেন্দ্র ধনপুরে যেতে বাধা দেয় শাসকদলের মদতপুষ্ট গুণ্ডাবাহিনী। কিন্তু সিপিআইএম-এর কর্মী সমর্থক এবং সাধারণ মানুষের জেদের কাছে হার মেনে পথ ছাড়তে বাধ্য হয় তাঁরা। এতেই প্রতিশোধস্পৃহা জেগে ওঠে শাসক দলের মদতপুষ্ট গুণ্ডাবাহিনী।

এরই প্রতিফলন ঘটে ৮ সেপ্টেম্বর। সিপিআইএম-এর ত্রিপুরা রাজ্য দফতরে তাণ্ডব চালিয়ে অগ্নিসংযোগ করে তারা।

জল জীবন মিশনের কাজকর্ম পর্যালোচনা বৈঠকে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী সহ অন্যান্য আধিকারীকরা। ছবি নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।